সেপ্টেম্বর, ২০২৪

রোজকার অনন্যা

রোজকার সাত সতেরো, সাথে রোজকার রান্নাবান্না

POWERED BY

Shalimar's®

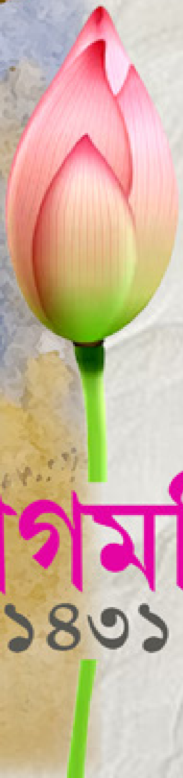

আগমনি
১৪৩১

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন

www.rojkarananya.com

সম্পাদকীয়

পুজোর আগের দিনগুলো মানে, এই যে পুজো আসছে, পুজো আসছে, এই সময়টা আমার সবথেকে প্রিয়। দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা নামার কালে কিংবা সন্ধে পেরিয়ে রাতের শুরু, এমন এক সন্ধিকালে কোনও নির্মীয়মাণ মণ্ডপের সামনে দাঁড়িয়ে পুজোর গন্ধ নেওয়া, এ যেন এক অন্যরকম ভালো লাগা! অন্যরকম অনুভূতি! এক অবর্ণনীয় আনন্দ! মায়ের আগমনের আগের মুহূর্তে গোটা পৃথিবী যেন সেজে ওঠে নতুন সাজে। তৈরি হয় পুজো পুজো গন্ধমাখা অদ্ভুত সুন্দর এক আবহ!

আশ্বিনের নীল আকাশ, পেঁজা তুলোর মতো মেঘ, দুব্বো ঘাসের উপর পড়া একফোঁটা শিশির বিন্দু, শিউলি ফুল, স্থলপদ্ম, ঢাকের বোল, গরবা নাচ, আলোর রোশনাইয়ে মেতে ওঠে গোটা পৃথিবী। কোথাও দুর্গাপুজো, কোথাও নবরাত্রি; কিন্তু মূল বিষয় একটাই। মায়ের আরাধনা।

আর পুজো মানেই আগমনি গান, কেনাকাটা, সাজগোজ এবং পুজোসংখ্যা। 'রোজকার অনন্যা'র এবারের সংখ্যা সাহিত্য সম্ভারে সমৃদ্ধ। প্রবন্ধ, গল্প, কবিতার পাশাপাশি রয়েছে নিয়মিত বিভাগ। আর পেটপুজো ছাড়া তো পুজোই অসম্পূর্ণ। তাই সঙ্গে রয়েছে দুডজন রান্নাও।

আমাদের আপনারা যেভাবে ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছেন তা প্রতিনিয়ত অনুপ্রাণিত করে আমাদের। এভাবেই পাশে থাকুন, ভরসা রাখুন আমাদের প্রচেষ্টায়, আন্তরিকতায়। সবাইকে শুভ শারদীয়ার অগ্রিম শুভেচ্ছা। সবার পুজো খুব ভালো কাটুক, শান্তিতে অতিবাহিত হোক।

সকল পাঠক এবং বিজ্ঞাপনদাতাদের নমস্কার।

দেবযানী মুখোপাধ্যায়

As Pure as Mother's Love...
100% Pure
Edible
Coconut Oil
100% Vegetarian
Shalimar's
COCONUT
OIL
A PRODUCT OF INDIA
Shalimar's®
COCONUT
OIL

রোজকার অনন্যা পরিবার

রোজকার সাত সতেরো, সাথে রোজকার রান্নাবান্না

সম্পাদক

দেবযানী মুখোপাধ্যায়

সম্পাদকীয় বিভাগ

সম্পাদকীয় প্রধান
কমলেন্দু সরকার

কার্যনির্বাহী সম্পাদক
সুস্মিতা মিত্র

সাহিত্য
বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিনোদন
তৃষা নন্দী

স্বাস্থ্য
সুমা বন্দ্যোপাধ্যায়

ফ্যাশন এবং অন্দরসজ্জা
এলিজা

গ্রাফিক্স ও অলংকরণ
সৌরভ ঘোষ

ডিজিটাল হেড
সন্দীপ জানা

বিজ্ঞাপন বিভাগীয় প্রধান
অভিষেক কর্মকার

একটি
দেবী প্রণাম
প্রকাশনা

যোগাযোগ
সম্পাদকীয় বিভাগ: ৬২৯০৪৩০৪৯৬ (সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৫টা)
বিজ্ঞাপন বিভাগ: ৭৯৮০৫৬৮৩৭২ (সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৫টা)
EMAIL: rojkarananya@gmail.com

দেবী প্রণাম প্রকাশনার পক্ষে অয়ন ঘোষ ও সুদেষ্ণা ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত
RNI: WBBIL/2015/64960
স্বত্বাধিকারী: অয়ন ঘোষ ও সুদেষ্ণা ঘোষ

এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন ও বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কোনো দায় পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়।

প্রচ্ছদ

অদিতি মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

অনন্যা

আগমনি ১৪৩১

প্রবন্ধ

ত্রিশূল হাতে অসুর বিনাশিনী নন শিবের কোলে উপবিষ্ট দেবী পূজিত হন লাহা বাড়িতে

সুস্মেলী দত্ত

৮

বাড়ি থেকে বারোয়ারি

অমিতাভ মাইতি

৬২

এক দয়ালু কবির গল্প

বিনোদ ঘোষাল

৭৫

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

পুজোর আগে ওজন কমান এবং সুন্দর থাকুন
রেশমী মিত্র
১১৬

সত্যজিতের ছবিতে দুর্গাপুজো
কমলেন্দু সরকার
১২০

গল্প
বালিকার বড় হয়ে ওঠা
তপন বন্দোপাধ্যায়
১৫

মা-বাবার ফুলশয্যা
বিনায়ক বন্দোপাধ্যায়
৪৬

আলোর ঠিকানা
দেবদত্ত পুরোহিত
৫৫

কেমনে সরাবো কুহেলিকার এই বাধা রে
অরুণা সরকার
৮৪

রূপকথা
মন্দাক্রান্তা সেন
৯৯

উর্দি পুরাণ
বেদ বন্দ্যোপাধ্যায়
১০৭

কবিতা
অরুণকুমার চক্রবর্তী
যশোধরা রায়চৌধুরী
অসীম বিশ্বাস
তরুণকুমার দাস
সুনন্দা সিংহ
দেবনারায়ণ দাস
৯৪-৯৯

রান্না
আজি শারদ পাতে: পুজোর জলখাবার
সুতপা বৈদ্য
সমিতা হালদার
২৪

মায়ের বিদায়, সিঁদুর খেলা আর
বিজয়ার মিষ্টি মুখ
পূর্বিতা মণ্ডল
সুতপা দে
১২৮

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Graceful Festive Range
FROM
Mrignayani
HANDLOOM • HANDICRAFTS
20% DISCOUNT
mrignayanikolkata
www.mrignayanikolkata.com
M.P. GOVT. EMPORIUM
Mrignayani®
Avanti
Dakshinapan, Dhakuria Ph.: 24236715
Uttarapan, Ultadanga Ph.: 23550666
Video Call: 7439612704

ত্রিশূল হাতে অসুরবিনাশিনী নন, শিবের কোলে উপবিষ্ট দেবী দুর্গা পূজিতা হন লাহা বাড়িতে

প্রবন্ধ ১

আগমনি ১৪৩১

সুস্মেলী দত্ত

লাহা পরিবারের দুর্গাপুজো সম্পর্কে বলার পূর্বে লাহা পরিবার সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা বা তথ্য পাঠকদের কাছে দেওয়া প্রয়োজন। সেই প্রসঙ্গে বলি, লাহা লাভক শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ লাভ।

মহানন্দ লাহাকেই লাহা পরিবারের আদিপুরুষ বলা হয়। এঁদের বংশধর মধুমঙ্গল লাহার পুত্র রাজীবলোচন লাহা চুঁচুড়া নিবাসী ছিলেন। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে তিন পুত্র প্রাণকৃষ্ণ, নবকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণকে রেখে মাত্র ৬২ বছর বয়সে প্রয়াত হন।

উপরিউক্ত তিন কর্তা প্রাণকৃষ্ণ, নবকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ লাহার বংশধরেরাই লাহা পরিবারের উত্তরপুরুষ। পর্যায়ক্রমে এঁরাই বড়, মেজ ও ছোটদের ঘর হিসেবে পুজোর পালা করে থাকেন। এবার আসি দুর্গাপুজো সম্পর্কে। অনেকে মনে করেন লাহা পরিবারের দুর্গাপুজো ৩৫০ বছরের পুরনো। বরশূল নিবাসী বনমালী লাহা এই পুজোর প্রবর্তন করেন।

মতভেদে বলা যায়, মহানন্দ লাহা যদি প্রথম দুর্গাপুজো প্রবর্তন করেন তাহলে লাহাদের পুজো হবে প্রায় ৮০০ বছরের পুরনো।

প্রায় ২২৫ বছর আগে মধুমঙ্গল লাহা চুঁচুড়ায় এক চালচিত্রে দুর্গাপুজো করতেন। চুঁচুড়া থেকে কলকাতায় এসে প্রথমে কলুটোলার জাকারিয়া স্ট্রিটে ভাড়াবাড়িতে পুজো আরম্ভ করেন। ১৮৫৭ সালে প্রাণকৃষ্ণ নবকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ লাহা এক নম্বর বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিটের বাড়িটা কিনে সেখানে বসবাস শুরু করেন এবং ওই স্থানে দুর্গাপুজো শুরু করেন।

লাহা পরিবারের দুর্গামূর্তির একটি বিশেষত্ব আছে। শিব বৃষের উপর উপবিষ্ট। মা বসে

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

থাকেন স্বয়ং শিবের কোলে। বাঁদিকে সরস্বতী ও কার্তিক, ডানদিকে লক্ষ্মী ও গণেশ একই চালচিত্রে আসীন।

কুলদেবী জয় জয় মাতা:

দুর্গাপুজো ছাড়াও লাহাদের অন্যতম আরাধ্য দেবী হলেন শ্রী শ্রী জয় জয় মাতা। কথিত আছে বহুদিন আগে ডাকাতেরা সোনার মূর্তি ভেবে এই অষ্টধাতুর মূর্তিটি চুরি করে। পরে জানতে পেরে এই মূর্তিটি তারা জঙ্গলে পথের মধ্যে ফেলে রেখে যায়। ঘটনাচক্রে মেজ তরফের নবকৃষ্ণ লাহার স্ত্রী স্বপ্নাদেশে সেই মূর্তিটি তুলে এনে পুজো করার আদেশ পান। সেই থেকে লাহা বাড়িতে শ্রী শ্রী জয় জয় মাতাকে কুলদেবী হিসেবে পুজো করা হয়। দুর্গাপুজোর সময় মৃন্ময়ী হর-পার্বতীর মূর্তির সামনে কুলদেবীর মূর্তিটি এনে ঠাকুরদালানে স্থাপন করে পুজো করা হয়ে থাকে।

নির্ধারিত সময় মেনে দুর্গাপুজোর পাঁচটি দিন খুব নিয়ম মেনে পুজো করা হয়ে থাকে। পুজো শুরুর প্রথম থেকেই জয় জয় মাকে সব নিয়মগুলি উৎসর্গ করা হয়। খুব সংক্ষেপে এই পাঁচ দিনের পুজোর বিধি এখানে লেখার চেষ্টা করছি।

দেবীর বোধন:

মহালয়ার পরের দিন ঘটে দেবীর বোধন বসে এবং দুর্গাপুজোর কল্পনা শুরু হয়।

মহাষষ্ঠী:

এই দিন সকালে আমাদের কুলদেবীকে নতুন আবরণ (জরির বেনারসি) ও আভরণে (সোনার গয়না) সুসজ্জিত করা হয়। রাতে ষষ্ঠীর বোধন, অধিবাস ও বেল বরণ করা হয় ও তার সঙ্গে নবপত্রিকার পুজো করা হয়।

মহাসপ্তমী:

এদিন সকালে জলঝরা ছড়িয়ে নবপত্রিকাকে ছাতার

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

সেরা
উৎসবের
জন্য
সেরা জুতো
KHADIM
MENS
77756488840 ₹399
52608952690 ₹399
77756588840 ₹449
52608052630 ₹499
29437729440 ₹499
11479511430 ₹599
47317447391 ₹699
33618033630 ₹899
72365572340 ₹999
60311360390 ₹899
60311260310 ₹899
48004548040 ₹1699
WOMENS
52608752660 ₹349
47314988851 ₹399
94667594650 ₹499
50927450950 ₹499
57303157380 ₹599
51914051951 ₹599
53208153250 ₹699
65113965180 ₹699
65113565160 ₹899
53007353050 ₹999
29437429451 ₹649
51914651950 ₹1299
KIDS
47220347230 ₹299
72820072850 ₹499
29438229400 ₹449
36036036050 ₹499
56110456190 ₹499
51915951970 ₹649
52608252690 ₹399
67001467070 ₹499
29438929420 ₹499
28326128391 ₹899
সেরা
অফার
কেনাকাটায়
সারপ্রাইজ গিফট!
BAGS
76900334800 ₹499
45150745140 ₹599
76900550970 ₹799
45152045150 ₹799
76900734850 ₹899
34844334890 ₹999
34844834890 ₹1099
10501810540 ₹1499
850+ Stores pan India
Call us on 18001030501 Toll Free (domestic calls and franchisee enquiry) 10 a.m. to 8 p.m.

নিচে রেখে বাজনা বাজিয়ে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। বাড়িতে আবার তাঁকে স্নান করিয়ে আলতা সিঁদুর হলুদ ছুঁইয়ে একটা লাল চেলির কাপড় পরানো হয়। তারপর এটিকে গণেশের ডানদিকে স্থাপন করা হয়। জয় জয় মাতাকেও ওইদিন স্নান করিয়ে ঠাকুরঘর থেকে নিয়ে এসে ঠাকুরদালানে একটি রুপোর সিংহাসনের ওপর স্থাপন করা হয়। বিধিমতো সেদিনেই বেদাগি বোঁটা-সহ একটি ছাঁচি কুমড়ো বলিদান করা হয়। ঠাকুরদালানের প্রাঙ্গণে ২৮টি প্রদীপ জ্বালানো হয়ে থাকে।

মহাষ্টমী:

এদিন প্রাঙ্গণে ১০৮টি প্রদীপ জ্বালানো হয়ে থাকে। লাহা বাড়ির গিন্নিরা দেবী দুর্গা ও জয় জয় মাকে সামনে রেখে দুহাতে মাটির সরা মাথায় আরেকটি সরা-সহ তাঁদের মানসিক ইচ্ছা ও সংকল্পকে স্মরণ করে ধুনো পোড়ান। এদিন একটি হোম-যজ্ঞেরও আয়োজন করা হয়। হোমের পর দেবী পুজোয় ন'টি কোলহাঁড়ির ব্যবস্থা করে দেবীর সঙ্গে রাখা হয়। এরপরে কুমারী পুজো হয়। এভাবেই অষ্টমী পুজো শেষ হয়।

সন্ধিপূজা:

অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণে যে-পুজো হয় তাই সন্ধিপুজো। এই সময়েও ১০৮টি প্রদীপ জ্বালানো হয়। ধুনো পোড়ানো হয়। বেদাগি বোঁটা-সহ একটি ছাঁচি কুমড়ো বলিদান দেওয়া হয়। এই পুজোয় ১১টি কোলহাঁড়ি রাখা হয়। সন্ধিপুজোতেও ধুনো পোড়ানো হয়ে থাকে।

মহানবমী:

নবমী পূজায় ১০৮টি প্রদীপ জ্বালানো হয়ে থাকে। এদিন একটি বেদাগি ছাঁচি কুমড়ো ও একটি শসা বলিদান দেওয়া হয়। এছাড়া হোমের পর হোমের ফোঁটা, শান্তিজল দেওয়া হয়ে থাকে। এবং তার সঙ্গে অষ্টমী, সন্ধি ও নবমী পুজোর গচ্ছিত কোলহাঁড়ি গৃহবধূদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

বিজয়া দশমী:

দশমীর দিন সকালে লাহাবাড়ির পুত্র সন্তানেরা এবং গৃহকর্তারা ১০টা নাগাদ ঠাকুর দালানে গিয়ে তিনপাতা বিশিষ্ট বেলপাতায় শ্রী শ্রী দুর্গা সহায় দোয়াত কলমে লেখেন। সেগুলি ঠাকুরের কাছে রাখা থাকে পরে

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

বিসর্জনের সময় সেগুলিকে মূর্তিসহ জলে ফেলে দেওয়া হয়।

এদিন শুধুমাত্র পুরুষেরা পুষ্পাঞ্জলি দেন। কনকাঞ্জলি দেন যাঁর পালা পড়েছে সেই পরিবারের গৃহমাতা। তারপর জয় জয় মা কে শোলার মালা পরানো হয়। সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত পুজো হয়ে যাওয়ার নির্মাল্য ও অর্ঘ পুরোহিতেরা লাহা বাড়ির সদস্যদের প্রদান করেন। সেই নির্মাল্য ও অর্ঘ পরিবারের গৃহমাতার কাছে একটি নির্দিষ্ট স্থানে রেখে দেওয়া হয়। সেখানে একটি প্রদীপ, একটি গাড়ু, একটি ফুলের থালা রাখা হয়। প্রথা অনুযায়ী অর্ঘগুলি লাহা পরিবারের প্রতিটি বধূ ওই নির্দিষ্ট স্থান থেকে নিয়ে যে যাঁর ঘরে রাখেন।

এদিকে বিসর্জনের বাদ্যি বেজে ওঠে। সকাল ১১.৩০-এর মধ্যে ঠাকুরদালান থেকে জয় জয় মাকে ওপরে ঠাকুরঘরে নিয়ে যাওয়া হয় ও শয়ন দেওয়ানো হয়। এদিকে মৃন্ময়ী প্রতিমার হাতে জোড়া খিলি, মুখে পান, হাতে নাড়ু, কপালে সিঁদুর, হলুদ ও দইয়ের ফোঁটা দিয়ে সকলে মাকে বরণ করেন। লাহা পরিবারে সে অর্থে সিঁদুর খেলা হয় না, মাকে ও একে অপরকে সিঁদুর পরানোর শেষে প্রতিমা বিসর্জনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়।

মায়ের বিদায়

বাঁশে দড়ি বেঁধে দোলনা তৈরি করে তার ওপর প্রতিমা বসিয়ে গঙ্গায় নিয়ে যাওয়া হয়। বিসর্জনের সময় মৃন্ময়ী মূর্তিটিকে বাড়ির বাইরে নিয়ে যাওয়া হলে বাড়ির সদর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে দেবীঘট নিয়ে ফিরে এলে বাড়ির কর্তা বাইরে থেকে প্রশ্ন করেন তিনবার, মা

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

8 POURE
Pioneer of Indian saree selling store
9830906302
9830424928
9674678024
P8 TAGORE PARK, R.N TAGORE ROAD KOLKATA 700056
(NEAR BARANAGAR METRO STATION)
Google Play
App Store
/POURE8
/8POURE

আছেন ঘরে?

গৃহকর্ত্রী বাড়ির ভেতর থেকে উত্তর দেন আছি। তবেই সদর খুলে দেওয়া হয় ও বিসর্জনের পর মাটি ধুয়ে ফেলা কাঠামোটিকে সাদরে বাড়ির ভিতরে নিয়ে আসা হয়।

কথিত আছে একবার নাকি বিসর্জনের সময় সদর খুলে দেওয়াতে বাড়ির মধ্যে কেউ একজন প্রত্যক্ষ করেন, একটি সালংকারা কন্যা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। সেই না দেখে তাড়াতাড়ি সদর বন্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়। সেই থেকে নিয়ম অনুযায়ী এই ব্যবস্থাটি অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে পালন করা হয়।

দশমীর দিন সন্ধেবেলায় শ্রী শ্রী জয় জয় মাতার ঘরে লাহা পরিবারের সদস্যরা একত্রিত হন ও পুরোহিতের কাছে সুগন্ধী আতরের আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। তারপর সকলে একসঙ্গে সিদ্ধি ও সন্দেশ গ্রহণ করেন। এর পরে শুরু হয় বিজয়ার প্রণাম ও আলিঙ্গন পর্ব।

মহাভোগ:

এবার আসি ভোগ প্রসঙ্গে। লাহা পরিবারের পুজোতে অন্নভোগ হয় না। আলুনি তরকারি লুচি আলু বেগুন ভাজা পটল ভাজা ফুলুরি-সহ বিভিন্ন মিষ্টি শুদ্ধাচারে ঘরে তৈরি করানো হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলি, চুম্বের নাড়ু, নারকেল নাড়ু, তিলের নাড়ু, মুগের নাড়ু, ছোলার নাড়ু, বুটের নাড়ু. মুড়ির মোয়া, খইয়ের মোয়া, বেলা পিঠে, জিবে গজা, পান গজা, ছোট গজা, চৌকো গজা, চিরকুট গজা, প্যারাকি প্রভৃতি।

মোটামুটি এভাবেই লাহা পরিবারের সদস্যরা এই মৃন্ময়ী মায়ের আহ্বানে পালা অনুসারে প্রতিবছর তৎপর হন। জয় জয় মা যেহেতু সিংহবাহিনী দেবীরই আর একটি রূপ সেহেতু লাহাদের কাছে কুলদেবী- মা ও মৃন্ময়ী- মা এক ও অভিন্ন। তাই বিসর্জনের পরেও মা যে তাঁদের বাড়িতে সদা বিরাজমান সেটি তাঁদের প্রতিটি নিয়মাবলীর মাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রমাণিত। বলাই বাহুল্য, লাহা পরিবারে দেবী দুর্গা ছাড়া অন্য ঠাকুরের মূর্তিপুজো নিষিদ্ধ।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

গল্প ১

আগমনি ১৪৩১

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

বালিকার বড় হয়ে ওঠা

জীবনের কিছু ঘটনা অলক্ষ্যে কোথাও তৈরি হতে থাকে যার মধ্যে মানুষের কোনও হাত থাকে না। যা কোনও দিন ঘটার কথা ছিল না সেরকমই এক অভিনব ঘটনার মুখোমুখি হঠাৎ এক আন্তরিক সকালে। কাছাকছি একটা বড় মাঠে আমার প্রতিদিনের মর্নিং ওয়াক। কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটির পর ঘরে ফেরা। ফেরার পথে একটা পার্ক আছে-- ভিতরে সবুজের রমরমা। কত রকমের গাছ। কত রঙের ফুল। পার্কেও প্রতিদিন ভোরে

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

আদি রেডিমেড সেন্টার প্রাঃ লিঃ

সম্পর্কের বন্ধন যেখানে চিরন্তন

স্টেশন রোড, সোদপুর ▪ Ph : 2583-6149 / 2523-5588

E-mail : adircpl@gmail.com

Shop online at : www.adireadymadecentre.net Or Call at : 9038768571 / 7003384398

হাঁটতে থাকেন কিছু সুবেশ নারীপুরুষ, তাঁরা বড় মাঠে হাঁটতে না-গিয়ে পছন্দ করেন ছোট পার্কের স্বল্পপরিসরে হাঁটা।
মর্নিং ওয়াক সেরে ফেরার পথে-- পার্কের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কখনও চোখ রাখি ভিতরের দৃশ্যে। কেউ একা হনহন করে হাঁটছেন, কেউ-কেউ জোড় বেঁধে গল্পে মত্ত হয়ে। কারওর বা হাঁটার কোটা শেষ, পার্কের বেঞ্চিতে বসে গল্পগাছায় ব্যস্ত। কখনও দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে দেখি পার্কের বাগানের নিত্যনতুন সেজে ওঠা।
এরকমই এক অলৌকিক সকালে মাঠ থেকে অন্যমনস্কভাবে ফিরছি পার্কের পাশ দিয়ে, হঠাৎ পথ অবরোধ করে দাঁড়ায় এক ছ'সাত বছরের বালিকা, কুণ্ঠা-কুণ্ঠা গলায় কিন্তু স্পষ্ট উচ্চারণে বলল, তুমি কি লেখক?

নাম তো! অভিদত্তা।
-আসলে কী জানো, আমার বাবার নাম অভীক, মায়ের নাম সোমদত্তা। দুটো নামের অর্ধেক অর্ধেক নিয়ে অভিদত্তা।
-চমৎকার। আমি তার পিঠে হাত রেখে বলি, বেশ, তুই আজ থেকে আমার একটা ছোট্ট বন্ধু। সোনুর সঙ্গে ভাব পাতিয়ে, তার সঙ্গে করমর্দন করে ফিরে আসি ঘরে। মনের আয়নায় বারবার ভেসে ওঠে হাসি-হাসি ছোট্ট মুখখানা। তার কথাগুলো বাজতে থাকে টুংটাং শব্দের মতো।
তার পরদিন আবার ফিরছি, পার্কের পাশ দিয়ে আসার সময় দেখি, কালকের মতোই সোনু হাসি-হাসি মুখে দাঁড়িয়ে, গুড মর্নিং।
-ইয়েস, গুড মর্নিং, বলে জিজ্ঞাসা করি, তুই কি রোজই আসিস?

হাসি-হাসি মুখে বলল, এম্মাকে তোমার কথা বলেছি। এম্মা বলছিল তোর সঙ্গে তা হলে লেখকবাবুর বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেল!

আমি বিপর্যস্ত এই অভাবিত আক্রমণে। কখনও পথ-চলতি মানুষ এরকমই কাছে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি কি অমুক?" কিন্তু এই বালিকা তো নিতান্তই দুগ্ধপোষ্য! দাঁড়াতেই হয় অতএব, বলি, তুই কী করে জানলি?
-তা হলে ঠিকই ধরেছি। বইতে তোমার ছবি দেখেছি। আমার এম্মা লাইব্রেরি থেকে মাঝে মাঝে তোমার বই নিয়ে আসে। বইয়ের পিছনদিকে লেখকের ছবি থাকে। তোমাকে এখান দিয়ে রোজ যেতে দেখি, আমার মনে হচ্ছিল ছবিটা তোমারই।
বইয়ের মধ্যে আমার ছবি থাকে সে-তথ্য ঠিক, কিন্তু সেই ছবি দেখে আমাকে চিনে রেখেছে এতটুকু মেয়ে! তা হলে তো তার সঙ্গে একটু আলাপ জমাতেই হয়, জিজ্ঞাসা করি, কী নাম তোর?
-বাড়িতে সবাই আমাকে সোনু বলে ডকে। আমার একটা ভালো নাম আছে, অভিদত্তা। - বেশ অন্যরকম

-আসিই তো রোজ। এম্মার সঙ্গে আসি তো।
সোনুর এম্মা কে তা জানা নেই, নিশ্চয় সোনুর অভিভাবক, তিনি না হয় শরীর সুস্থ রাখতে রোজ পার্কে হাঁটতে আসেন, কিন্তু এই ছোট্ট বালিকা রোজ মর্নিং ওয়াক করতে আসে- এ বড় বিস্ময়ের কথা।
হাসি-হাসি মুখে বলল, এম্মাকে তোমার কথা বলেছি। এম্মা বলছিল তোর সঙ্গে তা হলে লেখকবাবুর বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেল!
অতএব এক অদ্ভুত কাকতালের মধ্যে কয়েকদিনের মধ্যে গাঢ় হয়ে ওঠে বন্ধুত্বটা। প্রতিদিন সকালে ঘরে ফেরার পথে দেখি পার্কের গেটে একই রকম হাসকুটে মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে সোনু, আমাকে দেখেই একটা লাফ দিয়ে উঠে ছুটে আসে, দুই হাতে আমার হাতদুটো ধরে একনাগাড়ে বলে যাবে গতকাল সারাদিনে তার কী কী অভিজ্ঞতা হয়েছে, কে কী বলেছে, কোথাও গিয়ে থাকলে তার ধারাবিবরণী।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

কোনও দিন পার্কের সামনে গিয়ে দেখি সোনু অপেক্ষায় নেই, পার্কে তার নানা বয়সি বন্ধু আছে, তাদের কারওর না কারওর হাত ধরে পার্কের চারপাশে ঘুরছে বড় বড় পা ফেলে। হঠাৎ দূর থেকে আমাকে দেখে সেই বন্ধুর হাত ছেড়ে একছুটে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির, বলে, তুমি আজ পাঁচ মিনিট আগে এসে পড়েছ।

কবজিতে চোখ বুলিয়ে দেখি, সত্যিই তাই, বলি, কী করে বুঝলি?

-এখানে এক চল্লিশ মিনিট দাদু আছেন। তিনি পার্ক ছেড়ে চলে গেলে বুঝি তোমার আসার সময় হয়ে গেছে।

-চল্লিশ মিনিট দাদু?

-হ্যাঁ, উনি ঠিক ঘড়ি ধরে চল্লিশ মিনিট হাঁটেন। আজ তিনি এখনও বেরোননি। কী আশ্চর্য সোনুর সময়জ্ঞান। আমি ঠিক কখন আসব তা মুখস্থ হয়ে গেছে ওর।

তা যেদিনই একটু আগে আসি, সোনু কারওর না কারওর হাতে ধরে ঘুরপাক খাচ্ছে পার্কের ভিতরের বাঁধানো রাস্তা ধরে। হাঁটে, কিন্তু খেয়াল রাখে আমি পার্কের মুখে এসে গেছি কি না! আমাকে দেখতে পেলেই অমনি লাফ দিয়ে ছুটে এসে আমার হাত ধরে তার আগডুম-বাগডুম গল্প। তার গল্পের বৈচিত্রও অনেক। নানাধরনের বই পড়ার অভ্যাস সোনুর। কখনও ভূতের গল্প, কখনও ফেয়ারি টেল, কখনও কমিকসের গল্প। সেই আজগুবি, অলৌকিক অথচ মজার পৃথিবীতে তার অনায়াস আনাগোনা। গল্প বলার ফুরসতে তার অভিব্যক্তিতে ছায়া পড় সেই অলীক পৃথিবীর। আমিও তার রহস্যময় পৃথিবীতে পা রেখে শামিল হই তার ভাবনার সঙ্গে। সোনুর এম্মার সঙ্গে আলাপও হয়ে গেল একদিন। তিনি সোনুর ঠাকমা। টিভি সিরিয়ালের মায়া কাটিয়ে যিনি এখনও গল্পের বইয়ের পাতায় মগ্ন থাকেন নিয়ত। তাঁর হাঁটা শেষ হলে পার্কের একটি নির্দিষ্ট বেঞ্চিতে বসে থাকেন কিছুক্ষণ। তাঁকে দেখলেই আমি বুঝতে পারি সোনুও এসেছে।

সোনুর সঙ্গে প্রতিদিন এত গল্পগাছা দেখে একদিন সোনুর এম্মা বললেন, "আপনারা দু'জনে যখন নিবিষ্ট হয়ে কথা বলেন, আমার মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের কাবুলিওয়ালার গল্পটা। কাবুলিওয়ালা ঠিক এরকমভাবেই মিনির সঙ্গে গল্প করত রোজ।" তাই নাকি! বিষয়টা আমার মাথায় আসেনি এতদিন।

সোনুর সঙ্গে গল্প করাটা এমনই অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে যে, একদিন সোনু কোনও কারণে পার্কে না-এলে কীরকম শূন্য-শূন্য লাগে দিনটা। সোনুর এম্মা বললেন, আজ কিছুতেই ঘুম থেকে উঠতে চাইল না। বলল, "ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।" কাল রাতে ঘুমোতে অনেকটা রাত হয়ে গিয়েছিল তো।

সোনু ঠিকই তো বলেছে। অতটুকু মেয়ে রোজ ঘুম ভেঙে এতটা পথ যে আসে, সেটাই অবাক কাণ্ড! তার বয়সি ছেলেমেয়েরা কেউ আসতে চাইবে এরকম রোজ রোজ!

পরদিন পার্কে দেখা হতে কাঁচুমাচু মুখে সোনু বলে, "কাল আসতে পারিনি। এত ঘুমিয়ে পড়েছিলাম না!" তার অপরাধী-অপরাধী মুখ দেখে হেসে পিঠ চাপড়ে সান্ত্বনা দিই, বলি, ঘুম তো আর টিভির নব নয় যে, ইচ্ছেমতো খুলব বা বন্ধ করব। ঘুম কারও নিয়ন্ত্রণে থাকে না।

সোনুও হেসে উঠে বলল, "ঠিক বলেছ।"

তারপর যথারীতি তার সারাদিনের রোজনামচা।

ক'দিন পরে পার্কের সামনে এসে দেখি সোনু নেই। নিশ্চয়ই আজও ঘুমিয়ে পড়েছে। বিমর্ষ মুখে ফিরে আসছি, হঠাৎ কে যেন পিছন থেকে লাফিয়ে এসে আমার হাত ধরে ঝুলে পড়ে। দেখি সোনুর মুখে দুষ্টুমির হাসি। বলি, কী রে তুই কোথায় ছিলি?

সোনু হেসে গড়িয়ে পড়ে, বলল, "তোমার ঠিক পিছনেই লুকিয়ে ছিলাম। দেখছিলাম তুমি আমাকে খুঁজে পাও কি না!"

হেসে উঠে বলি, বাহ, বেশ দুষ্টু তো তুই!

এই লুকোচুরি খেলায় সোনু এতটাই মজা পেল যে, মাঝেমধ্যেই পার্কের এখানে-ওখানে লুকিয়ে থাকে, আর আমাকে পার্কে ঢুকে এ-ঝোপে ও-ঝোপে ঘুরে ঘুরে খুঁজে বার করতে হয় তাকে। আমিও বেশ মজা পাই তার এই দুষ্টুমির খেলায়। কোনওদিন কামিনীগাছের ঝোপের আড়ালে, কোনওদিন পামগাছের আড়ালে, কোনওদিন-

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Trusted Since
1864

RIGHT CHOICE PRICE

Ganesh Pooja

We cordially invite to be a part of auspicious Ganesh Pooja at our store as we seek blessings for success and prosperity. Expect Entertainment, Fun Activities and Quick Delicious Bites!

UP TO
50% OFF
on Making charges of Gold Jewellery*

UP TO
100% OFF
on Making charges of Diamond Jewellery*

*Conditions Apply.

KOLKATA:

5, CAMAC STREET, NEAR THEATRE ROAD (033 40064905)
NEAR PANTALOONS, KANKURGACHI (033 40052214/15/16)

tbz®
The original since 1864

For franchise inquiry, please call on 9158635000 or send email on franchisee@tbzoriginal.com

তার মধ্যে হঠাৎ একদিন দেখি সোনুর এম্মা আসেননি। বেঞ্চিটা ফাঁকা। কিছুক্ষণ চোখ চালিয়ে সোনুকে না-দেখে ফিরে আসি বাড়িতে। কিছুক্ষণ পরেই মোবাইলে ফোন। সুইচ অন করতেই ওদিকে নারীকণ্ঠ, আমি সোনুর এম্মা বলছি। আপনি আজ মর্নিং ওয়াকে যাননি?

-হ্যাঁ। গিয়েছিলাম তো।

-এই রে। আসবার সময় আপনি সোনুর সঙ্গে দেখা না-করেই চলে এসেছেন! অবাক হয়ে বলি, সোনু কি আজ পার্কে ছিল? আমি তো চোখ চালিয়ে খুঁজলাম ওকে। কোথাও দেখতে পাইনি তো! আপনাকেও দেখতি পাইনি। ভাবলাম আজ আপনারা আসেননি!

- কিন্তু কী মুশকিল হয়েছে জানেন? আমি একটু সময়ের জন্য পাশের আশ্রমে গিয়েছিলাম। সোনু আমার সঙ্গে যায়নি। দূরের একেটা বেঞ্চে একা

সঙ্গে কথোপকথন। তখনও হাউমাউ করে কেঁদে চলেছে আর বলছে, "তুমি আমাকে একটুও ভালোবাসো না। তোমার সঙ্গে আমার আড়ি আড়ি আড়ি।" অমি তাকে ক্রমাগত বোঝাতে চাইছি কীভাবে ঘটল এই ভুল-বোঝাবুঝি। কিন্তু একজন তরুণী বা যুবতীকে যত সহজে বোঝানো যায়, একটি বালিকাকে বোঝানো তার চেয়ে ঢের ঢের দুরূহ। অনেকক্ষণ পরে ফোনের মধ্যে মুখে হাসি ফোটাতে সক্ষম হলে বলল, "কাল রবিবার। একটু বেশি সময় নিয়ে আসবে। দুদিনের গল্প একদিনে শুনতে হবে।" বললাম, নিশ্চয়ই। তুই আমাকে ফাইন করে দে। পরের দিন একটি চকোলেট পকেটে নিয়ে গিয়ে তাকে খুশি করার চেষ্টা করি। কিন্তু ভবি কি অত সহজে ভোলে! বহুক্ষণ রাগ দেখানোর পর বলল, "এম্মা আমাকে আশ্রমে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু

শেষ কথাটা শুনে ফিক করে হেসে ফেলল সোনু -বিষয়টির মধ্যে যে অসম্ভব মজা লুকিয়ে আছে তাই বুঝতে পেরে। ব্যস, অমনি আমাকে ক্ষমা করে দিল।

বসেছিল পাছে আপনি ওকে না-পেয়ে চলে যান।

-সে কী! আমি তো আপনাদের দুজনের কাউকে দেখতে না-পেয়ে ভাবলাম আজ আসেননি। -সোনু আপনার জন্যই বসেছিল। আপনাকে ও দেখতে পেয়েছে দূর থেকে। ছুটে এসেওছিল গেট পর্যন্ত। আপনাকে অনেকবার ডেকেছে, কিন্তু আপনি শুনতে পাননি। আমি এসে দেখি বেঞ্চিতেবসে হাপুস নয়নে কাঁদছে একা-একা।

-সে কী! আমি ব্যস্ত হয়ে পড়ি, নিশ্চয় গাড়ির আওয়াজে ওর কণ্ঠস্বর কানে পৌঁছয়নি আমার!

-খুব অভিমান হয়েছে ওর। বাড়িতে এসেও কেঁদে ভাসাচ্ছে, কিছুতেই শান্ত করতে পারছি না! বলছে আর কোনওদিন আপনার সঙ্গে কথা বলবে না

আমার উত্তরোত্তর বিস্ময়, ব্যস্ত হয়ে বলি, ফোনটা ওকে দিন। আমি দেখি ওর রাগ ভাঙাতে পারি কিনা! তার পরের দশ মিনিট চলল এক খুদে অভিমানিনীর

তুমি আমাকে না দেখতে পেলে দুঃখ পাবে বলে আমি একা বসেছিলাম তোমার জন্য। আর তুমি আমাকে-" আবার অভিমান ভরে এল তার গলায়।

-ঠিক আছে, এর পর থেকে তোকে না দেখতে পেলে আমি সারা পার্ক তন্নতন্ন করে খুঁজব। দরকার হলে পাম গাছটা বেয়ে উপরে উঠে পাতার ঝোপের মধ্যে খুঁজব।

শেষ কথাটা শুনে ফিক করে হেসে ফেলল সোনু -বিষয়টির মধ্যে যে অসম্ভব মজা লুকিয়ে আছে তাই বুঝতে পেরে। ব্যস, অমনি আমাকে ক্ষমা করে দিল। তার পরদিন থেকে আর ভুল হয় না। হঠাৎ একদিন আমার পায়ে ঢিপ করে প্রণাম করে বলল, "আজ আমার জন্মদিন।"

তাই! সোনু আজ বেশ সুন্দর করে সেজে এসেছে। পরিপাটি করে চুল আঁচড়ে, জংলা ছাপা নতুন একটা লং স্কার্ট পরে। হাতে একটা ছোট ব্যাগ।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

হাতের ব্যাগ থেকে একটা প্যাকেট বার করে আমার হাতে দিয়ে বলল, "রিটার্ন গিফট।" -তা হলে তো আজ একটা সুন্দর দিন। বাড়িতে খুব খাওয়াদাওয়া হবে নিশ্চয়! কিন্তু গিফট-ই দিলাম না। তার আগেই রিটার্ন গিফট!

-জানো, কাল রাতে আমি আর মা মিলে অনেকগুলো প্যাকেট বানিয়েছি। পার্কে আমার তো অনেক বন্ধু।

সোনুর জন্য কী গিফট দেওয়া যায় ভাবতে ভাবতে বাড়ি আসি। বই পড়তে ভালোবাসে, বই দেওয়াটাই শ্রেষ্ঠ উপহার। পরের দিন বইয়ের সঙ্গে নিলাম একটা ডায়েরি আর পেন। বললাম, এই ডায়েরিটায় রোজ কিছু না কিছু লেখার চেষ্টা করবি।

সোনু খুব সিরিয়াস হয়ে বলল, "আমি কি তোমার মতো লিখতে পারি?"

-তুই লিখবি তোর মতো। যা মনে আসে। এই তো সেদিন বাবা-মায়ের সঙ্গে ডুয়ার্স ঘুরে এলি। সেই ভ্রমণটা লিখে ফেল। লিখে আমাকে দেখাবি।

কঠিন সমস্যায় পড়ল সোনু। দিন তিনেক পরে ডায়েরিটা নিয়ে পার্কে এল, বলল, "লিখেছি।"

-বাহ। গুড গার্ল। কই দেখি কী লিখেছিস।

সোনু কাঁচুমাচু মুখে বলল, "আমি কিন্তু ইংরেজিতে লিখেছি। ইংরেজিতে লিখতেই আমার বেশি ভালো লাগে।"

-ঠিক আছে, যা লিখতে ভালো লাগে, সেটা লেখাই ভালো। দেখি কী লিখেছিস?

ডায়েরি খুলে পড়ে দেখি, বেশ গুছিয়ে লিখেছে ডুয়ার্সের নানা অভিনব অভিজ্ঞতা। ময়ূরের সঙ্গে ভাব হওয়া, হাতির দলের উদ্দেশে টা-টা করা, রাতে একটা ভয়ংকর আওয়াজ শোনা, সেটা বাঘের কি না কে জানে! তার মা একটা বড় মাপের স্কুলে ইংরেজির শিক্ষিকা। অতএব সোনুও যে ইংরেজিতেই বেশি স্বচ্ছন্দ হবে তাতে অবাক হওয়ার কী আছে! বললাম, যখনই সময় পাবি, কিছু না কিছু লিখবি।

কিছুদিনের মধ্যেই সোনুর ডায়েরি ভরে ওঠে নানাধরনের লেখায়। একবার বাবা-মায়ের সঙ্গে ঘুরে এল পুরী থেকে। আসবার সময় আমার জন্য একটা উপহার। স্থানীয় কারিগরদের তৈরি হস্তশিল্প। বেশ খুশি-খুশি লাগল। ছোট্ট মেয়েটা বাইরে বেড়াতে গিয়ে আমার কথা মনে রেখেছে, মা-বাবাকে বলে কিনে এনেছে সুন্দর কারুকাজ। বাড়িতে এনে টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখলাম সোনুর দেওয়া উপহার।

সে বছর আমরাও ঘুরতে গেলাম কেরালায়। প্রচুর সমুদ্র, অজস্র ব্যাক-ওয়াটার, আর মশলাপাতির বাগান আর দোকান দেখে ফেরার পথে ভাবলাম সোনুর জন্য কিছু উপহার কিনতে হবে। কোভালাম- এর সাজানো শোরুমগুলি খুঁজে কী-কিনব কী-কিনব ভাবতে ভাবতে কিনে ফেললাম একটা সালংকারা হাতি। র‍্যাকে রাখার মতো। তবু মনে খুঁতখুঁত, কী জানি পছন্দ হবে কি না সোনুর!

হাতিটি কিনে মোবাইলে জানিয়েও দিলাম, তোর জন্য একটা হাতি কিনেছি।

সোনু উচ্ছ্বসিত, তাই! কী মজা!

পরদিন তার এম্মার কাছ থেকে একটা প্রতিক্রিয়াও পেলাম, "জানেন, আপনি হাতি আনছেন শুনে সোনু কাল সারা রাত ঘুমোয়নি।" বিস্মিত হয়ে বলি, সে কী, কেন? এম্মার পরবর্তী উত্তর পেয়ে আমি স্তম্ভিত। বললেন, "সোনুর এখন অনেক চিন্তা। প্রথমত, হাতিটাকে নিয়ে আপনি কীসে আসবেন! ট্রেনে, না প্লেনে! প্লেনে নিশ্চয় হাতিটাকে নেবে না, তাতে প্লেন ভেঙে পড়তে পারে। তা হলে নিশ্চয় ট্রেনে করে আনবেন। কিন্তু হাওড়া স্টেশন থেকে বেহালা পর্যন্ত কীভাবে নিয়ে আসবেন! কোনও বাসে তো ধরবেই না। তা হলে হেঁটে আসতে হবে। তারপর এ-বাড়িতে কোন ঘর হাতিটার জন্য বরাদ্দ করা হবে। সবচেয়ে বড় ঘরটা ছাড়তেই হবে হাতিটাকে। তার পরের প্রশ্ন, হাতি কী খায়! হাতি আস্ত আস্ত কলাগাছ খায় শুনে সোনুর আরও চিন্তা। বাজারে কি কলাগাছ কিনতে পাওয়া যায়! না-পাওয়া গেলে কোথা থেকে রোজ কলাগাছ কিনে আনা হবে। ওর মা বলেছে, তা হলে বাড়ির পিছনে যে কিছুটা ফাঁকা জমি আছে সেখানে কয়েক ঝাড় কলাগাছ পুতে দেবে, তা হলে আর হাতির খাবার নিয়ে কোনও ভাবনা থাকবে না। বুঝলেন, সোনু যত প্রশ্ন করছে, ওর মা দুষ্টুমি করে আরও উসকে দিচ্ছে ওকে। ভোরে উঠে কী উত্তেজনা ওর। ওর মা বলছে, এখন ওর ভুল ভাঙিয়ে কাজ নেই।"

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

MENSWEAR | WOMENSWEAR
KIDSWEAR | TEENSWEAR
SUITING SHIRTING
DRESS MATERIAL & RUBIA

Bhaskar Sriniketan

STORE ▸ BEHALA

+(91)-89103 75304/89103 86709 www.bhaskarsriniketan.com bhaskarsriniketanbehala

আমি বেশ হতচকিত।
কলকাত ফিরে পরদিন পার্কের সামনে পৌঁছতে ছুটে এল সোনু। আমার আশপাশে তাকিয়ে দেখছে হাতিটা কোথায়! আমি পার্কের একটা বেঞ্চিতে বসে যখন হাতের ব্যাগ থেকে হাতিটা বার করলাম- সোনুর মুখভঙ্গি দেখার মতো। একবার হাতিটার দিকে তাকায়, একবার আমার মুখের দিকে। তার স্বপ্নভঙ্গ হওয়ার পর্যায়গুলি একেবারে সেলুলয়েডের পর্দায় তুলে রাখার মতো। আস্তে আস্তে বাস্তবে পা রাখার মুহূর্তে সে হঠাৎ হাতিটাকে কোলে তুলে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল ফিক করে। আমিও তখন হাসছি। সোনু হাসি-হাসি মুখ করে বলল, “কী সুন্দর দেখতে হাতিটকে। আমার পড়ার টেবিলে রেখে দেব ওকে।”

দেখা হবে।
--হ্যাঁ। সেদিন কিন্তু হাতে বেশি সময় রাখবে। এক সপ্তাহে অনেক গল্প জমে উঠবে। সব গল্প তোমাকে না শোনালে স্বস্তি হয় না আমার। --ঠিক আছে। তাই হবে।
সোনুর সঙ্গে অতএব সপ্তাহে একদিন। সারা সপ্তাহ ধরে কী কী করেছে, কোথায় গিয়েছে তার পাই-টু-পাই বিবরণ আমাকে শুনিয়ে তবে সে নিশ্চিন্ত।
দিন গড়াতে থাকে। একটা করে নতুন ক্লাসে ওঠে, সোনুর পড়াশুনার চাপ বেড়ে যায়, খুব ব্যস্ততা তার। অনেকসময় এমন হচ্ছে, সপ্তাহের একটা দিন- সেই রবিবারেও আসতে পারে তা নয়। স্কুলের পড়াশুনোর পাশাপাশি চলছে তার ছবি আঁকার ক্লাস, নাচের ক্লাস, গানের ক্লাস,

> আরও উঁচু ক্লাসে উঠতে থাকে সোনু, ব্যস্ততা বেড়ে যায় আরও। কত রবিবার পার হয়ে যায়, সোনু আসে না।

ততক্ষণে সোনু বুঝতে পেরেছে তার মায়ের দুষ্টুমির কথাও। বলল, “বুঝলে, মা ক’দিন ধরে আমার সঙ্গে এত মজা করেছে, আমি সত্যিটা বুঝতেই পারিনি!”
হাতির এপিসোডটা সোনুকে একলাফে অনেকটাই বড় করে দিল। এবার বুঝতে শিখল তার ভাবনার অবাস্তবতা। তবে তার গল্পের ঝুলি রোজই উপুড় করে ঢেলে দেয় আমার কাছে।
তার মধ্যে একদিন মনখারাপ মুখে বলল, “জানো, লেখকবাবু, নতুন ক্লাসে উঠে আমার স্কুলের রুটিন বদলে গেছে। এখন আটটার মধ্যে স্কুলে ঢুকতে হবে।”
-তাই নাকি!
--হ্যাঁ। আর রোজ আসতে পারব না। শুধু রবিবার-রবিবার।
বলি, তা হলে আর কী করা! সপ্তাহে একদিন

আরও কত কী! পার্কে না-আসতে পারলেও টেলিফোনে খবর নেয়, কেমন আছ তুমি? জানো মা-বাবার সঙ্গে ঘুরে এলাম ব্যাঙ্কক হয়ে পাটোয়া। কী যে সুন্দর জায়গা।
-তা হলে ডায়েরিতে লিখে রাখ সব। দেরি হলে ভুলে যাবি। পরে পড়ব।
আরও উঁচু ক্লাসে উঠতে থাকে সোনু, ব্যস্ততা বেড়ে যায় আরও। কত রবিবার পার হয়ে যায়, সোনু আসে না। হঠাৎ একদিন মনে হয় অনেকদিন হয়ে গেল সোনুর সঙ্গে দেখা হয় না, তার টেলিফোনও আসে না আর। একদিন পার্কের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ভাবি কী জানি সোনু কতটা বড় হল! হয়তো অনেকদিন পরে সোনুর সঙ্গে হঠাৎ রাস্তায় দেখা হলে ভাবব, এই কি সেই সোনু! সোনুও আমাকে দেখে, কাবুলিয়ালা গল্পের সেই মিনির মতো লজ্জা পেয়ে যাবে হঠাৎ। ঘুরে দাঁড়িয়ে দৌড় দেবে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

আজি শারদ পাতে

একডজন পুজো স্পেশ্যাল জলখাবার

রান্না ১

আগমনি ১৪৩১

মাসখানেক আগে থেকে ওজন কমানোর তোড়জোড় চললেও, পুজোর ক'দিন স্বাস্থ্য সচেতনতা, জিরো ফিগার, কেটো ডায়েটের ভূতকে জাস্ট তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে বাঙালির কোনও তুলনা নেই। আর জম্পেশ খাওয়াদাওয়া ছাড়া আবার পুজো কী! উৎসবের শুরু তো সকাল থেকেই হওয়া চাই। আমিষ- নিরামিষ একডজন জলখাবারের জম্পেশ আয়োজন রইল এবারের সংকলনে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

।। ঠিক যেন স্বপ্নের প্যালেস ।।
বেনারসী প্যালেস
শ্যামবাজার ট্রামডিপোর ঠিক বিপরীতে
৮১০০৩ ৮১৪২৭
১০৩ সি, বিধান সরণী, কলিকাতা ৭০০ ০০৪

সুতপা বৈদ্য

করিয়েন্ডার সয়া লিট্টি

কী কী লাগবে

পুরের জন্য: ১ কাপ সয়াবিন, ১ কাপ ধনেপাতা, ৪ কোয়া রসুন, ১ ইঞ্চি আদা, ৪টে কাঁচালঙ্কা, ১ টেবিল চামচ লেবুর রস, ১ টেবিল চামচ সাদা তেল, স্বাদমতো লবণ, ১টা পেঁয়াজ কুচি

লিট্টির জন্য চাই: ২ কাপ আটা, ২ টেবিল চামচ ঘি, ১/২ চা-চামচ জোয়ান, ১/২ চা-চামচ বেকিং সোডা, ৩/৪ চা-চামচ লবণ, ২ টেবিল চামচ দই, ১ টেবিল চামচ ঘি ভাজার জন্য

আলু চোখার জন্য: ২টো বড় আলু সিদ্ধ করে ম্যাশ করা, ১ টেবিল চামচ সর্ষের তেল, ২টো শুকনোলঙ্কা ভেজে ভেঙে নেওয়া, ১টা পেঁয়াজ কুচি, ২টো রসুনকুচি, স্বাদমতো লবণ

লিট্টি ডিপ করার জন্য ৩টেবিল চামচ ঘি

কীভাবে বানাবেন

প্রথমে সয়াবিন সিদ্ধ করে জল ঝরিয়ে নিতে হবে। এবার সোয়াবিন ঠান্ডা হলে মিক্সারে পেস্ট নিতে হবে। এখন ধনেপাতা, রসুন, আদা, কাঁচালঙ্কা মিক্সারে দিয়ে পেস্ট তৈরি করে নিতে হবে। প্যানে তেল গরম করে তাতে সোয়াবিন পেস্ট ও ধনেপাতার পেস্ট, পরিমাণমতো লবণ দিয়ে, কম আঁচে নাড়তে হবে। এটা ঝরঝরা হয়ে গেলে গ্যাস অফ করে দিতে হবে। এখন আটার সঙ্গে জোয়ান, সামান্য লবণ, বেকিং সোডা দিয়ে মিশিয়ে, ঘি দিয়ে ময়ান করে, জল দিয়ে একটু শক্ত করে মেখে নিয়ে ২০ মিনিটের জন্য ঢেকে রাখতে হবে। এখন কড়াইয়ে সর্ষের তেল দিয়ে পেঁয়াজ ও রসুনকুচি দিয়ে নাড়িয়ে ম্যাশ করা আলু, ভাজা ভাঙা শুকনোলঙ্কা, স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিয়ে মিশিয়ে লেবুর রস দিয়ে গ্যাস অফ করে দিতে হবে। এবার আটা আর একটু ছেনে গোল করে আঙুলের সাহায্যে বাটির মতো করে তাতে সোয়াবিনের পুর দিয়ে মুখ বন্ধ করে গোল গোল বানিয়ে নিতে হবে। এখন গ্যাস অন করে প্যানে ঘি দিয়ে আটার বলগুলো দিয়ে একটু পর পর নাড়িয়ে এবার ঢাকনা একটু ফাঁকা রেখে ঢেকে, ৩০ মিনিট সিম করে রাখতে হবে। বলগুলো মাঝে মাঝে নাড়িয়ে দিতে হবে। এবার হয়ে গেলে একটি বাটিতে ঘি নিয়ে বলগুলো এক এক করে ঘিতে ডুবিয়ে ইচ্ছে মতো সাজিয়ে পরিবেশন করতে হবে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

শাহি পনির

কী কী লাগবে

২৫০ গ্রাম পনির, ১টা মাঝারি পেঁয়াজ, ১টা টোম্যাটো, ৭টা রসুনের কোয়া, ২টো কাঁচালঙ্কা, ১ টেবিল চামচ পোস্ত, ১ টেবিল চামচ কাজু, ৩টে গোলমরিচ, গোটা গরমমশলা, ১ ইঞ্চি আদা, একটুকরো দারুচিনি, ৩টে লবঙ্গ, ১টা ছোট এলাচ, ৪টে গোলমরিচ, ১ চা-চামচ লঙ্কাগুঁড়ো, হাফ চা-চামচ হলুদগুঁড়ো, অল্প ফ্রেশ ক্রিম

কীভাবে বানাবেন

প্রথমে কড়াইয়ে অল্প তেল দিয়ে তেল গরম হলে পেঁয়াজ, টোম্যাটো, কাঁচালঙ্কা, রসুন ও আদা, পোস্ত, কাজু, গোলমরিচ দিয়ে নাড়িয়ে একটু জল দিয়ে ঢেকে সিদ্ধ করে ঠান্ডা হলে মিক্সিতে বেটে নিতে হবে মিহি করে। তারপর কড়াইয়ে তেল গরম করে গোটা গরমমশলা ফোড়ন দিয়ে ওর মধ্যে ওই পেস্ট দিয়ে লবণ, হলুদ, লঙ্কাগুঁড়ো দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। মশলা ভালো করে কষিয়ে নিয়ে ওর মধ্যে পনির ও পরিমাণমতো জল দিতে হবে। আরও কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে ফুটিয়ে, গ্রেভি একটু গাঢ় হলে, ফ্রেশ ক্রিম দিয়ে নামিয়ে নিতে হবে। এবার নান/ পরোটা/ রুটির সঙ্গে পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

nanighar
ghar se dil tak
মা' দের হাতের রান্নার বাহার
পুজোয় এবার জমবে আহার
#MaaKaHaatKaKhana
ORDER NOW
CALL US AT
6289961646 or 6289909399
VISIT US AT
www.nanighar.com
KOLKATA
GURGAON
DELHI
FOLLOW US ON
DOWNLOAD OUR APP FROM
Google play
App Store

আলুর পরোটা

কী কী লাগবে

৫টা আলু সিদ্ধ, ৩ কাপ আটা, ২ টেবিল চামচ সাদা তেল, লবণ পরিমাণমতো, জিরেগুঁড়ো হাফ চামচ, ধনেগুঁড়ো হাফ চামচ, শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো হাফ চামচ, কাঁচালঙ্কাকুচি হাফ চামচ, অল্প ধনেপাতাকুচি, হাফ চা-চামচ গরমমশলা, ভাজার জন্য পরিমাণমতো ঘি।

কীভাবে বানাবেন

আটার সঙ্গে সাদা তেল, অল্প লবণ দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। এবার অল্প অল্প জল দিয়ে আটা মাখতে হবে। মাখা হয়ে গেলে, ১০ মিনিট ডো টা ঢেকে রেখে দিতে হবে। এদিকে আলুসিদ্ধর সঙ্গে জিরেগুঁড়ো, ধনেগুঁড়ো, লঙ্কাগুঁড়ো, স্বাদমতোনুন, গরমমশলা, কাঁচালঙ্কাকুচি আর ধনেপাতাকুচি দিয়ে ভালো করে মেখে নিন। এবার প্যানে ঘি দিয়ে আলুমাখা নেড়েচেড়ে নিতে হবে। মাখা মাখা হলে নামিয়ে নিতে হবে। এখন আটার বড় বড় লেচি কেটে আঙুলের সাহায্যে বাটির মতো করে, ওর ভিতর সাবধানে আলুর পুর ভরে ফেলতে হবে, মুখ বন্ধ করে গোল করে, এবার বেলে নিতে হবে। এবার প্যানে পরোটা দিয়ে ভালো করে সেকে নিতে হবে । সেকা হলে সাইড থেকে ঘি দিয়ে দুপিঠ ভেজে নিন। তৈরি আলু পরোটা, সঙ্গে টকদই বা পছন্দের আচার রাখতে পারেন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

নিরামিষ কাবলি ছোলার ঘুগনি

কী কী লাগবে

১৫০ গ্রাম কাবুলি চানা, ১টা টোম্যাটো (বড়), ১ টেবিল চামচ আদা, ৪টে কাঁচালঙ্কাবাটা, স্বাদমতো লবণ, ১ চামচ হলুদ, ১ চা-চামচ লঙ্কাগুঁড়ো, ১ চা-চামচ ধনে-জিরেগুঁড়ো, হাফ চা-চামচ গরমমশলাগুঁড়ো, ৩ টেবিল চামচ তেল, ১টা তেজপাতা, ১টা শুকনোলঙ্কা, ১ চা-চামচ গোটা জিরে, হাফ চা-চামচ কসুরি মেথি, ১ টেবিল চামচ বেসন, অল্প চিনি ও এক চা-চামচ বাটার।

কীভাবে বানাবেন

কাবুলি চানা রাতে ভিজিয়ে সকালে ধুয়ে স্বাদঅনুযায়ী লবণ আর হাফ চা-চামচ হলুদগুঁড়ো দিয়ে প্রেসারে সিদ্ধ করে নিতে হবে। এদিকে টোম্যাটো, আদা, জিরে-ধনেগুড়ো, কাঁচালঙ্কা একসঙ্গে মিক্সিতে পেস্ট করে নিতে হবে। এবার কড়াইয়ে তেল গরম করে তেজপাতা, শুকনোলঙ্কা, জিরে ফোড়ন দিয়ে আঁচ কমিয়ে তেলের মধ্যে মশলার পেস্ট, কাশ্মীরি লঙ্কাগুঁড়ো, লবণ, হলুদ দিয়ে কষতে হবে, তারপর বেসন দিয়ে কষিয়ে নিতে হবে। এখন সিদ্ধ কাবলি চানা দিয়ে কষতে হবে, কষানো হলে চানা সিদ্ধ করা জল দিয়ে ঢাকা দিয়ে ১০ মিনিট ফুটিয়ে নিতে হবে। গ্রেভি গাঢ় করার জন্য কিছু চানাকে থেতলে দিতে হবে। একটু গাঢ় হলে নামানোর আগে চিনি, গরমমশলারগুঁড়ো, বাটার আর কসুরি মেথি মিশিয়ে গ্যাস অফ করে দিতে হবে। এখন গরম গরম রুটি, লুচি বা পরোটার সঙ্গে পরিবেশন করুন নিরামিষ কাবলি ছোলার ঘুগনি।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

গর্বের ১২৫ বছর
শারদ বরণ
বগলা চরণ কুণ্ডু
ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধন
Shyambazar Five Point
1 R.G.KAR ROAD, Kolkata, West Bengal 700004
WE HAVE NO BRANCH
7980603470
www.bagalacharankundu.com
WHOLESALE & CORPORATE ORDERS : 8910369560

ধনেপাতার পরোটা

কী কী লাগবে

২ কাপ আটা, ১ কাপ ধনেপাতাকুচি, ১টা কাঁচালঙ্কাকুচি, হাফ চা-চামচ কালজিরে, স্বাদমতো লবণ, পরিমাণমতো সাদা তেল বা ঘি।

কীভাবে বানাবেন

আটা, ধনেপাতাকুচি ,লঙ্কাকুচি, লবণ, দু চামচ তেল একটা পাত্রে নিয়ে পুরোটা মাখিয়ে অল্প অল্প জল দিয়ে মণ্ড বানিয়ে নিতে হবে। এবার মণ্ড থেকে লেচি কেটে রুটির আকারে বেলে, দুপিঠ সেকে, তেলে বা ঘিতে ভেজে গরম গরম পরিবেশন করতে পারেন কোন তরকারি, টকদই বা আচারের সঙ্গে।

মিক্সড ডালের তরকা

কী কী লাগবে

১ কাপ মিক্সড ডাল, ১টা পেঁয়াজকুচি, ১টা টোম্যাটোকুচি, ১ চা-চামচ আদা-রসুনবাটা, ২টো কাঁচালঙ্কা, ১টা শুকনোলঙ্কা, হাফ চা-চামচ লঙ্কাগুঁড়ো, ১ চামচ জিরেগুঁড়ো, ১ চামচ ধনেগুঁড়ো, পরিমাণমতো হলুদগুঁড়ো, হাফ চা-চামচ গরমমশলাগুঁড়ো, হাফ চা-চামচ কসুরি মেথি, একমুঠো ধনেপাতাকুচি, স্বাদমতোনুন, পরিমাণমতো তেল

কীভাবে বানাবেন

আগের দিন রাতে মিক্সড ডাল ভিজিয়ে রেখে, পরদিন সকালে ভালো করে ধুয়ে, ডালে অল্প লবণ দিয়ে প্রেসার কুকারে দুটো সিটি দিয়ে সিদ্ধ করে নিতে হবে। এবার কড়াইয়ে শুকনোলঙ্কা, পেঁয়াজকুচি একটু লবণ দিয়ে ভেজে, এর মধ্যে টোম্যাটোকুচি ও আদা-রসুনবাটা, হলুদ দিয়ে ভালো করে আরও কিছুক্ষণ ভেজে নিতে হবে। টোম্যাটো নরম হলে, গুঁড়ো মশলা ও সামান্য একটু জল দিয়ে ভাল করে মশলা কষাতে হবে, কষানো হয়ে গেলে তাতে সিদ্ধ করা ডাল, পরিমাণমতো জল, স্বাদমতো লবণ দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে কিছুক্ষণ রান্না করেতে হবে। ডালটা অল্প ঘন হলে গরমমশলার গুঁড়ো, কসুরি মেথি, কাঁচালঙ্কা, ধনেপাতাকুচি, দিয়ে মিশিয়ে গ্যাস অফ করতে হবে। এবার গরম গরম রুটির সঙ্গে পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Symbol of purity
Institution Code : KVIC/CKMC/WB/185

KHADI SILK EMPORIUM

Shop No. G-95 to 97, Dakshinapan Shopping Complex
2, Gariahat Road (South), Dhakuria, Kolkata 700068 **Phone: 033 40073809 / 9433245612**
A.C Market : Shop no. F-2/3, 1 no. Shakespeare Sarani, Kolkata-71, **Ph : 033 4004 7628**
Uttarapan Market- Shop no. F-24, **Ph : 2355 1188**

WOMENSWEAR : SILK SAREES, COTON SAREES, KURTIS, PALAZO, SALWAR KAMEEZ, DESIGNER BLOUSE, DRESS MATERIALS
MENSWEAR : SHIRT, PUNJABI, KURTA

সমিতা হালদার

তিনকোনা পরোটার সঙ্গে খোসাসহ আলুর চচ্চড়ি

কী কী লাগবে

আলু, কালোজিরা, কাঁচালঙ্কা, শুকনোলঙ্কা, নুন, হিং, হলুদগুঁড়ো, সর্ষের তেল

কীভাবে বানাবেন

তেল গরম করে কালোজিরা, শুকনোলঙ্কা, হিং ফোড়ন দিন। সুন্দর গন্ধ বের হলে খোসাসহ কুচোনো আলু দিয়ে নুন, চেরা কাঁচালঙ্কা, হলুদগুঁড়ো দিয়ে ভাজা ভাজা করে অল্প জল ছিটিয়ে ঢাকা দিয়ে রান্না করুন। আলু সিদ্ধ হলে গা-মাখা করে নামিয়ে নিন। তিনকোনা পরোটার সঙ্গে পরিবেশন করুন।

এগ চিকেন স্যান্ডউইচ

কী কী লাগবে

জল ঝরানো টকদই বা হাং কার্ড, নুন, গোলমরিচগুঁড়ো, চিলি ফ্লেক্স, অরিগ্যানো, স্রেডেড চিকেন, সিদ্ধ ডিম, ক্যাপসিকামকুচি, স্প্রিং অনিয়নকুচি, পাউরুটির স্লাইস

কীভাবে বানাবেন

হাং কার্ড, নুন, গোলমরিচ, চিলি ফ্লেক্স আর অরিগ্যানো মিশিয়ে রাখুন। স্প্রেড তৈরি হল। স্রেডেড চিকেন, গ্রেট করা সিদ্ধ ডিম, নুন, গোলমরিচ, ক্যাপসিকামকুচি, স্প্রিং অনিয়নকুচি মিশিয়ে নিন। পাউরুটির স্লাইসে স্প্রেড মাখিয়ে মাঝে পুর ভরে মাঝখান থেকে কেটে নিলেই তৈরি এগ চিকেন স্যান্ডউইচ।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

PIONEER IN BENGAL COTTON HANDLOOM SAREES

- TANGAIL
- BALUCHORI
- DHONIAKHALI
- SHANTIPURI
- LILEN
- MOTKA
- BHAGALPURI
- KOTKI
- KANTHA
- PRINT
- BAHA

WHOLESELLER
ENQUIRY
033 22729030

Biswambhar Nag Das & Co:

67, Burtolla Street, Burrabazar, Kolkata 700007

ডাল আর ওটসের ধোসা

কী কী লাগবে

মুসুর ডাল, ছোলার ডাল, বিউলির ডাল, মুগ ডাল, ওটস, কাঁচালঙ্কা, আদা, নুন, হলুদগুঁড়ো, জিরা, সাদা তেল।

কীভাবে বানাবেন

মুসুর ডাল, ছোলার ডাল, মুগ ডাল, বিউলির ডাল ভিজিয়ে রাখুন। ডাল, রোস্টেড ওটস, কাঁচালঙ্কা, আদা, নুন, হলুদ, জিরাগুঁড়ো অল্প জল দিয়ে পেস্ট করে নিন। ননস্টিক তাওয়াতে তেল ব্রাশ করে ধোসাগুলো বানিয়ে নিন।

চাটনির জন্য:

তেলে কারিপাতা, ছোলার ডাল, চিনাবাদাম, আদা, কাঁচালঙ্কা, রসুন, পেঁয়াজ, টোম্যাটো ভেজে নিন। নুন, হলুদগুঁড়ো, তেঁতুলের পাল্প, চিনি মিশিয়ে একসঙ্গে বেটে নিন।

বেদমি পুরি আর আলু কি সবজি

কী কী লাগবে

আটা, বিউলির ডাল, কাঁচালঙ্কা, আদা, হিং, সুজি, মৌরি, হলুদগুঁড়ো, নুন, তেল

আলু কি সবজির জন্য:

আলু, জিরা, শুকনোলঙ্কা, হিং, টোম্যাটোকুচি, নুন, হলুদগুঁড়ো, তেল, বেসন, কসুরি মেথি বা ধনেপাতাকুচি

কীভাবে বানাবেন

১৫০ গ্রাম আটা নিলে তার অর্ধেক বিউলির ডাল নিতে হবে। বিউলির ডাল ৬-৭ ঘণ্টা ভিজিয়ে তা কাঁচালঙ্কা, আদা দিয়ে পুরো মিহি নয় এমনভাবে বেটে নিতে হবে। আটা, ডালবাটা, হিং, ১/৪ কাপ সুজি, ১/২ চামচ মৌরি, হলুদ, নুন আর ১ চামচ তেল, সব মিশিয়ে ভালো করে মেখে ভেজা কিচেন টাওয়েল মুড়িয়ে রাখতে হবে ৩০ মিনিট। লেচি কেটে বেলে ভেজে তুলে নিলেই তৈরি।

আলুর সবজির জন্য, আলু সিদ্ধ করে নিতে হবে। তেলে জিরা, শুকনোলঙ্কা, তেজপাতা, হিং, টোম্যাটোকুচি, নুন, হলুদ দিয়ে ভালো করে ভেজে ১/২ চামচ বেসন দিয়ে ভেজে নিন। আলু একটু থেঁতো করে ছাড়ুন। তারপর জল দিন। পরিমাণে একটু বেশি জল দেবেন, ঝোল থাকে এই সবজিতে। শেষে কসুরি মেথি অথবা ধনেপাতাকুচি ছড়িয়ে নামিয়ে নিন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

গ্রেভি নুডুলস

কী কী লাগবে

পছন্দমতো সবজি, নুডলস, বোনলেস চিকেন, চিংড়ি মাছ, নুন, গোলমরিচগুঁড়ো, রসুনকুচি, পেঁয়াজ, সয়া সস, কর্নফ্লাওয়ার, সাদা তেল

কীভাবে বানাবেন

পছন্দমতো সবজি (গাজর, বিনস, ব্রকলি, পেঁয়াজ পাতার গোড়া, জুকিনি) কেটে নিন। চিংড়ি এবং মাংসে নুন, গোলমরিচ মেখে রাখুন। নুডলস সিদ্ধ করে নিন। এইবার ননস্টিক প্যানে দুচামচ তেল দিয়ে তাতে চিংড়ি, চিকেন ভেজে তুলে নিন। তারপর ওই তেলেই ১ চামচ রসুনকুচি দিয়ে একটু নেড়েচেড়ে সব সবজি আর পেঁয়াজ দিয়ে আঁচ বেশি রেখে টস করে নিন মিনিট ৩-৪। এবার মেশাতে হবে মাংস, চিংড়ি, নুন আর গোলমরিচগুঁড়ো। একটা বাটিতে ২ চামচ কর্নফ্লাওয়ার, ১ চামচ সয়া সস জলে গুলে এই সবজিতে মেশাতে হবে। মিনিট ২ পরে ফুটে গেলেই তৈরি। সিদ্ধ নুডলস প্লেটে ঢেলে তার ওপর এই ঝোল ঢেলে পরিবেশন করুন গ্রেভি নুডুলস।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

PUJO COLLECTIONS
সম্পদ®
PREMIUM BLOUSE COLLECTIONS
82/2A, BIDHAN SARANI, KOLKATA 700004
Opposite Hatibagan Town School
CALL : 9874171169 | 9831062477
WHATSAPP : 8017944072
sampad
...since 1965
A House of SUITING-SHIRTING
Raymond
VIMAL
Arvind
FASHIONING POSSIBILITIES

সবজি দিয়ে চাউমিন

কী কী লাগবে

সিদ্ধ চাউমিন ২০০ গ্রাম, নুন স্বাদমতো, হলুদগুঁড়ো ১/২ চা চামচ, কুচোনো সবজি (আলু, গাজর, বিনস, ফুলকপি, ক্যাপসিকাম), সর্ষের তেল ২ টেবিল চামচ, গোলমরিচগুঁড়ো ১/২ চা চামচ, কাঁচালঙ্কা কুচি ১/২ চা-চামচ, ডিম

কীভাবে বানাবেন

তেল গরম করে ডিমের ভুজিয়া করে তুলে নিন। সব সবজি নুন, হলুদ আর কাঁচা লঙ্কা কুচি দিয়ে ভাজুন। সবজি সিদ্ধ হলে সিদ্ধ চাউমিন, গোলমরিচগুঁড়ো মিশিয়ে নেড়েচেড়ে নামিয়ে নিন। শশাকুচি ও টোম্যাটো সস ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ডাবের মালাই দিয়ে ছানার তরকারি

সুস্মিতা মিত্র

কী কী লাগবে

ছানা ২৫০ গ্রাম, ময়দা ১ চা চামচ, নুন চিনি স্বাদমতো, Shalimar's হলুদ গুঁড়ো ১ চামচ, Shalimar's লঙ্কা গুঁড়ো ১/২ চা চামচ, Shalimar's জিরে গুঁড়ো ১/২ চা চামচ, Shalimar's সানফ্লাওয়ার তেল পরিমাণমতো, আদাবাটা, ঘি, Shalimar's গরমমশলা গুঁড়ো, তেজপাতা, ছোট এলাচ, ডাবের মালাই বাটা।

কীভাবে বানাবেন

কড়াইতে Shalimar's সানফ্লাওয়ার তেল গরম করুন। ছানা, নুন, ময়দা একসাথে মেখে পছন্দ মতো আকারে গড়ে ভেজে তুলে নিন। তেল কমিয়ে তেজপাতা আর ছোট এলাচ ফোড়ন দিন। একে একে আদাবাটা, নুন, সমস্ত গুঁড়ো মশলা আর অল্প জল দিয়ে কষুন। তেল ভাসলে ডাবের মালাই আর ভাজা ছানা মিশিয়ে ২ মিনিট রেখে নামিয়ে নিন। ঘি আর Shalimar's গরম মশলা গুঁড়ো ছড়িয়ে পরিবেশন করুন লুচি, পরোটা অথবা পোলাও এর সঙ্গে।

scan me

Mera Pyar Shalimar...

100% Vegetarian

Shalimar's®

COCONUT OIL • MUSTARD OIL • SUNFLOWER OIL • SHALIMAR'S AYURVEDIC JASMINE COCONUT OIL • AMLA OIL
MOISTURIZING BODY OIL • CHEF SPICES • MEAT MASALA • CHICKEN MASALA • GARAM MASALA • KASHMIRI MIRCH MASALA

কচুর মুখী দিয়ে কাতলা মাছ

কী কী লাগবে

কাতলা মাছের টুকরো ৪ টি, কচুর মুখী ৮ টুকরো, কালোজিরা ১/৪ চা চামচ, চেরা কাঁচালঙ্কা ২টি, Shalimar's হলুদ গুঁড়ো ১ চা চামচ, Shalimar's লঙ্কা গুঁড়ো ১/২ চা চামচ, Shalimar's জিরা গুঁড়ো ১/২ চা চামচ, নুন স্বাদ মতো, ধনেপাতা কুচি, Shalimar's সরষের তেল ২ টেবিল চামচ।

কীভাবে বানাবেন

কড়াইতে Shalimar's সরষের তেল গরম করুন।মাছগুলো নুন, হলুদ গুঁড়ো মেখে ভেজে তুলে নিন। কালোজিরা, কাঁচালঙ্কা ফোড়ন দিয়ে একে একে কচুর মুখী, Shalimar's জিরা গুঁড়ো, Shalimar's লঙ্কা গুঁড়ো, Shalimar's হলুদ গুঁড়ো, নুন আর অল্প জল দিয়ে কষুন। পরিমাণ মতো জল দিয়ে ফুটতে দিন। ফুটে উঠলে ভাজা মাছ দিয়ে ঢেকে অল্প আঁচে আরো কিছু সময় রান্না করুন। হয়ে গেলে ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে নামিয়ে নিন।

গল্প ২

আগমনি ১৪৩১

বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

মা-বাবার ফুলশয্যা

-গত দু'দিন তোমার খুব অসুবিধে হয়েছে, তাই না?

-না, হয়নি।

-তুমি বলবে আর আমি মেনে নেব? কত বড় বাড়ির মেয়ে তুমি, কতগুলো ঘর তোমাদের বাড়িতে, কত ঠাকুর-চাকর, আর শেষে কি না সর্বহারার পাল্লায় পড়ে...

-সর্বহারা মানে কী?

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ওই শব্দটার মানে তোমার পরে জানলেও চলবে।
কোনওদিন না জানতে হলে, সবচেয়ে ভালো।
-খাটের নিচে যে বাচ্চাদুটো শুয়ে আছে, ওরা কি সর্বহারা?
-বলতে পারো। তবে ওদের যে স্টেশনে শুয়ে থাকতে হচ্ছে না, তার জন্য নিজেদের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। আমি তো স্টেশনেও থেকেছি, সাত-আট রাত।
-খুব মজা লাগে না স্টেশনে শুতে? সারারাত ট্রেন আসছে আর যাচ্ছে, কু-ঝিক-ঝিক আওয়াজ। একদিন নিয়ে যাবে আমায়?
এইসব বোলো না কারণ তুমি কল্পনাও করতে পারো না, স্টেশনে থাকা মানে আসলে কী। সুমিতা ওখানেই কলেরায় মরে গেল। আগেরদিনও কত কথা বলল....
-সুমিতা কে?
-আমার কাকার ছোট মেয়ে। একদম সরস্বতীর মতো দেখতে ছিল।
-কিন্তু এই বাচ্চাদুটো কি খাটের তলাতেই শুয়ে থাকবে ভোর না হওয়া পর্যন্ত?
কামড়ালে কামড়াবে। আর ভাবতে পারি না। দুধের দাঁত পড়ার আগে যাদের দেশ ছেড়ে পালিয়ে আসতে হয়েছে, তাদের ইঁদুরে কামড়াবে, বাদুড়ে কামড়াবে, মানুষও কামড়াবে।
-কিন্তু ওরা পালিয়ে এল কেন?
কী করবে? পাকিস্তানে থাকা যাচ্ছে না তো।
-ওরা পাকিস্তানি?
উফফ, বাচ্চা, বুড়ো, মাঝবয়সি, বিয়ে হয়ে এসে যাদের দেখেছ এখানে, তারা সবাই ভারতীয়। কিন্তু তাদের দেশ পাকিস্তানে।
-সেটা কী করে হয়?
-না হলে পর তোমার বউদি যা বলছিল, তাই ঠিক। আমরা সব...
-রেগে যাচ্ছ কেন?
-রাগিনি, যা অনুভব করছি, তাই বলছি। তোমার বাবা জমিদার, বিরাট অবস্থা তোমাদের, কিন্তু একটা সাধারণ মেয়েরও তো কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকে। ফুলশয্যার রাতে, খাটের নিচে দুটো বাচ্চা শুয়ে আছে, কে মেনে নেবে?
অন্য কোথায় যাবে বলো তো? এই বাড়িটায় কি তিলধারণের জায়গা আছে আর? আসলে ওরা যে হঠাৎ করে কলকাতায় চলে আসবে, আমরা জানতামও না। প্রায় পনেরো বছর হয়ে গেছে পার্টিশন, এখন একটু থিতিয়ে গেছে ভেবেছিলাম, কিন্তু চিনের সঙ্গে ঝামেলা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাকিস্তানেও অত্যাচার বেড়েছে।
অত্যাচার কেন করে? ঈশানীবউদি যে বলছিল, তোমরাও পাকিস্তানি?
আমরা পাকিস্তানি? তোমার বউদির সঙ্গে একবার মুখোমুখি হলে বুঝিয়ে দিতাম, কে কী... যাক সে সব। কখন হচ্ছিল এইসব কথা? আজকে?
-না, না, বিয়ের আগে একদিন বউদি এসে বলেছিল ওরকম। মা তখন বাবাকে জিজ্ঞেস করল, পাত্র কোথাকার?
-কী বললেন, তোমার বাবা?
-বাবা চুপ করে ছিল। কাকা বলল, যে ছেলের গায়ের রং ওরকম, সে নিশ্চয়ই ইন্ডিয়ান।

IndianOil
2024
ACTION FOR GREEN TRANSITION

সবুজ সঙ্কল্প সাধনায়

শারদ শুভেচ্ছা

XP95 | XP100 | Indane XTRATEJ | XTRAGREEN

www.iocl.com

-কিছুই জানেন না তোমার কাকা। ওয়েস্ট পাকিস্তানের লোকেরা কত ফরসা কোনও আন্দাজ আছে?

-আমি তো অনেক কালো, তোমার তুলনায়। তোমার পছন্দ হয়নি আমায়, তাই না?

কালো-ফরসা, পছন্দ-অপছন্দ; এতসব বাজে কথা নিয়ে কি আজ রাতেই আলোচনা করতে হবে?

-কিন্তু ওরা যদি জেগে যায়?

জাগলেই বা কী? মেয়েটার বয়স দুই, ছেলেটার চার। কী হবে, ওরা জাগলে?

কামড়াবে না তো, ওদের কাউকে?

- কামড়ালে কামড়াবে। আর ভাবতে পারি না। দুধের দাঁত পড়ার আগে যাদের দেশ

আমি না একটা ইঁদুরকে মেঝের এদিক থেকে ওদিকে চলে যেতে দেখলাম।

বেঁচে থাকলে তোমায় কলাপাতায় ভাত দিত কিন্তু সানকির থালায় নয়। আসলে জেঠিমা খুব সরল মানুষ; নতুন বউয়ের ক্ষেত্রে কী করা উচিত আর কী উচিত নয়, সেই বোধটা তত কাজ করে না।

-করলেই বা কী করতেন উনি? তোমাদের ঘরে তো কাঁসার থালা নেই একটাও। বিয়ের সময় বললেই কুড়িটা কাঁসার থালা-বাটি-গ্লাস দিয়ে দিত বাবা। কেন যে অত জিদ ধরে রইলেন, তোমার বাবা...

-শোনো, আমরা রিফিউজি হতে পারি, কিন্তু কতগুলো এথিক্স মেনে চলি। ওই নগদ কিংবা দানসামগ্রী নিয়ে বিয়ে করার কথা ভাবতেও পারি না কখনও। এই দেশে আসার পর, বাবাকে দু-চারজন বলেছিল, কলোনির জমির জন্য অ্যাপ্লাই করতে। হাজার হাজার উদ্বাস্তুকে তিনকাঠা-চারকাঠা করে জমি দিয়েছেন যে হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর সঙ্গে আমার এক

মা যাওয়ার সময় বলে গেছে আমায়, আজকেই। জমিদারি অ্যাবলিশনের আগে হলে, একশো বিঘে দিত।

এবার, আমি কিন্তু বারণ করেছিলাম ওদের এই ঘরে ঢোকাতে। কিন্তু নিজের ব্যাপারে নিজে আর কত বলা যায়? কারও একটা সেন্স হল না যে...

-তুমিই তো বললে, ওদের আর কোথাও রাখার জায়গা ছিল না!

-সেটাও ঠিক। অথচ মালবদিয়ার বাড়িতে একবার যদি নিয়ে যেতে পারতাম তোমায়; সে বাড়ি অবশ্য তোমাদের চারভাগের একভাগও ছিল না।

-কিন্তু ওই দেশের সবার যে অনেক-অনেক সম্পত্তি ছিল বলে?

-ধুস, ওসব বাজে কথা। কিন্তু দুটো ঘর, দশটা বাসন, কোন গৃহস্থের না থাকে? সেগুলোও যখন রক্ষা করা যায় না তখন...

-আমাকে না একটা অ্যালুমিনিয়ামের খালায় খেতে দিয়েছিল কাল, তোমার জেঠিমা।

-আমি শুনেছি। খুব খারাপ কাজ হয়েছে ওটা। মা

পিসেমশাইয়ের ভাল পরিচয়; কত করে বাবাকে বলেছিল একটা চিঠি লিখে দিতে, বাবা দেয়নি। পিসেমশাই শেষে আমাকে ধরেছিল, কিন্তু আমি চিঠি লিখেছি জানতে পারলে মনে লাগত বাবার। বাবা চায়, জমিগুলো একদম হাভাতে বাঙালরা পাক, আমি তো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের চাকরি পেয়েছি, আমরা কেন কলোনির প্লট নেব?

-নিতে হবে না। আমার বাবা তোমায় পঞ্চাশ বিঘে জমি লিখে দেবে। মা যাওয়ার সময় বলে গেছে আমায়, আজকেই। জমিদারি অ্যাবলিশনের আগে হলে, একশো বিঘে দিত। এখনও যা আছে তার থেকে...

-একবিঘেও নেব না আমি।

-কেন নেবে না? আমার বাবার জমি কি তোমার নয়?

-আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে তুমি আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও তো। তুমি চেয়েছ

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

জমি, তোমার মায়ের থেকে?
-চাইতে যাব কেন? মা তো নিজেই কথাটা তুলল...
-তুলুন। কিন্তু যখন তুলবেন তখনই চাপা দিয়ে দিতে হবে। কেন তা নেব আমি, যা আমার নয়?
-কিন্তু আমার বাবার জমিতে আমার তো অধিকার আছে...
-আছে, আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু তুমি না নিলে ভালো লাগবে আমার। কী দরকার সম্পত্তি নিয়ে, তোমার বাবা-মা'র আশীর্বাদটাই জরুরি।
-এরপর কোনদিন মায়ের দেওয়া গয়নাগুলোও ফিরিয়ে দিতে বলবে।
-না, কখনও বলব না। ওগুলো তোমার উত্তরাধিকার। কিন্তু জমি তো তাদেরই হওয়া উচিত যারা সেগুলো চাষ করে, তাই না? কী হল, হাসছ কেন তুমি?
-বাবাকে কে যেন একবার এই কথাটা বোঝাতে এসেছিল। বাবা তাকে বলেছিল, "লাঙল যার জমি তার হলে, পালকি যার বউ তার হবে না কেন?"
-তোমার বাবা নিজে জমিদার, তাঁর পক্ষে এইরকম কথা বলাই স্বাভাবিক।
-বড়দা বলছিল, তুমি নাকি কমিউনিস্ট?
নিজেকে, নিজের পরিবারকে বাঁচাতে ব্যস্ত একটা বাস্তুহারা পরিবারের ছেলে কি কমিউনিস্ট, সোশ্যালিস্ট কিছুই হতে পারে? তবে নেতাদের ডাকে অফিস কেটে মিছিল-মিটিঙে গেছি বেশ কয়েকবার। কিন্তু সেখানেও তো কলোনিগুলোর দক্ষিণমুখী প্লট নেওয়ার জন্য কাড়াকাড়ি। সবাই যদি নিজেরটাই বুঝে নিতে এসেছে তাহলে অন্যের হয়ে লড়বে কে? সেদিক থেকে তোমার বাবা নমস্য। ওঁর দশবিঘে জমি জবরদখল হয়ে গেছে কিন্তু উনি লোকগুলোকে লেঠেল দিয়ে উঠিয়ে দেননি।
-আমাদের জমিদারির ম্যানেজার শক্তিকাকুর জ্বালাতনে, বাবা একবার ওই জমি ফাঁকা করতে গিয়েছিল জানো। আমি সেদিন জোর করে বাবার সঙ্গে গিয়েছিলাম। ওরকম যেতাম মাঝেমাঝে। কিন্তু সেদিন ওই ঢাকমারা মৌজায় গিয়ে দেখি কি লোকগুলো কাঁদছে, ওদের বউরা কাঁদছে, বাচ্চারা কাঁদছে। দেখতে দেখতে, আমি নিজে এমন কাঁদতে শুরু করলাম যে বাবা ঘোড়ার গাড়ি ঘুরিয়ে নিল। পরে রামপুরহাট কোর্টে ওইসব জায়গা-জমি দানপত্র করে দিয়েছিল, বাঙালদের।
-তুমি ওরকম 'বাঙাল-বাঙাল' কোরো না তো। ভাল লাগে না শুনতে।
-ওমা, আমি তো ভালবেসে বলছি। আর সেদিন ফেরার পথে শক্তিকাকু বাবাকে বলেছিল, "আপনি দেখে নেবেন বড়বাবু, আপনার এই মেয়ের বাঙালের সঙ্গেই বিয়ে হবে।"
-তোমার বাবা কি সেই কথা সত্যি করার জন্যই আমায় ধরে আনলেন?
-কীসব বলে দ্যাখো। বাবা তো রবীন্দ্রসংগীতের খুব ভক্ত। তোমার গান শুনে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল একদম। তখনই সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়। আমি না একদম গাইতে পারি না জানো, একটু গান শিখিয়ে দেবে আমাকে? কী হল গো, তুমি কাঁদছ কেন?
এমনিই চোখটা জ্বালা করে উঠল।
-না, কেন কাঁদছিলে, বলো আমায়।
-ছোটমামার কথা মনে পড়ে গেল হঠাৎ। মামাই শিখিয়েছিল তো গান। ঢাকার অনেক লোক চিনত মামাকে। দিলীপকুমার রায়, নজরুলের সঙ্গেও আলাপ ছিল। কৃষ্ণগোপাল মুখার্জীকে লেখা দিলীপকুমারের চিঠি আমি নিজে দেখেছি।
-উনি বেঁচে নেই আর?
দণ্ডকারণ্যে গিয়ে বেঁচে থাকার চাইতে...
-দণ্ডকারণ্যে?
-হ্যাঁ, একরকম জোর করেই মামা চলে গেল। আমি কত করে বললাম যে আমাদের সবার যদি এখানে জায়গা হয় তাহলে আপনারও হবে, কিন্তু ওঁর এক কথা, "বাঙালিরা আমায় ভাড়াইয়া দিসে, আমি আর বাঙালিগো মইদ্যে থাকুম না।" আসলে বিয়ে-থা করেনি তো, মনে মনে স্বাধীন তাই। এখন মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে ভিক্ষে করে, গান গেয়ে। জানি না দণ্ডকারণ্য থেকে রায়পুরে কীভাবে এসেছে।
-তুমি যেতে পারো না একবার? ফিরিয়ে আনার জন্য?
গিয়েছিলাম, বিয়ের ডেট ঠিক হওয়ার পরই। কিন্তু এল না। খালি বলছে, "নন- বেঙ্গলিগো রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনাইয়া অনেক ভিক্ষা পাইতাসি। কইলকাতা যাম কিয়ের লাইগ্যা?"।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

শারদীয়ার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

তাঁর আশীর্বাদে জীবন প্রফুল্ল হয়।
তাঁর আগমণে আশ্বাসের জোয়ার বয়।

বীমা আবেদন-ভিত্তিক বিষয়।

LIC
লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া
www.licindia.in

-হাসছ কেন? ও আমাদের ভাষা শুনে। কিন্তু এখন যেটা বলব, হাসি থেমে যাবে শুনে। মামার একটা হারমোনিয়াম ছিল, রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় এসেছেন কী একটা অনুষ্ঠানে, মামা গিয়ে হারমোনিয়ামটা রবীন্দ্রনাথের পায়ে ছুঁইয়ে এনেছিল। এবার বাড়িতে যখন অ্যাটাক হয়েছিল তখন ওই হারমোনিয়ামটা বুকে করে মামা পালাল ঠিকই কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। বর্ডার ক্রস করার সময় মিলিটারির লোকরা বেয়নেট দিয়ে ফালাফালা করে দেয় হারমোনিয়ামটা। ওরা ভেবেছিল ওটার ভিতরে করে মামা বোধহয় সোনাদানা লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ইন্ডিয়ায়। ওই হারমোনিয়ামটা নষ্ট না হলে, মামার মাথাটা খারাপ হত না।

-কিন্তু তোমার মামার মতো একটা লোকের উপর কার হিংসা থাকতে পারে যে ওঁর বাড়ি অ্যাটাক জায়গায় ওঁর দেশের বাড়ি। আমরা ছাত্ররা কত গিয়ে থেকেছি সেখানে। সবচেয়ে জনপ্রিয় শিক্ষক ছিলেন উনি স্কুলে। কিন্তু শিখিয়ে দেওয়ার পরও ভুল করলে দু-চার ঘা মেরে দিতেন। তা একটা ছেলেকে একদিন মারতে গেছেন, সে এমনই বদমাস যে স্যরকে জুতো দেখিয়ে বলল, "পাকিস্তানে থাইক্যা আমাগো গায়ে হাত তোলনের সাহস কইরেন না, ফারদার। জুতা দিয়া সাইজ কইরা দিমু"। অপমানটা নিতে পারেননি রতন স্যর। চাকরি ছেড়ে দেশত্যাগী হয়েছিলেন।

-তারপর?

-দমদমে একটা এককামরার ঘরে থাকতেন। যতবার দেখা করতে গেছি, ওই অপমান দিয়ে কথা শুরু করেছেন কিন্তু পাঁচমিনিটের মধ্যে ঢুকে গেছেন শ্রদ্ধা আর ভালবাসার গল্পে। সাজ্জাদ কীভাবে মস্ত উঁচু গাছ থেকে নারিকেল পেড়ে খাইয়েছিল, হাফ-ইয়ার্লিতে

আমি একটা গীতবিতান কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম; সেটা যে কতবার মাথায় ছোঁয়াল, গন্ধ শুঁকল, বুকের উপর রাখল...

করবে?

-জানি না। শুনেছি কোনও একজন ছাত্র ইনভলভড ছিল। হয়তো বাড়িটা দখল করতে চেয়েছিল সে। কিন্তু যত দিন গেছে, আমি তত বেশি করে একটা জিনিস আবিষ্কার করেছি জানো? বালির নিচে যেমন ফল্গু, আক্রান্তর স্মৃতিতেও তেমন হিংসা নয়, ভালবাসাই থাকে।

-কিছু বুঝতে পারলাম না। একটু বুঝিয়ে দাও।

-ব্যাপারটার মধ্যে দিয়ে না গেলে বোঝা যায়ও না, তবু বলি। মামা কিন্তু ওই আগুন কিংবা বেয়নেটের মধ্যে নয়, রবীন্দ্রনাথেই ডুবে আছে। আমি একটা গীতবিতান কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম; সেটা যে কতবার মাথায় ছোঁয়াল, গন্ধ শুঁকল, বুকের উপর রাখল... এইরকমই একটা ব্যাপার দেখেছিলাম আমাদের মাস্টারমশাই রতন মজুমদারের মধ্যে। স্যর জান দিয়ে দিতেন আমাদের অঙ্ক শেখাবার জন্য। শীতলক্ষ্যা নদীর পূবপাড়ে মঠেরঘাট বলে একটা শূন্য পাওয়া রফিককে কেমন করে অ্যানুয়ালে নব্বই পাওয়ার রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছিলেন, আব্বাস কীরকম মহাদেবের সঙ্গে মিলে ভোর হওয়ার আগেই মুরগির ডাক ডেকে ঘুম ভাঙিয়ে দিত স্যরের, সেইসবই বলে যেতেন অনর্গল। শুনতে শুনতে আমার মনে হত, কড়াপাক সন্দেশের ভিতরে যেমন রস, খারাপ অভিজ্ঞতার ভিতরেও তেমন করেই থেকে যায় ভাল স্মৃতিগুলো।

-কী সুন্দর কথা বলো তুমি। মনে হয় শুনতেই থাকি।

-এগুলো শুধু কথা নয়, এগুলো আমার পাঁজর নিংড়োনো সব সত্যি, এগুলোর জোরেই তোমায় বিয়ে করার সাহস জোগাড় করেছিলাম আমি, নয়তো তোমার বাবা যখন প্রস্তাব দিয়েছিলেন, ভেবেছিলাম কতক্ষণে পালাব ওঁর সামনে থেকে।

-পালাতে চেয়েছিলে কেন? আমার ছবি দেখে ভাল লাগেনি বলে?

-তোমার ছবি আমি দেখিই নাই। আমার আসলে ভয়

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

করতাসিল। সেই স্টেশনে যখন ছিলাম, একদিন এক ভদ্রলোক, বেশ ছিমছাম চেহারা, রইস ঘরেরই হবে, দূরপাল্লার ট্রেনে ওঠার আগে কোলের বাচ্চাটাকে আমায় দেখিয়ে বলেছিলেন, "বাঙাল, ওই দ্যাখ বাঙাল।" তোমার বাবা যখন আমার হাতটা ধরে কথাগুলো বলছেন, আমার মাথার ভিতর গোটা দুনিয়াটা কেমন বনবন করে ঘুরছে আর খালি মনে হচ্ছে ধুতি-পাঞ্জাবি- টোপর পরে আমি যখন গিয়ে দাঁড়াব তোমার সামনে, পানপাতায় ঢাকা তোমার মুখেরদিকে তাকাব, তখন যদি চারপাশ থেকে সবাই ওই স্টেশনের লোকটার মতো চেঁচিয়ে উঠে বলে...

-বলবে না, কেউ কিচ্ছু বলার সাহসই পাবে না তোমায় কোনওদিন। মেরে মাথা ভেঙে দেব না? এই তো জমিদারের মেয়ের মতো কথা। কিন্তু তুমি একটা কথা বলো, চালচুলোহীন একটা লোককে তুমি বিয়ে করতে রাজি হলে কেন? শুধু তোমার বাবার কথায়?

-না। তোমায় দেখে খুব ভাল লেগেছিল আমার। আর...

-আর? বলো আর কী?

তুমি যেদিন আমাদের বাড়িতে প্রথম এসেছিলে, খালি হারিয়ে ফেলার গল্প করছিলে। মনে হচ্ছিল, অতকিছু যে হারিয়ে ফেলেছে, সে যদি ভালবাসা পায় তাহলে...

-তাহলে?

-জানি না, যাও।

কিন্তু আমি জানি। আমি তো সেই ছোট্ট থেকে গোষ্ঠ পালের গল্প শুনে শুনে মোহনবাগানের সাপোর্টার। আমি তো জানতাম বরিশালের অশ্বিনী দত্ত, চট্টগ্রামের মাস্টারদা, সারা ভারতের নায়ক। দেশ কেটে দেওয়া ছুরিটা আমাকে কীরকম অর্ধেক মানুষ আর অর্ধেক রিফিউজি বানিয়ে দিয়েছিল। তোমাদের বাড়ি থেকে বেরোবার সময়, আমার ভিতরে আমি জোড়া লেগে গিয়েছিলাম। আবার। মনে হচ্ছিল বীরভূমে এসে আমি কেবল একটা ঘর, একটা মেয়েই নয়, আমার কৈশোরের বাগানটা ফিরে পাচ্ছি। সেই বলধা গার্ডেন্সে কত কত গাছ, কত ফুল কিন্তু বাগানটার উত্তর প্রান্তে একটা পারুল গাছ আছে তার ফুল শুধু রাতে দেখা যায়। ওরা রাতেই ফোটে, রাতেই ঝরে যায়। আজ যখন ফুল দিয়ে সাজানো হচ্ছিল এই বিছানাটা, খুব ইচ্ছে করছিল যদি উয়াড়ির ওই বাগানের একটা পারুল ফুল কেউ এনে দেয়। আজকের রাতটার জন্য। তোমার হাই উঠছে, ঘুমিয়ে নাও একটু।

-রাতটা তো শেষ হয়ে যাবে।

শেষ হয়ে গেছে প্রায়।

-কথা ফুরিয়ে গেল সব?

-কথা কি ফুরোয় শাহজাদি? কালও রাত আসবে, কালও নতুন করে কথা হবে। আমি একাই বলব না, তুমিও বলবে।

-আমি আজ এখন একটা কথা বলব?

-বলো।

-বাচ্চাদুটোকে খাটের উপরে তুলে নাও।

- ফুলশয্যার রাতে খাটের উপর বাচ্চা? খাটের নিচে তবু ঠিক আছে।

-না, ঠিক নেই। ওদের তুলে আনো।

-তোমার বাড়ির লোক জানতে পারলে? কীরকম ফুলশয্যা তুমি কাটিয়েছ, ওরা শুনলে পরে কী মনে করবেন?

-কেউ শুনবে না, জানবে না কেউ। তুমি বাচ্চাদুটোকে তুলে আনো।

-ব্যস, এইটুকুই চাওয়া তোমার?

-না, আর একটু আছে। তোমার হাতটা দাও।

- দিলাম।

-আমাদের বাড়িতে এসে তুমি আর বাবা কালিদাসের 'শকুন্তলা' নিয়ে কথা বলছিলে, মনে আছে?

-আছে। কেন?

-তুমি চলে যাওয়ার পর, বাবা বলছিল, ছেলেটা সংস্কৃতও খুব ভাল জানে।

-আচ্ছা। তা তুমি সংস্কৃত শিখতে চাও?

-না। আমি শুধু চাই, তুমি সবসময় আমায় নিজের মনে রাখবে। শকুন্তলার বরের মতো ভুলে যাবে না, কখনও।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

SBI | yono SBI
The banker to every Indian

মহিষাসুরনির্ণাশি ভক্তানাং সুখদে নমঃ
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি...

উৎসবের এই দিনগুলি আরও আনন্দমুখর করতে
এসবিআই সর্বদা আপনার সাথে আছে।

হোম লোন

সহজ কিস্তিতে
৩০ বছরে পরিশোধযোগ্য

কার লোন

সহজ কিস্তিতে
৭ বছরে পরিশোধযোগ্য

এডুকেশন লোন

স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে
ছাত্রীদের জন্য বিশেষ ছাড়

গোল্ড লোন

সহজ কিস্তিতে
৩ বছরে পরিশোধযোগ্য

** শর্তাবলী প্রযোজ্য

সেভিংস অ্যাকাউন্ট * কর্পোরেট অ্যাকাউন্ট * ইনভেস্টমেন্ট * বিল পেমেন্ট * ফিক্সড ডিপোজিট
গোল্ড লোন * হাউস লোন * কার লোন * বিজনেস লোন * এমএসএমই লোন * এগ্রিকালচার লোন

বিশদ বিবরণের জন্য কল করুন **1800 1234** বা লগ ইন করুন **bank.sbi**
অনুসরণ করুন

BACK

গল্প ৩

আগমনি ১৪৩১

দেবদত্ত পুরোহিত

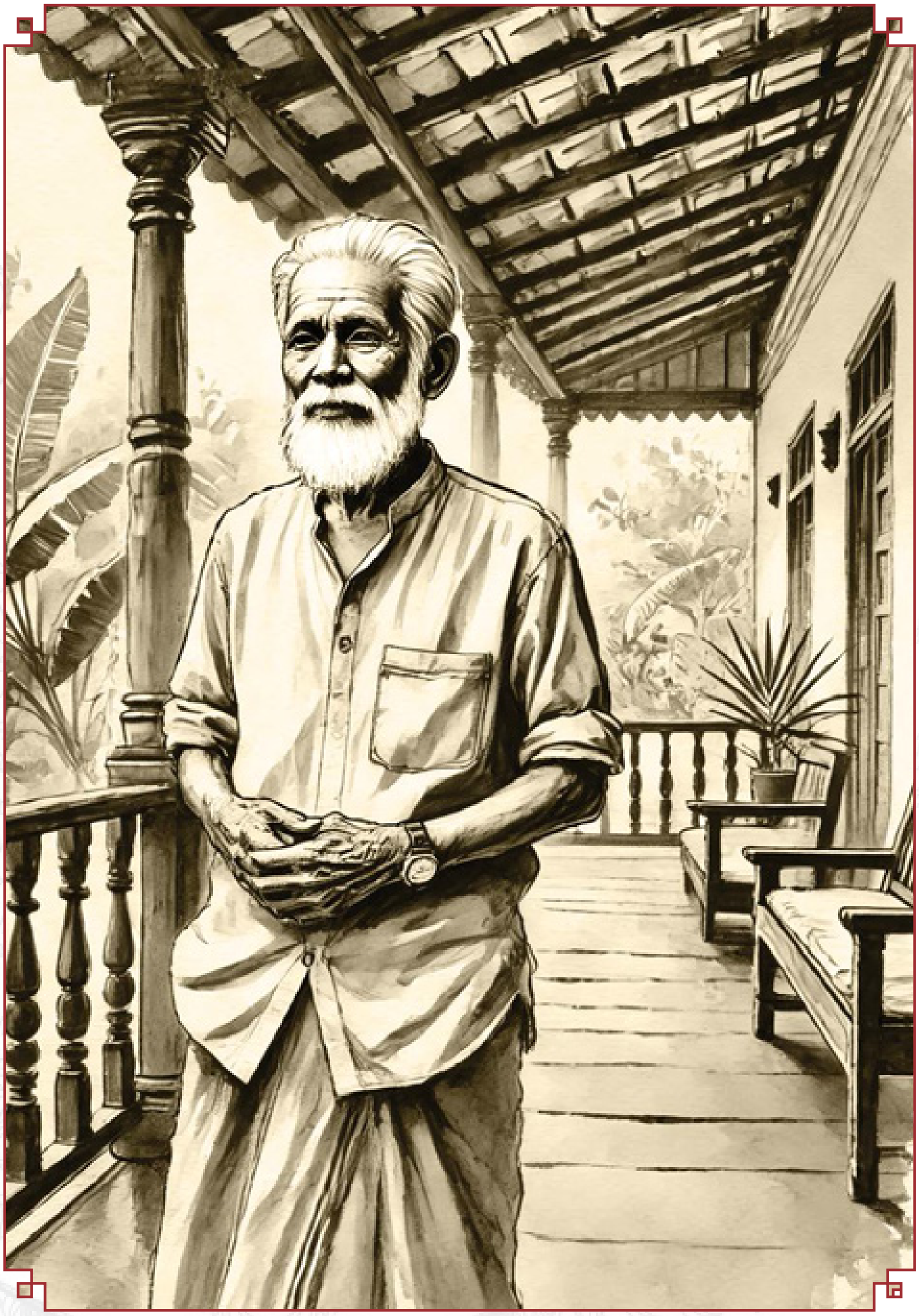

আলোর ঠিকানা

"দাদু, দাদু একটা ভূতের গল্প বলো না।" ও দাদু, বারান্দা থেকে মুখ তুলে তাকালাম। কয়েকটা স্কুলের বাচ্চা হাসছে। তাদের মধ্যেই একজন বড়সড় চেহারার মেয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আবার বলল, "দাদু দাদু তুমি নাকি গল্প জানো, একটা ভুতের গল্প বলবে?"

তখনও 'দাদু' ডাকটা শুনতে কান আর মন অভ্যস্ত হয়নি, বিরক্ত হয়ে একটা ধমক

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

লাগালাম, চুপ, অসভ্য মেয়ে, তুই-ই তো নিজেই একটা ভূত। বলেই বারান্দার দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে দিয়ে ভিতরে চলে গেলাম।

এই এক নতুন উৎপাত হয়েছে। আমারই একতলার ঝুল বারান্দা ঘেঁষা স্কুলটির একটি ঘর। আমার বারান্দা সংলগ্ন, হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায় নতুন ঘরটির জানালাটা। আগে আমার জানালার বাইরে কোনও ঘর ছিল না, কিন্তু সম্প্রতি স্কুলের ঘরের অভাবে ওইখানেও একটি ছোট টিনের চালের ঘর বানিয়ে নিয়েছে। আমার প্রিয় এই বারান্দাটিতে বসেই সকালের প্রথম চা সহযোগে খবরের কাগজের হেডলাইনও এক নজরে বুলিয়ে নেওয়া। শীতের দিনে খানিকটা সময় যখন রোদ আসে বারান্দার কোণে তখন বেতের চেয়ারে বসে কিছু পড়া-লেখাও চলতে থাকে আর সন্ধ্যাবেলায় যখন বকের সারি 'কঁক, কঁক' আওয়াজ তুলে ইংরাজি 'ভি' অক্ষর বানিয়ে বারান্দার উপর দিয়ে উড়ে যায় তখন 'মন মোর মেঘের সঙ্গী' হয়ে যেন কোথায়ও উড়ে চলে যায়। আর মেঘহীন কার্তিকের আকাশের দিকে তাকিয়ে সপ্তর্ষি, বুওতিস আর কালপুরুষ মণ্ডলীর তারাদের সঙ্গে কথা বলি। এককথায় আমার দিন-রাতের বেশ খানিকটা সময় কাটে আমার এই বারান্দাটির আশ্রয়ে।

সকালে ইশকুলের সময় হলেই বাচ্চাদের চিৎকারে ইশকুলটির প্রাঙ্গণ মুখর হয়ে ওঠে। আর সব বাচ্চার গলা উপচে শোনা যায় বিশেষ একটি স্বর। শুরুতে বুঝতে পারিনি কিন্তু এখন বুঝতে পারি গলার আওয়াজটি ওই মেয়েটির, নন্দা'র। অন্য বাচ্চারা ওই নাম করে চিৎকার করতে করতে ওর পিছনে দৌড়য়।একদিন বারান্দা থেকে উঁকি মেরে আমিও দেখেছিলাম: সেই মেয়েটিই বটে, "দাদু একটা ভুতের গল্প বলো না।" টিফিনের সময় সর্বদা দৌড়তে থাকে আর বিভিন্ন ধরনের খেলায় মত্ত থাকে। স্কুলের উঠোনে পেয়ারা গাছে ওকে দেখেছি নিচে বন্ধুদের উদ্দেশে পেয়ারা ছুড়তে।

রাগ পড়ার আগেই স্কুলে ঢুকে হেডমিস্ট্রেসের সঙ্গে

দেখা করে আমার বিরক্তিটার কথা জানিয়েছিলাম।হেডমিস্ট্রেস ব্যস্ত ছিলেন তখন, শুধু "আচ্ছা দেখব," বলে নিজের কাজে মন দিয়েছিলেন। পরের ক'দিন আর স্কুলের সময় বারান্দায় বসিনি। ঘরে বসেই পড়াশুনো করেছি।

শারদীয়া পূজা আসন্ন। পাড়ায় পাড়ায় ছোট বড় 'প্যান্ড্যাল' গড়ে উঠেছে; ঢাকের আওয়াজ শুরু হয়নি কিন্তু লাউড স্পিকারে 'মহিষাসুরমর্দিনী' বাজছে ভোরবেলা থেকে শুরু করে সন্ধ্যা পর্যন্ত। আকাশে বাতাসেই যেন আগমনির সুর ভাসছে। আগামী সপ্তাহ থেকেই স্কুলে 'পূজা'র ছুটি পড়ে যাবে; সেই উপলক্ষেই স্কুলে একটি ছোটখাটো 'আগমনি' অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। অনুষ্ঠানে পাড়ার কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ অভিভাবকের সঙ্গে আমারও উপস্থিত থাকার নিমন্ত্রণ এল। হেডমিস্ট্রেস তাঁর একজন অফিস কর্মচারীকে আমার বাড়ি পাঠিয়ে বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ জানিয়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার অনুরোধ করলেন। কারণটা বুঝলাম না, কেননা আমার পরিবারের কেউ তো ওই ইশকুলে পড়ে না। কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে আমি যাওয়াটাই ঠিক করলাম।সেদিন সময়ের অভাবে উনি কথা বলতে পারেননি তাই হয়তো বিশেষ করে অনুরোধ জানিয়েছেন। যাইহোক, অনুষ্ঠান শুরুর একটু আগেই উপস্থিত হলাম। পাড়ার দু'একজন 'মুখ-চেনা'র সঙ্গে স্মিত-মুখে নমস্কার বিনিময়ও করলাম। হেডমিস্ট্রেস নিজে এগিয়ে এসে আমাকে সাদরে স্টেজের সামনের আসনে বসিয়ে নিজেও পাশে বসলেন।

প্রথমেই উদ্বোধনী সঙ্গীত শুরু হল 'আগুনের পরশমণি'। ছোট ছোট বাচ্চাগুলো মা-কাকিমাদের শাড়ি পরে ভারী সুন্দর গান পরিবেশন করল। গানের পরে ওদের গানের শিক্ষিকা একে একে ওদের নাম ঘোষণা করলেন আর বাচ্চাগুলো স্মিতমুখে হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে ভিতরে চলে গেল। আমি লক্ষ করলাম নন্দা ওরফে নন্দিতাও গানের দলের মধ্যে ছিল।ও যখন মিষ্টি হেসে নমস্কার জানাতে এলো তখন হেডমিস্ট্রেস অর্থপূর্ণভাবে আমার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বললেন, স্যর, আপনার 'নাতনি' নন্দা ওরফে নন্দিতা মিত্র যে আপনার কাছ থেকে ভূতের গল্প শুনতে চেয়েছিল।

আমি সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লাম। এবার ভাল করে দেখলাম মেয়েটি বয়সের তুলনায় একটু বাড়ন্ত শরীর কিন্তু মুখটি ভীষণ মিষ্টি, লাল টকটকে শাড়িতে ওর ফর্সা সুন্দর চেহারাটি অনেকটা সদ্য ফোটা লাল গোলাপের মতো লাগছিল। আমার দিকে দৃষ্টি পড়তেই আর একবার বিশেষ করে নমস্কার জানাল। তারপর একের পর এক অনুষ্ঠানে নাচ, একক গান, আবৃত্তি সবটাতেই আসতে লাগল নন্দিতা বিভিন্ন বেশে। আমি লক্ষ করলাম মেয়েটির শুধু উৎসাহ নয়, প্রতিটি আইটেমে ওর পরিবেশনের উৎকর্ষতা। আমি শুধু একা নই উপস্থিত সবার মুখে পরিতৃপ্তির ছাপ দেখা গেল,সারা হলঘর হাততালিতে মুখর হয়ে উঠল।

আমি শুধু একা নই উপস্থিত সবার মুখে পরিতৃপ্তির ছাপ দেখা গেল,সারা হলঘর হাততালিতে মুখর হয়ে উঠল।

অনুষ্ঠানের শেষে যখন গানের টিচার স্কুলের তরফ থেকে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছিল, তখন আমার পাশে বসা হেডমিস্ট্রেস ফিসফিস করে যা বললেন, তা শুনে আমার হৃদয় এক লহমায় কালো মেঘে ঢেকে গেল, নিঃশব্দে কেঁপে উঠল:

দু'বছর আগে মা-বাবার সঙ্গে নন্দিতা বেড়াতে গিয়েছিল ইংল্যান্ডে ওর ছোট মামার কর্মস্থলে। সেখানে প্রায়ই জ্বর আসত নন্দিতার; প্রথমে ভেবেছিল লন্ডনের আবহাওয়ায় ওর এমন হচ্ছে। কিন্তু দু'মাসের মধ্যে পরপর কয়েকবার জ্বরে ভোগার পর ছোটমামার চেনাজানা এক ডাক্তারের পরামর্শে

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

১২ টি আকর্ষণীয় উপন্যাস, ৬০ টি জমজমাট গল্প, ভিন্ন স্বাদের ২০ টি প্রবন্ধ, নিবন্ধ,
১২৫ জন কবির বাছাই করা কবিতা, সঙ্গে সাক্ষাৎকার সিনেমা, রান্না, জ্যোতিষ,
খেলা, ভ্রমণ, আর আছে কমিকস স্পেশাল,, এতো বড়ো আয়োজন বাংলা পুজো
বার্ষিকীতে বিরল,,,,, প্রচ্ছদ পরিকল্পনা শিল্পী বিনয় ভড়,,, আর
মূল্য 240.00
ব্যবসায়ী যোগাযোগ, ডিস্ট্রিবিউটর রবি সাহা, ডেকার্সলেন, 9830389342

পুরো ‘বডি’ টেস্ট করে অবশেষে রোগ ধরা পড়ল: নন্দার শরীরে এক ‘বিরল’ ধরনের ব্লাড ক্যানসার বাসা বেঁধেছে।
দেশে ফিরে এসে দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউটে টেস্ট করে দেখা গেলো বিষয় কনফার্ম, সেই একই রোগ ধরা পড়ল। বাবা দীপকবাবু সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ল একমাত্র মেয়ের এই রোগের খবরে। কিন্তু নন্দার মা কল্যাণী ভেঙে না-পড়ে স্থির করল, সমস্ত শক্তি দিয়ে লড়বে। এক বছর হাসপাতালের ক্যাম্পাসেই একটি কোয়ার্টার ভাড়া নিয়ে শুরু হল কল্যাণীর সেই লড়াই।কিন্তু শেষে হার মানতেই হল। ডাক্তাররা বললেন,“শরীরে রোগ যথেষ্ট অগ্রসর হয়ে গেছে, এখন শুধু সিম্পটোম্যাটিক চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে।”
আমি হেড-মিস্ট্রেসকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম,“নন্দা, জানে ওর রোগের কথা?”
-পুরোটা নয়, তবে এটুকু জানে যে ও এক দুরারোগ্য রোগের শিকার”, বললেন হেডমিস্ট্রেস।
স্কুলের সেদিনের অনুষ্ঠানের পর এক অদ্ভুত ‘ঘোরে’র মধ্যে বাড়ি ফিরে এলাম: আমার প্রথম দিনের ব্যবহারের জন্য খুব লজ্জিত হলাম। এমন সুন্দর ফুটফুটে বাচ্চাটা যার এমন ঈশ্বরপ্রদত্ত গুণ, তাকে কেন এমন ভয়ানক অভিশপ্ত রোগ দিলেন ভগবান?
রাতে এক মুহূর্ত ঘুমাতে পারলাম না। কেবলই নন্দার মিষ্টি মুখটি ভেসে আসতে লাগল আমার চোখে। নিজেকে ভীষণ ‘অপরাধী’ মনে হতে লাগল।
‘কিছু একটা করা যাবে না? হাত গুটিয়ে বসে থেকে ফুটফুটে ‘গোলাপ’টির শুকিয়ে যাওয়া দেখতে হবে?মনে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় গড়ে উঠল। সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে চেষ্টা করতেই হবে,আমরা ত আর বিশ শতকে নেই।’
ভোরের আলো ফোটার আগেই বিছানার পাশের টেবিল থেকে মোবাইলটা তুলে নিলাম। মনে মনে সময়ের হিসাব করে রিং করলাম ফ্লোরিডা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে পুরনো বন্ধু প্রফেসর কৃষ্ণমূর্তিকে। ওখানে তখন সন্ধ্যা আটটা। আমার কলেজের এই বন্ধু এক অদ্ভুত মানুষ: তার দিন কখন শুরু হয় আর কখন শেষ হয় কেউ জানে না। এই সন্ধ্যায় একঘণ্টার জন্য বাড়িতে এসে রাতের ‘ডিনার’ শেষ করে আবার ইউনিভার্সিটির গবেষণাগারে চলে যায়। কাজ শেষ করতে করতে রাত আর বিশেষ বাকি থাকে না। বাড়ি ফিরে আসে রাত তিনটের পর। চার ঘণ্টার ঘুম বা বিশ্রাম। আবার এক মগ কালো কফি খেয়ে বেরিয়ে পড়ে। আটটা থেকে আবার গবেষণাগারে। আমি ওর রুটিন জানি তাই এমন সময় ফোন করলাম যখন ও বাড়িতে থাকবে। গবেষণাগারে ওর ফোন বন্ধ থাকে। প্রাথমিক বার্তালাপের পর ওকে নন্দিতার কাহিনি জানালাম। আমাদের পুরানো বন্ধুত্ব মনে করিয়ে দিয়ে জোর দিয়ে বললাম, ক্রিস,এই বাচ্চাটার জন্য কিছু করতে হবে, আই ডোন্ট ওয়ান্ট হার ডাই, প্রয়োজনে আমার সবকিছু বিক্রি করতেও প্রস্তুত আছি।
ক্রিস বলে উঠল, “হেই, আমি বেঁচে থাকতে তার কি প্রয়োজন হবে? লেট মি সি।”
আমি আরও জোর দিয়ে বললাম, ক্রিস, নো লেট মি সি ‘এট-সেট-রা’। ইউ মাস্ট ডু ইট, সময় কম।
“লেট মি সি, আমার মনে হয়, মেমোরিয়ালে আই নো ডঃ বিল রেইনার...”
আমি ওকে বলতে না দিয়ে বললাম, মেমোরিয়াল-ফেমোরিয়াল চলবে না। নিউইয়র্কের স্লোয়াং কেটারিং ক্যানসার হাসপাতাল ইজ দ্য বেস্ট।”
কৃষ্ণমূর্তি হেসে উঠল, “ইয়েস ডিয়ার,ওই হাসপাতালেরই পুরো নাম মেমোরিয়াল স্লোয়ান কেটারিং ক্যানসার সেন্টার, এখানে আমরা ছোট করে মেমোরিয়াল বলি।”
আমি হাসলাম, ও কে।
কৃষ্ণমূর্তি বলল, “আমার সঙ্গে অনেকদিন যোগাযোগ নেই, তবে ও যদি এখনও ওখানে থাকে তাহলে একটা কিছু ব্যবস্থা করা যাবে; গিভ মি আ ডে।”
ব্যস্ত মানুষ, টেলিফোন ছেড়ে দিলাম, কিন্তু জানি সম্ভব-অসম্ভব সবকিছুই ও চেষ্টা করবে।
পরের দিন আমি চুপচাপ বসে না থেকে হেডমিস্ট্রেসের সাহায্যে নন্দিতার বাবা-মা’র সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। ওদের বিরাট কিছু আশা না-দিয়ে আমি যা করেছি সেই কথা জানালাম এবং ওদের সবকিছুর জন্য প্রস্তুত থাকতে বললাম। ওরা

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

HAPPY

DURGA PUJA

MAY THE COLORFUL FESTIVAL BRING JOY AND HAPPINESS IN EVERYONE'S LIFE.

ibt.internationalbooktrust@gmail.com

9831343520 | 8910723269

INTERNATIONAL BOOK TRUST · IBT · ESTD 1975

INTERNATIONAL BOOK TRUST

RETAILER | WHOLESALER | DRISTRUBUTOR

54 COLLEGE STREET, KOLKATA 700073

তো মনের দিক থেকে সবকিছুর জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। আর কি প্রস্তুতি দরকার?
দুদিন পরে প্রাতঃভ্রমণ শেষ করে এককাপ চায়ের সঙ্গে খবরের কাগজ নিয়ে বসব কিনা ভাবছি, এমন সময় মোবাইলটা বেজে উঠল। স্ক্রিনে দেখলাম, ক্রিসের নাম। তাড়াতাড়ি চা বানানো ছেড়ে ফোনের স্ক্রিনে আঙুল ছোঁয়ালাম, গুড-মর্নিং, ক্রিস গুড ইভনিং টু ইউ।
দেখলাম কৃষ্ণমূর্তি খুব উত্তেজিত,"হাই শুভ, গুড মর্নিং আর গুড নিউজ। ডক্টর রাইনার মেমোরিয়ালেই আছে; একটু আগেই কথা হয়েছে। উনি এই কেসটা একটি এক্সপেরিমেন্ট হিসেবে টেকআপ করার কথা বিবেচনা করবেন বলেছেন, কিন্তু তার আগে বাচ্চাটির যত রিপোর্ট আর টেস্ট করানো হয়েছে সমস্ত স্ক্যান করে আমাকে পাঠাও। উপরন্তু,আরও কয়েকটা টেস্ট কোনও ভালো ল্যাব থেকে করিয়ে আর্জেন্টলি আমাকে পাঠাবার

কল্যাণী কিছুতেই ভাগ্যকে মেনে নিতে শেখেনি, তাই উঠে পড়ে লাগল আমেরিকান ভিসা সংগ্রহের কাজে। কৃষ্ণমূর্তির চেষ্টায় আর হাসপাতালের সুপারিশে আমেরিকান ভিসা পেতেও বেশি সময় লাগল না, কিন্তু ওরা রুগির সঙ্গে একজনেরই ভিসা দিতে সম্মত হল।খরচ বাঁচাতে আগে থেকেই ঠিক হয়েছিল কল্যাণীই যাবে মেয়ের সঙ্গে। দীপক পরে টুরিস্ট ভিসা নিয়ে না হয় যাবে।
সমস্ত ব্যাপারটা এত অবিশ্বাস্য গতিতে এগিয়ে চলল যে আমিও অবাক হয়ে গেলাম। মনে মনে ভাবলাম, এই হল আমেরিকার গবেষণাগারের গতি।
পাসপোর্ট, ভিসা, টিকিট আর সামান্য কিছু ডলার সবই এসে গেল কয়েকদিনের মধ্যেই।
যাত্রার দিন দীপক, কল্যাণী, নন্দা আর আমি সন্ধ্যাবেলায় এয়ারপোর্টের উদ্দেশে রওনা হলাম। রাস্তায়

চেক-ইন কাউন্টারে এগিয়ে যাওয়ার আগে কল্যাণী চোখ মুছতে মুছতে আমাকে প্রণাম করে শান্ত গলায় বলল, আশীর্বাদ করুন যেন ওকে ফিরিয়ে আনতে পারি।

ব্যবস্থা করো। তারপর আমি দেখছি, ওকে দিয়ে কেসটা টেকআপ করানো যায় কিনা।"
আমিও খুব আগ্রহ সহকারে বললাম, খুব ভালো হয় তাহলে, কম খরচে ভালো ট্রিটমেন্ট হবে।
-ওহ নো, শুভ, আমি খরচের কথা চিন্তা করছি না। ডক্টর রেইনার এক্সপেরিমেন্টাল কেস হিসেবে নেওয়া মানে হিজ কমপ্লিট অ্যাটেনশন অ্যান্ড বেস্ট কেয়ার ফ্রম হিজ স্টাফ।"
- ঠিক কথা ক্রিস, আমি ইতিবাচক সায় দিলাম আর মনে মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলাম।
শুভ, মনে রেখো, রেইনার ভীষণ ব্যস্ত মানুষ অ্যান্ড হি ওয়ান্টস লাইটনিং স্পিড অ্যাকশন," বলেই ফোন কেটে দিল কৃষ্ণমূর্তি।
আমিও সময় নষ্ট না করে কল্যাণী আর দীপককে খবরটা জানিয়ে কাজে নেমে পড়তে বলে দিলাম।দীপক প্রায় আশা ছেড়ে দিয়ে ভাগ্যবাদী হয়ে পড়েছিল যদিও

প্যান্ডালে প্যান্ডালে ঢাক, কাঁসর-ঘণ্টা সহকারে ষষ্ঠীপূজার বোধনের প্রস্তুতি চলছিল। আমি মনে মনে মাকে প্রণাম করে কল্যাণীকে বললাম, মা এসে গেছেন, এখন আর নন্দার জন্য ভয় পাই না।
চেক-ইন কাউন্টারে এগিয়ে যাওয়ার আগে কল্যাণী চোখ মুছতে মুছতে আমাকে প্রণাম করে শান্ত গলায় বলল, আশীর্বাদ করুন যেন ওকে ফিরিয়ে আনতে পারি।
আমি নন্দার মাথায় হাত রেখে বললাম, নন্দা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ফিরে আসবে, তুমি ভেবো না।
নন্দা হাসতে হাসতে আমার কাছে এগিয়ে এল; আমি ওকে সাদরে কোলে টেনে নিলাম। নন্দা অনিন্দ্য সুন্দর হাসি হেসে বলল, "একটা ভূতের গল্প রেডি রেখো দাদু, আমি ফিরে এসে শুনব।"
আমি ওর গালটা সামান্য টিপে হাসলাম, বললাম, একেবারে সুস্থ হয়ে ফিরে আয়, তোকে একডজন জ্যান্ত গেছো ভূতের গল্প শোনাব।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

প্রবন্ধ ২

আগমনি ১৪৩১

অমিতাভ মাইতি

দুর্গাপুজো
বাড়ি থেকে বারোয়ারি

আবহমানকাল ধরে চলে আসা 'উৎসব' বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্য। বহু প্রাচীনকাল থেকেই বাংলায় বিভিন্ন ধর্মীয় মানুষের বসবাস, তাই 'বারো মাসে তেরো পার্বণ' বাঙালির প্রাণের মিলনমেলা অসাম্প্রদায়িক চেতনার উত্তরাধিকার। ধর্মমত নির্বিশেষে নতুন ধান ঘরে তোলার উৎসব হোক কিংবা হিন্দুদের দুর্গোৎসব, মুসলমানদের ঈদ, খ্রিস্ট্রানদের বড়দিন অথবা বৌদ্ধদের বুদ্ধ পূর্ণিমা পালন চিরকালীন এদেশে সম্প্রীতির সুবাতাস বহমান।

'যদি আমাকে আপন করে পেয়ে থাক, আজ প্রভাতে সেই পাওয়ার আনন্দকেই

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

শারদীয়ার চমক: বলিউড টলিউডের সুপার স্টারদের অজানা কাহিনী। সঙ্গীত শিল্পীদের নিয়ে আকর্ষণীয় ফিচার। সঙ্গে জমজমাট গল্প উপন্যাস। আছে ১০০ প্রেমের কবিতা।উল্টোরথ মানেই মা কাকিমার প্রথম প্রেম।

যদি তোমাদের প্রকাশ করার ইচ্ছে হয়ে থাকে, তাহলেই এই উৎসব সার্থক'।

'জন্মোৎসব' প্রবন্ধে লেখা রবি ঠাকুরের সেই তুলনাহীন আনন্দের আশাই যে এখন আমাদের বেঁচে থাকার অনুষঙ্গ। তবে উৎসব শুধুমাত্র আনন্দ বা ক্ষেত্রবিশেষে ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, উৎসবের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে অর্থনৈতিক জড়তা ভেঙে উত্তরণের সোপান।

কয়েকদিনের একটানা বৃষ্টিতে আকাশের সমস্ত মেঘ নিঃশেষ হয়ে শরতের নীলাভ আকাশে সূর্যের সোনা রং লেগেছে। অরণ্যের প্রতিটি বৃক্ষ ও লতাপাতা স্নানসিক্ত, স্নিগ্ধ বাতাস বইছে মৃদুমন্দ, প্রকৃতির মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছে আনন্দ উৎসবের কলস্বর। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে অরণ্য ভেদ করে দলে দলে বিভিন্ন উপজাতি নিজস্ব রঙিন পোশাকে সমতলে রাজপ্রাসাদের দিকে নেমে আসছে বিজয়া দশমীর ভূরিভোজ করবে বলে। উপরের বর্ণনাটি সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'প্রথম আলো' উপন্যাসের শুরুর সংক্ষিপ্তাকার। সময়টা উনিশ শতকের শেষার্ধে বাংলা ভাষার রাজ্য ত্রিপুরা রাজ্যের চন্দ্রবংশীয় মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের রাজপ্রাসাদের দুর্গাপুজোর বিসর্জন। যেন শেষের শুরু বাঙালির প্রাণের উৎসব দুর্গোৎসব।

বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো। ইতিহাসের পাতা থেকে যতদূর জানা যায় ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর প্রাচীন দেশগুলিতে দুর্গোৎসবের চল থাকলেও উৎসব হিসেবে দুর্গাপুজোর প্রবর্তন, প্রসার ও ব্যাপ্তি ঘটে এই বাংলার পবিত্র মাটিতেই। বাংলায় দুর্গাপুজোর সূচনা কে করেছিলেন এই নিয়ে মতভেদ আছে। কথিত আছে ষোলো শতকের শেষভাগে (আনুমানিক ১৫৭০-১৫৯০) অবিভক্ত বাংলার রাজশাহী জেলার (বতর্মানে বাংলাদেশ) তাহেরপুরের জমিদার রাজা কংসনারায়ণ তাঁর গড়ে প্রথম দুর্গাপুজোর প্রচলন করেছিলেন। যতদূর জানা যায়, সেইসময় দুর্গাপুজোয় তিনি প্রায় সাড়ে আট লক্ষ টাকা খরচ করেছিলেন। এখন পযর্ন্ত এটাই বাংলায় প্রথম শারদীয়া অকালবোধন হিসেবে ধরা হয়। যদিও অন্য মতে মনুসংহিতার টীকাকার কুলকভট্টের পিতা উদয়নারায়ণই প্রথম দুর্গাপুজো করেছিলেন। তাঁর পৌত্র কংসনারায়ণ তা অনুসরণ করেছিলেন মাত্র। বাংলার ইতিহাসবিদেরা বলেন ১৬০৬ খ্রিস্টাব্দে নদিয়ার রাজা ভবানন্দ মজুমদার (রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ) তাঁর গৃহে প্রথম দুর্গাপুজোর প্রবর্তন করেছিলেন। আবার অনেক বিশেষজ্ঞের মতে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দের শেষেরদিকে দিনাজপুরের জমিদারই প্রথম বাংলায় দুর্গাপুজো করেছিলেন। ১৫১০ সালে কুচ বংশের রাজা বিশ্ব সিংহ কুচবিহারে প্রথম দুর্গাপুজোর প্রচলন করেছিলেন।

১৬১০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার বেহালা অঞ্চলের জমিদার সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের আটচালা ঠাকুরদালানে দেবী দুর্গার অধিষ্ঠান হয়। সম্ভবত এটাই কলকাতায় প্রথম 'বাড়ি'র দুর্গাপুজো হিসেবে ধরা হয়। যদিও তখনও কলকাতা শহরের পত্তন হয়নি। এই আটচালাতে বসেই ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দের ১০ জুন জোব চার্নকের জামাই চালর্স আয়ারের সঙ্গে তৎকালীন রায়চৌধুরী পরিবারের কর্তাদের 'সুতানুটি', 'গোবিন্দপুর' ও 'কলকাতা' নামক গ্রাম তিনটি হস্তান্তরের বিষয় আলোচনা হয়। প্রকৃতপক্ষে কলকাতা শহরের নগরায়ণ হয় পলাশী যুদ্ধের (১৭৫৭) পর থেকে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে বাংলার শাসন ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ায় সমগ্র পূর্ব ভারতের প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে কলকাতা নগরের সূচনা হয়।

বৃষ্টির ঘেরা বন্দিশালা থেকে মুক্ত হয়ে শরতের নীলাকাশে খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘের ভেলা আর সোনাঝরা রোদ, নিচে নদীর পাড় বরাবর সাদা কাশের বন ভেসে যাচ্ছে শরতের হালকা হিমেল হাওয়ায়, দিঘিতে টলমল জল, বাতাসে শিউলির গন্ধ, ঝকঝকে তকতকে নিকানো উঠোন, তুলসি মঞ্চে আল্পনা, বর্ধিষ্ণু গ্রাম বড়িশা। গ্রামবাসীদের বড় আনন্দের সময়। কারণ, এই বছর থেকেই আটচালায় দুর্গাপুজো শুরু করছেন সাবর্ণদের কর্তা লক্ষ্মীকান্ত রায়চৌধুরী এবং তাঁর স্ত্রী ভগবতী দেবী। উচ্চবর্ণের হিন্দু, নিম্নবর্ণের হিন্দু আর ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষের বসবাস এখানে। তাই বিচক্ষণ জমিদার লক্ষ্মীকান্ত রায়চৌধুরী তাঁর প্রজাদের মনোরঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

তাঁদের একসূত্রে বেঁধে রেখে মসৃণভাবে রাজ্য পালনের জন্য এমনই এক বৃহৎ পাঁচ দিনের উৎসব ‘দুর্গোৎসব’ চালু করেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে জেনে রাখা ভালো যে সেই সময় কলকাতা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল ছিল অভিভক্ত বাংলার যশোহরের মধ্যে। এই যশোহর এস্টেটের দায়িত্বে ছিলেন বারো ভুঁইয়ার বসন্ত রায় এবং বিক্রমাদিত্য। বিক্রমাদিত্যের দুই পুত্র প্রতাপাদত্য ও লক্ষ্মীকান্ত। দুই ভাই খুবই অমায়িক, সদাহাস্যমুখ, প্রজাবৎসল এবং পিতৃতুল্য বসন্ত রায়ের স্নেহভাজন ছিলেন। বিক্রমাদিত্য মারা যাওয়ায় যশোহরের পূর্ব অংশের দায়িত্ব পেলেন প্রতাপাদিত্য এবং পশ্চিম অংশের দায়িত্ব পেলেন বসন্ত রায়। পিতার মৃত্যুর পর প্রতাপাদিত্যের চরিত্রের আমূল পরিবর্তন ঘটে এবং সে স্বৈরাচারী হয়ে পিতৃতুল্য বসন্ত রায়কে হত্যা করেন। প্রতাপাদিত্য বেপরোয়া হয়ে উঠলে দিল্লির বাদশাহ আকবর সেনাপতি মানসিংহকে পাঠান প্রতাপকে দমন করতে। প্রতাপ পরাজিত হলে মানসিংহ ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্মীকান্তকে হালিশহর থেকে সমগ্র যশোহরের আটটি পরগনার নিষ্কর জমিদারি স্বত্ত্ব প্রদান করেন এবং সেইসঙ্গে ‘রায়চৌধুরী’ উপাধিও প্রদান করেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস ‘বউঠাকুরানীর হাট’ এই প্রতাপাদিত্য ও বসন্ত রায়ের পরিবারের ভালোবাসা, ঘৃণা, ঔদ্ধত্য আর স্নেহের আনন্দ-বেদনার কাহিনি। কথিত আছে লক্ষ্মীকান্ত ১৬০৮ এবং ১৬০৯ সালে হালিশহরে ছোট করে দুর্গাপুজো করেছিলেন। কিন্তু ১৬১০ সালে মহাধুমধাম করে বড়িশার আটচালায় বড় দুর্গাপুজো শুরু করেছিলেন। পরবর্তী কালে এই সাবর্ণ পরিবারের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা মোট আটটি দুর্গাপুজো করে থাকেন, যার প্রধান হল বড়িশার আটচালা। বাকি সাতটির পাঁচটি বড়িশা অঞ্চলে, সপ্তমটি বিরাটিতে এবং অষ্টমটি নিমতায় অনুষ্ঠিত হয়।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের আগে নবাব সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র হয়েছিল, ইংরেজদের পক্ষে নাকি কলকাতার শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেব নাকি প্রভূত সাহায্য করেছিলেন লর্ড ক্লাইভকে। যদিও তখনও তিনি রাজা উপাধি পাননি। জানা যায়, তিনি নাকি লর্ড ক্লাইভের দূত হয়ে মীরজাফরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। যুদ্ধে সিরাজ পরাজিত হলে মীরজাফর-সহ একাধিক জন সিরাজের কোষাগার লুঠ করে প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন। ‘কলকাতা বিচিত্রা’ গ্রন্থে

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Agamoni
COLLECTIONS
U
Upananda
SHOP ONLINE AT
FOLLOW US ON
FACEBOOK
www.upanandaonline.com

রাধারমণ রায় লিখছেন, 'পলাশীতে সিরাজের পতনে যাঁরা সবচেয়ে উল্লসিত হন তাঁদের মধ্যে ছিলেন নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় আর কলকাতার শোভাবাজারের নবকৃষ্ণ দেব। কোম্পানির জয়কে তাঁরা হিন্দুর জয় মনে করলেন। ধূর্ত ক্লাইভও তাঁদের সেইরকমই বোঝালেন'। লর্ড ক্লাইভ চাইলেন এই জয়কে সেলিব্রেট করবেন। তাই পলাশীর যুদ্ধের বিজয় উৎসব হিসেবে রাজা নবকৃষ্ণ দেব শোভাবাজার রাজবাড়িতে আয়োজন করলেন দুর্গাপুজোর। গড়ে উঠল একচালার দুর্গা প্রতিমা। গা-ভর্তি সোনার গয়নায় প্রতিমা ঝলমল করে ওঠে। সে বছর নদীয়ার কৃষ্ণচন্দ্র রায় আর কলকাতার নবকৃষ্ণ দেব লক্ষাধিক টাকা খরচ করে শারদীয়া উৎসবের মধ্য দিয়ে ইংরেজদের বিজয় উৎসব পালন করেছিলেন। শোনা যায়, মূর্তিপূজার বিরোধী এবং খ্রিস্টান হয়েও লর্ড ক্লাইভ সপারিষদ শোভাবাজার রাজবাড়ির দুর্গাপুজোয় ১০১টাকা দক্ষিণা ও ফলের ঝুড়িসহ উপস্থিত হয়ে পশুবলি-সহ পুজো দিয়েছিলেন। সাবর্ণদের পুজোকে কলকাতার প্রথম দুর্গাপুজো ধরলে নবকৃষ্ণ দেবের পুজো কলকাতার দ্বিতীয় প্রাচীন দুর্গাপুজো। জানবাজারে রানি রাসমণি, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ি, শিবকৃষ্ণ দাঁ-এর বাড়ি, মদনমোহন দত্ত বাড়ি, বাগবাজার হালদার বাড়ি, বেহালার রায়বাহাদুর বাড়ি, ছাতুবাবু-লাটুবাবুদের বাড়ি, পাথুরিয়াঘাটায় খেলাৎ ঘোষের দুর্গাপুজো ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির দুর্গাপুজো বললেই উঠে আসে এক চিরন্তন আভিজাত্যের নাম। ঠাকুর বাড়ি মানে কেবলমাত্র একটি জমিদার বা বনেদি বাড়ির বিলাসী জীবনযাপন নয়, এই বাড়ির ইট-কাঠ-চুন-সুরকির গাঁথনির পরতে পরতে মিশে আছে বাঙালির শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও বহুকিছুর দৃষ্টান্ত স্বরূপ। উনিশ শতকের নবজাগরণে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির অবদান অস্বীকার করা যায় না। পরিবারের সবচেয়ে আলোচিত ব্যাক্তির নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের সাত পুরুষ আগের পুরুষ পঞ্চানন কুশারী নামে এক ব্রাহ্মণ যশোহর থেকে কলকাতা শহরে সুতানুটি অঞ্চলে এসে বসবাস করেন এবং গঙ্গার ঘাটে ব্যবসায়ীদের পুজো-অর্চনা করতেন। পুজো করতেন বলে সকলে তাঁকে পঞ্চানন ঠাকুরমশাই বলে ডাকতেন। সেইথেকে তিনি 'পঞ্চানন কুশারী' থেকে হয়ে গেলেন 'পঞ্চানন ঠাকুর'। পঞ্চানন ঠাকুরের দুই নাতি নীলমণি ও দর্পনারায়ণ। দুই ভাই খুবই বুদ্ধিমান ছিলেন এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে কাজ করে প্রচুর ধনসম্পত্তি করেছিলেন। প্রথমে পাথুরিঘাটায় বসবাস শুরু করেন। একটা সময় দুই ভাইয়ের মধ্যে বিবাদ হওয়ায় নীলমণি ঠাকুর বংশের গৃহদেবতা লক্ষ্মী ও শালগ্রাম শিলা নিয়ে পাথুরিঘাটা থেকে কলকাতার মেছুয়াবাজার অর্থাৎ আজকের জোড়াসাঁকো অঞ্চলে সুবিশাল বাড়ি নির্মাণ করে বসবাস করতে থাকেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির দুর্গাপুজো শুরু হয় ১৭৮৪ সালে ঠাকুর বাড়ির খোলা ঘরে নীলমণি ঠাকুরের হাত ধরেই। ফলে, ঠাকুর বাড়ির দুটো দুর্গাপুজো প্রচলন হয়। একটি পাথুরিঘাটায় অন্যটি জোড়াসাঁকোয়। জোড়াসাঁকোর দুর্গাপুজো জাঁকজমক ও আভিজাত্যের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে যায় রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের আমলে। কথিত আছে একবার পার্শ্ববর্তী জমিদার শিবকৃষ্ণ দাঁ-কে টেক্কা দেওয়ার জন্য দ্বারকানাথ প্রচুর অলংকার সমেত দেবী দুর্গাকে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়েছিলেন। দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম ধর্মে দিক্ষিত হয়েছিলেন। ব্রাহ্ম অর্থাৎ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক। ধর্মীয় ভাবনায় তাঁরা পৌত্তলিকতা বা মূর্তিপুজোয় বিশ্বাসী ছিলেন না। শুরুতে পরিবারের অন্যান্যদের চাপে দুর্গাপুজো হলেও দেবেন্দ্রনাথ সেইসময় হিমালয় ভ্রমণে চলে যেতেন। কিন্তু একসময় ঠাকুর বাড়ির দুর্গাপুজো ক্রমশ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেল। এর প্রায় বছর দুই পর জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারে চিরতরে দুর্গাপুজো বন্ধ হয়ে গেল।

১৭৯৩ সালের পয়লা মে লর্ড কর্নওয়ালিশ 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রথা চালু করেন। এই প্রথার ফলে বাংলা, বিহার ও ওড়িশার (তৎকালীন উড়িষ্যা) জমিদাররা একটি নির্দিষ্ট রাজস্ব পরিশোধের বিনিময়ে নিজ নিজ জমির উপর স্থায়ী মালিকানা লাভ করেছিলেন। 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' চালু হওয়ার ফলে শহর ও গ্রাম

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

বাংলার নব্য জমিদাররা নিজ উদ্যোগে দুর্গাপুজো চালু করেছিলেন। শুরুতে জমিদার বাড়ির এই দুর্গোৎসবে গরিব, নিম্ন ও মধ্যবিত্ত প্রজারা স্বাধীনভাবে অংশ নিতে পারতেন। পরবর্তীতে বৃহৎ এই উৎসব পালনের মধ্য দিয়ে দেশীয় জমিদাররা সাহেবদের আনুকূল্য পাওয়ার প্রতিযোগিতা শুরু করেছিলেন। ফলে, শহর ও গ্রামবাংলায় জমিদার বাড়িগুলিতে দুর্গাপুজোর সংখ্যা বৃদ্ধি পেল বটে কিন্তু আগের খাবার-দাবারের ব্যবস্থা থাকতো। প্রতিদিন সন্ধ্যায় আগত এইসব অতিথিদের বিনোদনের জন্য বিশেষ আয়োজন করা হতো। সমাজের গণ্যমান্য ব্যাক্তিরা আমন্ত্রিত হয়ে এই পূজায় আসতেন। সাধারণ নিম্নবিত্ত ও গরীবদের এই পূজায় অংশগ্রহণের কোন সুযোগ ছিল না’। জমিদারদের এই অভিসন্ধিমূলক অনাচার শহর ও গ্রামাঞ্চলের প্রজাদের ক্রমে ক্ষিপ্ত করে তুলল। তবে ব্যাতিক্রম দু-একটি জমিদার

মতো স্থানীয় গরিব, নিম্নবিত্তদের জমিদার বাড়িতে পুজোয় অংশগ্রহণে বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হতে শুরু করল। ১৭৬৬ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন কর্মকর্তা জে জেড হোলওয়েল জমিদারদের এই আয়োজন সম্পর্কে লিখেছিলেন, ‘দুর্গাপূজায় সাধারণত কোম্পানির উচ্চপদের কর্মকর্তা থেকে শুরু করে সব ইউরোপীয়দের আমন্ত্রণ জানানো হতো। তাদের জন্য প্রচুর ফলসহ বিদেশী সুরা এবং বিপুল বাড়ি ছিল। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কলকাতার জানবাজারের রানি রাসমণি। শতাব্দী প্রাচীন এই পুজোয় অন্যান্য রাজবাড়ির মতো বাঈজি নাচের আসর বসেনি, টাকা ওড়েনি, মদ-মাংসের ফোয়ারা ছোটেনি। ইংরেজদের তোয়াজ করার চেষ্টা হয়নি বরং ষষ্ঠীর দিন কলাবউকে স্নান করানো নিয়ে ব্রিটিশ সাহেবের সঙ্গে কলহ হয়েছিল। এই দুর্গাপুজো ছিল একেবারেই সাধারণ প্রজাদের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Genius KIDS™

ADMISSION OPEN

GARIA | LAKE ROAD | SALTLAKE

ENROLL NOW

Contact Us
99886 40569

Website Us
geniuskidsindia.com

পরমহংসদেব, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বঙ্গ রত্নদের সমাহার ছিল রানি রাসমণির দুর্গাপুজোয়।

ষোলো শতকে (আনুমানিক ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে) রামচন্দ্র সেন খুলনা (বর্তমানে বাংলাদেশ) ত্যাগ করে (মতান্তরে তীর্থ ভ্রমণে) চোদ্দোটি জাহাজে প্রচুর সম্পত্তি ও পরিবারের লোকজন নিয়ে নৌপথে যাওয়ার সময় গঙ্গা নদীর তীরবর্তী হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়ায় নোঙর ফেলেন এবং এই স্থানের আশপাশে লোকজন নিয়ে বসবাস শুরু করেন। পরে ১৫৮২ সালে তিনি পরিবারের লোকজনের সাথে দেবী কালী ও দেবী চণ্ডীর পুজো শুরু করেন। বছর দুয়েক পরেই পরিবারের লোকজন চণ্ডীপুজোর পরিবর্তে দুর্গাপুজোর প্রচলন করেন। প্রাচীন প্রথানুসারে, জন্মাষ্টমীতে আচারের মাধ্যমে 'কাঠামো' পুজো হয়। এই সেন বাড়ির ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপুজোর আর একটি বৈশিষ্ট্য হল দেবী লক্ষ্মীর কোনও বাহন (পেঁচা) থাকে না। কথিত আছে যে, এই বাড়ির ঠাকুরদালানের ঠিক পিছনে একটি বহু পুরনো ছাদে একটি জ্যান্ত সাদা পেঁচা থাকত। এই পেঁচাকে সারাবছর পুজো করা হত। পারিবারিক প্রথা মেনে এই পেঁচাকে লক্ষ্মীর পেঁচা ধরে নেওয়া হত। পরবর্তী কালে এই সেন বাড়ির কর্তা কির্ত্তিচন্দ্র সেন (নেম প্লেটে এই বানান আছে) স্থানীয় গরিব, নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের লোকজন এবং গণ্যমান্য মানুষদের সঙ্গে নিয়ে মহাধুমধাম করে সেন বাড়ির দুর্গাপুজো করতেন। তাঁর সময় খুব জাঁকজমক করে দুর্গাপুজো হত। অন্তঃপুরে গিন্নিদের শোরগোল, বাবুদের হাঁকডাক, কাজের লোকেদের ব্যাস্ততা, নাচগান, আর প্রচুর খানাপিনা-- পুজোর চারদিন গমগম করতো সেন বাড়ি। আশপাশের গ্রামের বহু সাধারণ মানুষ পুজোর চারদিন সেন বাড়িতে ভরপেট ভূরিভোজ করে সেন বাড়ির জয়গান করত।

ঘটনাক্রমে ১৭৫৯ সালে (মতান্তরে ১৭৮৯ সাল) সেন বাড়ির দুর্গাপুজোয় স্থানীয় গরিব ও নিম্নবিত্তদের

প্রবেশের অনুমতি ছিল না। আবার অন্যমতে স্থানীয় বারোজন মহিলাকে সেই বছরের দুর্গাপুজোয় সেন বাড়িতে কোনও কারণে প্রবেশে বাধা দেওয়া হয়। আবার কেউ কেউ বলেন যে বারোজন যুবককে সেন বাড়ির পুজোয় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয়নি। কারণ যাই হোক না কেন, অপমানিত হওয়ার ফলে স্থানীয় বারোজন যুবক নিজেরা চাঁদা তুলে সেই বছরেই দুর্গাপুজোর পরই বিন্ধ্যবাসিনী 'জগদ্ধাত্রী' পুজো শুরু করেন। বেঙ্গল গেজেট অনুযায়ী হুগলি জেলার গুপ্তিপাড়ার বিন্ধ্যবাসিনী 'জগদ্ধাত্রী' পুজো হল প্রথম 'বারোয়ারি' পুজো। এর পরের বছর অর্থাৎ ১৭৬১ সালে (মতান্তরে ১৭৯০ সাল) একই বেদিতে অনুষ্ঠিত হল গুপ্তিপাড়ার সর্বজনীন দুর্গাপুজো যা ইতিহাসের পাতায় বাংলার প্রথম 'বারোয়ারি দুর্গাপুজো' নামে চিহ্নিত হয়েছে। একক উদ্যোগের (বাড়ির) পুজো রূপান্তরিত হল একাধিকজনের (বারোয়ারি) পুজোতে। ধনীর অঙ্গন ছেড়ে দেবতা নেমে এলেন পথে। গুপ্তিপাড়ার আদর্শ অনুসরণ করে শুরু হল শহর ও গ্রামাঞ্চলের বারোয়ারি দুর্গাপুজো। তবে শহর কলকাতায় এর ঢেউ এসে পৌঁছতে লাগল আরও শত (১০০) বছরের বেশি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে 'বারোয়ারি' নামটি এল কোথা থেকে? উর্দু ভাষায় বন্ধুকে বলা হয় 'ইয়ার' বা 'ইয়ারি'। আর বারোজন বন্ধু বা ইয়ারি মিলে প্রথম দুর্গাপুজো শুরু করেছিলেন তাই 'বারোইয়ারি' থেকে 'বারোয়ারি' কথাটা এসেছে। আবার সংস্কৃত শব্দ 'বার'-এর অর্থ 'জনসাধারণ' আর ফার্সি শব্দ 'ওয়ারি'-এর অর্থ 'আমরা'। তাই জনগণের পুজো বলে একে 'বার' এবং 'ওয়ারি' অর্থাৎ 'বারোয়ারি' বলা হয়।

১৯১০ সালে কলকাতায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সময় দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে আদিগঙ্গার তীরবর্তী বলরাম বোস ঘাট রোডে স্থানীয় কতিপয় দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামী ও স্থানীয় ব্যাবসায়ীরা মিলিত হয়ে 'ভবানীপুর সনাতন ধর্মোৎসাহিনী সভা' প্রতিষ্ঠা করে ওই বছরে একটি দুর্গাপুজোর আয়োজন করেছিলেন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

সেই পুজোয় 'বারোয়ারি' শব্দের পরিবর্তে 'সর্বজনীন' শব্দ ব্যবহার করা হয়। ইতিহাস বলে এইটি কলকাতার প্রথম 'বারোয়ারি' বা 'সর্বজনীন' দুর্গাপুজো। প্রথম সভাপতি প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় শুরুতে প্যান্ডেল বেঁধে পুজো হলেও এখন বলরাম বসু ঘাটের উপর জোড়া শিব মন্দিরের পাশে তৈরি হয়েছে পাকা মণ্ডপ। এখানে সাবেকি প্রথায় পুজো হয়। পুজোর ক'টা দিন পাড়ার মানুষেরা একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করেন।

ঠিক পরের বছর ১৯১১ সালে উত্তর কলকাতায় শ্যামপুকুর অঞ্চলে রামধন মিত্র লেনে স্থানীয় কিছু যুবক চাঁদা তুলে কলকাতার দ্বিতীয় বারোয়ারি পুজোর প্রবর্তন করেন। এই পুজোয় মিত্র বাড়ির দুই ভাই ফণি ও মণির সঙ্গে সত্যচরণ দাস প্রমুখ অংশগ্রহণ করেছিলেন। একসময় 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক তথা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্র সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এবং আকাশবাণীর 'মহিষাসুরমর্দিনী' গীতিআলেখ্য খ্যাত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এই পুজোর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই পুজোটি বর্তমানে 'শ্যামপুকুর আদি সর্বজনীন দুর্গোৎসব' নামে পরিচিত। এর ঠিক এক বছর পর ১৯১৩ সালে উত্তর কলকাতার সিকদার বাগান অঞ্চলের রাজেন দত্ত, কেষ্ট ব্যানার্জি, বিভূতিভূষণ দাস, খোকা মণ্ডল-সহ পল্লির কিছু উৎসাহী যুবকের সহযোগিতায় লালমোহন মিত্রের প্রাঙ্গণে কলকাতার তৃতীয় বারোয়ারি বা সর্বজনীন দুর্গাপুজো শুরু হয়। এই পুজোর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল নিষ্ঠার সঙ্গে যাবতীয় শাস্ত্রীয় রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয়।

১৯১৯ সালে নেবুবাগান লেন ও বাগবাজার স্ট্রিটের সংযোগস্থলে ৫৫ নং বাগবাজার স্ট্রিটে শুরু হয় উত্তর কলকাতার প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী বারোয়ারি দুর্গাপুজো 'নেবুবাগান বারোয়ারি দুর্গাপুজো'। পরে ১৯২৪ সালে এই পুজোটি সরে যায় বাগবাজার স্ট্রিট ও পশুপতি বোস লেনের মোড়ে। এরপর কাঁটাপুকুর ও বাগবাজার কালীমন্দির ঘুরে ১৯৩০ সালে বিখ্যাত আইনজীবী ও তৎকালীন পুরসভার অল্ডারম্যান দুর্গাচরণ বন্দোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় 'বাগবাজার সর্বজনীন দুর্গোৎসব' নতুন নামে কলকাতা কর্পোরেশনের মাঠে স্থানান্তরিত হয়। তৎকালীন

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

iPhone 16

Apple Intelligence.
Powerful possibilities.

FAST
INFORMATION
NETWORK

HILAND PARK MUKUNDAPUR BANSDRONI
GARIA STATION BEHALA BAGHAJATIN

8017295087

কলকাতা পুরসভার মেয়র সুভাষচন্দ্র বসু সানন্দে এই অনুমতি দিয়েছিলেন এবং ১৯৩৬ সালে এই পুজোর সভাপতির পদ অলংকৃত করেছিলেন। আবার ১৯৩৮ সালে তিনি ‘কুমারটুলি সর্বজনীন দুর্গাপূজা’র সভাপতি হয়েছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে বিশিষ্ট নাগরিকরা বাগবাজার সর্বজনীন পুজোর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যাঁদের মধ্যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, স্যার হরিশঙ্কর পাল প্রমুখ ছিলেন অন্যতম।

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন অদ্বৈতবাদী। শাস্ত্রসম্মত দুর্গাপুজোর বিরোধী কিন্তু তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব দুর্গাপুজোর সমর্থক ছিলেন। তাই স্বামী বিবেকানন্দ ১৯০১ সালে বেলুড়মঠে দুর্গাপুজোর প্রবর্তন করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের পাশাপাশি বৈপ্লবিক পথে স্বাধীনতা অর্জনের প্রচেষ্টাও চলতে থাকে পুরোদমে। এই কাজে বাংলার ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেইসময় বিপ্লবীরা ইংরেজের নজর এড়াতে দুর্গাপুজোকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করতে শুরু করেন। এই কারণেই কলকাতার আর একটি অন্যতম প্রাচীন সর্বজনীন দুর্গাপুজোর প্রচলন করেছিলেন বিপ্লবী অতীন্দ্রনাথ বসু। সিমলা অঞ্চলে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ‘সিমলা ব্যায়াম সমিতি’ ছিল বিপ্লবীদের আস্তানা। ১৯২৬ সালে বীরাষ্টমীর দিন এই ব্যায়াম সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই বছরেই তাঁর উদ্যোগে শুরু হল ‘সিমলা ব্যায়াম সমিতি সর্বজনীন দুর্গোৎসব’।

চিন্ময়ী উমা মৃন্ময়ী রূপে পৃথিবীতে আসেন তাঁর সন্তান-সন্ততিদের ভালো রাখার জন্য। আর এই মৃন্ময়ী মূর্তি পূর্ণতালাভ করে পতিতা পল্লির মাটির প্রলেপে। এটাই শাস্ত্রীয় বিধান। তাই যৌনকর্মীদের এনজিও ‘দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি’র উদ্যোগে ২০১৩ সাল থেকে উত্তর কলকাতায় মসজিদবাড়ি স্ট্রিটে যৌনকর্মীদের নিজস্ব দুর্গাপুজো চালু হয়। তাঁদের পুজোর থিম ‘আমাদের পুজো, আমরাই মুখ’।

একেবারে আদিতে ছিল ব্যক্তিগত উদ্যোগে জমিদার বাড়ির দুর্গাপুজো। এরপর ঘটনাচক্রে গুপ্তিপাড়ার বারো ইয়ারের (বন্ধু) প্রচেষ্টায় চাঁদা তুলে শুরু হল বারোয়ারি দুর্গাপুজো। তারপর বিভিন্ন সমিতি বা ক্লাবের উদ্যোগে শুরু হল সর্বজনীন দুর্গাপুজো। সবার শেষে এল কলকাতা ও জেলার শহরাঞ্চলে বিভিন্ন আবাসনের (ফ্ল্যাট-কালচার) দুর্গাপুজো। তবে একথা নিশ্চিতরূপে বলা যেতে পারে আজ বাঙালির বৃহত্তম উৎসব দুর্গোৎসব রাজবাড়ির আঙিনা ছেড়ে পথে নেমে এসেছে ধনী-দরিদ্র সকলের মাঝে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

এক দয়ালু কবির গল্প

প্রবন্ধ ৩

আগমনি ১৪৩১

বিনোদ ঘোষাল

কাজি নজরুল ইসলামকে আমরা চিনি বিদ্রোহী কবি নামে। তিনি আজীবন অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর কলম ধরেছে। প্রতিবাদ জানিয়েছেন মানবিকতার শত্রুর বিরুদ্ধে। কিন্তু তাঁর এই চেনা পরিচিতির বাইরে মানুষ নজরুল যে কত উদার ছিলেন। গরিব মানুষের কষ্টে যে তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠত। কত অসহায়মানুষকে যে তিনি জীবনে সাহায্য করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। নজরুলের একান্ত সহচর অনুজ শান্তিপদ সিংহ ছিলেন ধূমকেতু পত্রিকার সহসম্পাদক। পরবর্তী কালেও দীর্ঘদিন কবির সাহচর্য পেয়েছিলেন। তিনি কবিকে অনেক কাছ থেকে দেখেছেন। কবির গোপন দান-ধ্যান প্রত্যক্ষ করেছেন। নিজের স্মৃতিকথায় তারই কিছু গল্প শুনিয়েছেন তিনি। সেইখান থেকেই আজ কিছু গল্প বলছি।

একদিন কলেজ স্ট্রিটের বাসায় তাঁর 'ব্যথার দান' বইটির স্বত্ব বিক্রি হিসেবে কুড়িটি টাকা পেলেন। টাকাটা চৌকির তলায় একটা সুটকেসের ভেতর রেখে দিলেন। কবির আর্থিক অবস্থা তখন কুড়িটি টাকা ছাড়া আর এক কপর্দক কোথাও নেই। ওই টাকাটা আফজাল সাহেব যখন দেন কবি তখন বলেছিলেন তার কাছে একটা কানাকড়িও নেই। সন্ধ্যার দিকে এলেন এক সাহিত্যিক বন্ধু তার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে রুগ্না স্ত্রী বাড়ি ভাড়া ইত্যাদি। তিনি এসে কথা বলছিলেন কবির সঙ্গে এবং বলছিলেন নিজের দুরবস্থার কথা। তিনি টাকা পাওয়ার আশায় কিছু বলেননি। কারণ, তিনি ভালোভাবেই জানতেন যে কবি হাবিলদার কাজি নজরুল ইসলাম সাহেবের পকেট সেই যাকে বলে শম্ভু চ্যাটার্জির ভিটে। হঠাৎ যে কবি সাহেব একেবারে নগদ কুড়ি টাকার মালিক হয়ে পড়েছেন তা তিনি অজ্ঞাতই ছিলেন। তিনি সাধারণভাবেই সুখ-দুঃখের কথা বলে

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Himalayan Puja Gateway

SITTONG DELIGHT

RASHIKA HOMESTAY

SEP,OCT
BOOKING

3 Nights 4 Days | Price per Person **6500/-**

SILIGURI – SILIGURI

FOOD MENU

Breakfast→ Puri Sabji / Roti Sabji / Maggi with Omelete
Lunch→ Veg Thali / Non-veg Thali (Fish / Egg)
Evening Snacks→ Pakora / Momo with Tea / Coffee
Dinner→ Veg Thali / Non-veg Thali (Chicken)

Special Attractions

EXPLORE OFFBEAT SITTONG KANCHENJUNGHA VIEW FROM DIFFERENT LOCATIONS
NIGHT TREKKING BARBEQUE, CAMPFIRE
NATURAL POOL BATHING & MORE

TOUR SCHEDULE

DAY 1
19.09.24→ PICKUP FROM SILIGURI AND NIGHT STAY AT RASHIKA HOMESTAY
ISEVOKE, MONGPU, JOGIGHAT, LEPCHA FALLS

DAY 2
20.09.24→ NIGHT STAY AT RASHIKA HOMESTAY
LAMAHATA, TAQDAH, TINCHULEY, DAWAIPANI

DAY 3
21.09.24→ NIGHT STAY AT RASHIKA HOMESTAY
AHALDARA (SUNRISE VIEW), NAMTHING POKHRI, SITTONG MONESTRY, MALDHIRAM TEA ESTATE, NIGHT TREKKING

DAY 3
22.09.24→ PICKUP FROM SITTONG HOMESTAY AND DROP AT SILIGURI
BAGORA PINE FOREST, DOWHILL, CHIMNEY, GIDDHA PAHAR, HANUMAN TOP (KURSEONG)

*** We need at least 50% of the total expenses for booking confirmation.

BOOK NOW 98303 77233 / 90516 52425

মনকে একটু হালকা করছিলেন। এসব শুনে নজরুল বর্ষার প্রবাহ তালে তীর অতিক্রম করে উঠে দশ টাকার নোট দুখানা বার করে তাঁকে দিয়ে দিলেন। ভদ্রলোকটি আপত্তি জানালেন। কিন্তু কবি বললেন, না রাখো কাজে লাগবে।

বন্ধুটির চোখে জল। আনন্দপূর্ণ চিত্তে বাড়ি চলে গেলেন। কবির সঙ্গে যদিও তখন অতটা আত্মীয়তা শান্তিপদর হয়নি। তাহলেও মন যেন বলত কবি তার পরম আত্মীয়। শান্তিপদ বললেন এই আগে বললে যে কাছে একটা কাপড় কেনার টাকা সেইজন্য আফজলদা কুড়িটা টাকা দিলেন আর তুমি পুরো খয়রাত করে দিলে!

তাই শুনে কবি বললেন, ওরে তুই জানিস না ওর খুব কষ্ট আর আমি তো পেটে কিল মেরে ফুটপাতে শুয়ে থাকতে পারি, কিন্তু ও স্ত্রী-পুত্র নিয়ে কতটা কষ্টে রয়েছে বল! তার পরেই গম্ভীর হয়ে বললেন, যাক ও কথা আর তুলিস না। জোর করে আলোচনাটা বন্ধ করে দিলেন

আরেকদিনের ঘটনা, শান্তিপদর বাড়ি ছিল কবির বাড়ির ঠিক মুখোমুখি। একদিন সকালে শনিবার বাড়ি ফিরে শান্তি সাইকেলটা রাখছে কবি এবং কবির স্ত্রী প্রমীলাদেবী বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। কবি চিৎকার করে বললেন, থিয়েটারে যাবি রে?

কবিগৃহিনী মন্তব্য করলেন, ও কথা আবার ওকে জিজ্ঞাসা করছ! না বললেও যাবেন। থিয়েটার দেখা শান্তিপদর বড় প্রিয় নেশা প্রমীলা ভালো করেই তা জানতেন। শান্তি জিজ্ঞাসা করল কবিকে, তুমি কখন যাবে? কবি বললেন ঘণ্টাখানেক পরে।

শান্তিপদ পোশাক পরিবর্তন করে নজরুলের সঙ্গে বের হলেন মনমোহন থিয়েটারের উদ্দেশে। এন্টালি বাজার বারান্দার তলায় একটি যুবতী মেয়ে দুটি সুন্দর সুন্দর ছেলেকে কাপড়ে শুইয়ে ভিক্ষার আশায় বসে আছে। শাঁখারীটোলা পাড়ার মেয়ে। মেয়েটিকে শান্তিপদ চেনে। মেয়েটি আগে অতি সুশ্রী ছিল, কিন্তু দারিদ্রের কবলে পড়ে সেই রূপ বিশ্রী হয়ে গেছে। মেয়েটির একজন বড় পুলিশ অফিসারের ছেলের সঙ্গে ভাব হয়েছিল। তারপর তাকে ভাগিয়ে নিয়ে

যায় অন্যত্র। দুটি সন্তান বকশিশ দিয়ে সেই পুলিশ সরে পড়েছে আর বিয়েথা করে ঘরকন্না করছে। আর মেয়েটা ছেলে দুটোকে এবং নিজেকে বাঁচাবার জন্য রাস্তায় কাপড় পেতে ভিক্ষা করছে। সমাজে এমন আকছার হয়ে থাকে। মেয়েটিও শান্তিপদকে চেনে। ওদের দেখতে পেয়ে মেয়েটি ছেঁড়া কাপড়ের আঁচলটা মাথায় তুলে দিল। শান্তি একটা আনি পকেট থেকে বার করে রাস্তার ওপর ফেলে দিল। কবি দেখলেন তারপর দুইজনে চলে গেলেন রাস্তার ওপারে ট্রামের জন্য। ট্রাম দেখা যাচ্ছে না এই দানশীলতার কৈফিয়তস্বরূপ শান্তি যতটা জানত কবিকে সংক্ষেপে বলল। কবি শুনে বললেন তোর কাছে কত টাকা আছে? শান্তি উত্তর দিল তা ৪/৫ টাকা হবে। নজরুল বললেন ওকে চারটে টাকা দিয়ে আয় আমি গোপালদার দোকান থেকে নিয়ে তোকে

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

দিয়ে দেবখন। এই শুনে শান্তিপদ বলল, এখন দিতে গেলে হেঁটে গিয়ে আবার ফিরতে হবে তাছাড়া ওতে ওর ক'দিনের দুঃখ ঘুচবে?

কিন্তু কবি বললেন, ওই ট্রাম দেখা দিয়েছে তুই তাড়াতাড়ি দিয়ে আয়। শান্তিপদ আর দ্বিমত না করে দৌড়ে গিয়ে চারটি টাকা দিয়ে এল। বলল, এই নাও কাজিসাহেব তোমাকে দিয়েছে। মেয়েটা টাকাগুলো হাতে নিয়ে তার স্বাভাবিক বড় বড় চোখ দুটো আরও বড় করে শান্তির দিকে একটু চেয়ে থেকে হাউমাউ করে কেঁদে উঠে মুখ গুমরে ভেঙে পড়ল। শান্তিপদ দেখল কবি সেখান থেকে লক্ষ করছে। রাস্তায় লোক জমতে শুরু করেছে। আর এদিকে ট্রামও এসে পড়েছে। তাই দেখে শান্তি দৌড়ে চলে গেল। এন্টালি মার্কেট থেকে কলেজ স্ট্রিট হ্যারিসন রোডের মোড় পর্যন্ত নজরুল এতই চিন্তায় মগ্ন থাকলেন যে একটি কথাও বললেন না। ট্রাম থেকে নেমে ডবল মার্চ করে হেদোর কাছে ডি এম লাইব্রেরিতে যখন পৌঁছল দুইজনে ঘামে ভিজে জবজবে হয়ে গেছে। কবি দোকানে ঢুকে গেলেন। অপরিসর জায়গা শান্তি বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। মিনিট পাঁচ সাত পরে বেরিয়ে এসে নজরুল একটা ৫ টাকার নোট দিলেন শান্তিকে। সেইসময় মনমোহন থিয়েটারে শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর 'রক্ত কমল' নাটকের প্রস্তুতির কাজ চলছিল। গান রচনা, সুর সংযোজনা এবং সংগীত শিক্ষাদানের ভার পড়েছিল নজরুলের উপর। থিয়েটারে গিয়ে শান্তিপদ অভিনয় দেখতে ভেতরে চলে গেল আর নজরুল পিছনে দানিবাবুর পুরনো ঘরের দিকে চলে গেলেন। সেটা ছিল প্রসিদ্ধ নট শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় থাকার ঘর। দুইজনে ফিরল অনেক রাতে। খাওয়ার দরকার ছিল না। থিয়েটারের অন্যতম মালিক শ্রীযুক্ত প্রবোধ গুহা মাংস আর ঘিভাত খাইয়েছিলেন। গাড়িতেও নজরুল বিশেষ কথা বললেন না। তিনি কিসের চিন্তায় যেন বিভোর ছিলেন। গাড়ি থেকে নেমে কবি উপরে উঠে গেলেন শান্তিও নিজের ঘরে চলে গেল।

পরের দিন সকালে কবির বাড়িতে যথারীতি চায়ের আড্ডায় হাজির হল শান্তি। দুজনেই সেদিন বেলা করে ঘুম থেকে উঠেছিল। নজরুল রাত্রে থিয়েটার থেকে ফিরে 'রক্ত কমল'-এর জন্য একটি গান রচনা করেছেন জয়জয়ন্তী সুরে, যেমন ভাষা তেমনই কাঁদানে। গানের শুরুটা এমন-

দারুণ পিপাসায় মায়া মরীচিকায় চাহিতে এলি জল বনের হরিণী

দগ্ধ মধল কে তোকে দেবে জল ঝরিবে আঁখি জল তরী নিশিদিন

কবিও পরপর গানটা গেয়ে শোনালেন খুব দরদী গলায়। গান শেষ হওয়ার পর শান্তিপদ বলল, গানের ভাষা থেকে মনে হচ্ছে কালকের সেই মলিনা মেয়েটা তোমাকে কতটা প্রেরণা দিয়েছে। কবি কিছু বললেন না। কিন্তু শান্তিপদ বুঝেছিল পথের একটি ভিখারিনি কবির মনকে কতটা আলোড়িত করেছে।

আরেকদিনের ঘটনা কবি তখন একটা ক্রাইসলার গাড়ি কিনেছেন। সেই গাড়ি করে একদিন শান্তিপদর অফিসে এসে হাজির হলেন। কোলে শান্তির বড় মেয়ে। বাড়ি থেকে তুলে এনেছেন। ফটকের কাছে ভিড় এবং গোলমাল ছিল বলে দারোয়ান ফটক খুলে দেয়নি। বাইরে গাড়ি রেখে কবি ভেতরে আসেন দারোয়ানরা তাকে চিনত বলে ভেতরে ঢুকতে দিল। ওই গোলমালের জন্য শান্তিপদও অফিস থেকে বের হয়ে ফটকের দিকেই যাচ্ছিল দেখা হতে কবিকে বলল তুমি অফিসে গিয়ে বোসো আমি এখনই আসছি।

গণ্ডগোলটা হয়েছিল শান্তিপদর অফিসের এক কর্মচারীকে নিয়ে। এক কাবুলিওয়ালা মহাজনের কাছে এক কেরানিবাবু বছরখানেক আগে স্ত্রীর এবং মায়ের অসুখের জন্য ৪০ টাকা ধার নেয়। প্রত্যেক মাসে তার দরুন পাঁচ টাকা করে সুদ দিয়ে আসছিলেন। এক মাসের সুদ বাকি পড়ায় কাবুলিওয়ালাটা লোক দিয়ে ওই লোকটিকে বাইরে ডেকে আনে এবং জামা চেপে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে সব টাকা শোধ দিতে বলে। ফটকের কাছে গাড়ি আটকে যাওয়ায় কবি সেই দৃশ্য দেখেছিলেন ও সেইসব ভাষা শুনেছিলেন। শান্তি ফটকের কাছে যেতেই এবং দারোয়ানের সামরিক কায়দায় আমাকে স্যালুট করতে দেখে সেই কেরানিবাবুর জামা ছেড়ে দিল লোকটি। এতক্ষণ

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

IKSHANA
Elder Care Pvt. Ltd
Enriching
Lives,
Embracing Aging
COMPASSIONATE ELDER CARE
FOR YOUR LOVED ONES
24/7 Emergency Helpline
Scheduled Visit by Doctor
Ikshana Personal Care Visits
Hospitalisation Support
Support With Essential Services
Complimentary Health Check Up
Doctor Tele Consultation
9147372091 / 92
IKSHANA
Elder Care Pvt. Ltd
www.ikshanaeldercare.com

গালিগালাজগুলো মাথা নিচু করে সহ্য করছিল। শান্তিপদ মেজাজি গলায় তার অফিসের লোকটিকে বলল, যাও ভেতরে যাও আর দারোয়ানকে হিন্দিতে বলল, ওই লোকটাকে বলে দাও কাল অফিসে এসে আমার কাছ থেকে সব পাওনা নিয়ে যেতে। বলেই তারপর ঘাড় ফেরাতেই শান্তিপদ দেখল কবি ওর পিছনে মেয়ে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনছেন। দুজনে অফিসে এসে বসল। শান্তিপদ বুঝতে পারল ওই ঘটনাটা নজরুলের মনে বেশ একটা রেখাপাত করেছে। নজরুল জানতে চাইলেন সব ব্যাপারটা। শান্তিপদ বলল, ছাপোষা লোক মা, স্ত্রী ছেলে-মেয়ে নিয়ে আটজন লোক। খেতে পায় না ভালভাবে তার উপরে বাড়িতে অসুখের সময় অফিস থেকে অনেক টাকা ধার করেছিল। প্রত্যেক মাসে কিছু কিছু করে কেটে নিচ্ছে অফিস। তাছাড়া ওই কাবুলিওয়ালার সুদ এইসব দিয়েথুয়ে ওর মাইনেটা হয়ে যায় অর্ধেকেরও কম। এদিকে প্রত্যেক মাসে দেনা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। লোকটি এমনিতে অত্যন্ত নিরীহ আর সৎ। কিন্তু কপাল মন্দ।

নজরুল সব শুনে গম্ভীর গলায় বললেন তুই যে বলে এলি ওই কাবুলিওয়ালাকে কাল আসতে। কী করবি?

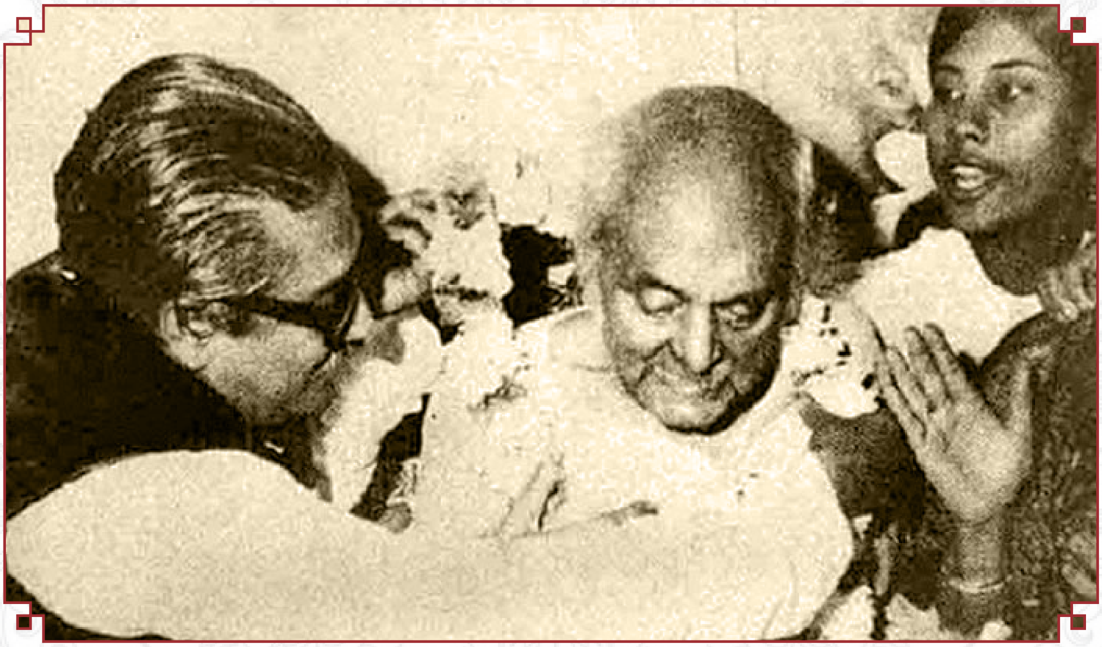

আসলে নজরুল শান্তিপদর আর্থিক অবস্থা জানতেন। একসঙ্গে ৪৫ টাকা বার করে দেওয়ার সঙ্গতি শান্তির ছিল না। শান্তি বলল অফিস থেকে ও আর এখন ধার পাবে না। তাই ভেবে রেখেছি অফিসের ক্যাশ থেকে কাল ৪৫টা টাকা দিয়ে দেব পরে চাঁদা তুলে কিংবা ধার করে টাকাটা পূরণ করব।

কবি তেমনই গম্ভীরভাবে আস্তে আস্তে বললেন অফিসের ক্যাশ ভাঙতে হবে না। আজ রাত্রে আমার ওখান থেকে টাকাটা এনে কাল ওই কাবুলির দেনাটা মিটিয়ে দিস। বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন তার গাড়ি ততক্ষণে ফটক খোলা পেয়ে ভিতরে এসে দাঁড়িয়েছিল। কীজন্য তিনি এসেছিলেন তার কোনও কথাই হল না। তার মেজাজ দেখে শান্তিও কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারল না। তিনি শান্তির মেয়েকে নিয়ে গাড়িতে চেপে চলে গেলেন। দুপুরে বাড়িতে গিয়ে শান্তি শুনল কবি বাড়ি ফিরবার পথে তাদের বাড়ি ঢোকেননি। মেয়েটাকে পৌঁছে দিয়েই চলে গেছেন।

শান্তির দিদি অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি আসেননি। কাল আসব বলে চলে গেছেন অথচ এর আগে কখনও দিদির অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেননি। এমনই তখন তার মনের অবস্থা দিদি জিজ্ঞাসা করলেন

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

তার সঙ্গে শান্তির কোনও ঝগড়া হয়েছে কিনা? কারণ ওই সদা হাস্যময় লোকটির মুখে এমন কিছু দেখেছিলেন যাতে ও কথা চিন্তা করা আশ্চর্য নয়। সেদিন রাতে কবির বাড়ি গিয়ে টাকাটা এনে পরের দিন কাবুলিওয়ালার দেনা সব শোধ করে দিলেন শান্তিপদ। অফিস থেকে আসবার সময় সেই কেরানিবাবু লোকটি শান্তিকে একটা কাগজ দিলেন। শান্তি খুলে দেখল কবির নামে একটা হ্যান্ড নোট বা ঋণপত্র। শান্তি সেটা পকেটে রেখে দিল। সেদিন রাত্রে নজরুলের বাড়িতে গেল শান্তি। দাবা খেলল, খেল। সাহিত্যচর্চা করল। বাড়ি ফেরার সময় কাগজটা বার করে দিয়ে বলল, এটা রেখে দাও। কবি

কাগজটা খুলে পড়ে টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, কাল আসছিস তো?

শান্তি শুধু দেখি বলে ফিরে এল। ও প্রথম থেকেই জানত টাকাটা নজরুল দান করেছেন। পরের দুঃখে কষ্টে বিচলিত হয়ে তিনি ঋণ করেও দান করতেন। পয়সাকড়ি তার কাছে কখনওই থাকত না।

'ধূমকেতু' পত্রিকা যখন প্রকাশ পেত তখন পত্রিকায় একজন কাজ করত। তার সঙ্গে শর্ত ছিল সে বিজ্ঞাপন জোগাড় করে দেবে বেতন ১৫ টাকা আর বিজ্ঞাপনের মোট আদায় টাকার উপর শতকরা ২৫ টাকা কমিশন। লোকটি শান্তিপদর অনেকদিনের জানাশোনা। তার কাপড়চোপড়ের মলিন দশা দেখে শান্তিপদ একদিন তাকে আর্য পাবলিশিং হাউসে নিয়ে গিয়ে কিছু কাপড় কিনে দিল। পরে সে দেনা শোধ হয় অগ্নিবীণার হিসাব থেকে। সেই লোক একবার তিনি কিছু টাকা বিজ্ঞাপনদাতার থেকে আদায় করে আত্মসাৎ করে বা খরচ করে ফেলল। টাকার অঙ্কটা খুব বেশি নয়, কিন্তু শান্তিপদ বিল আদায় করতে গেলে সেই বিজ্ঞাপনদাতা বললেন সপ্তাখানেক আগে সেই লোকটি টাকা আদায় করে নিয়ে গেছে। শান্তিপদ ভীষণ রেগে ফিরে এসে কবিকে বলল, আমি ওকে তাড়িয়ে দেব আর ওর বাকি মাইনে থেকে টাকাটা উসুল করে নেব।

এই কথা শুনে নজরুল প্রায় লাফ দিয়ে উঠে বললেন, খবরদার না। ওর সম্বন্ধে ওকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করবি না পনেরো টাকা মাইনে ওর চলবে কী করে?

শান্তিপদ বলল, তা বলে চুরি করবে!

নজরুল বললেন, ওটা চুরি নয়। টাকাটা খরচ করে ফেলেছে। তুই আমার নামে খরচ লিখে দিস। কিন্তু ও

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

HAPPY

DURGA PUJA

MAY THE COLORFUL FESTIVAL BRING JOY AND HAPPINESS IN EVERYONE'S LIFE.

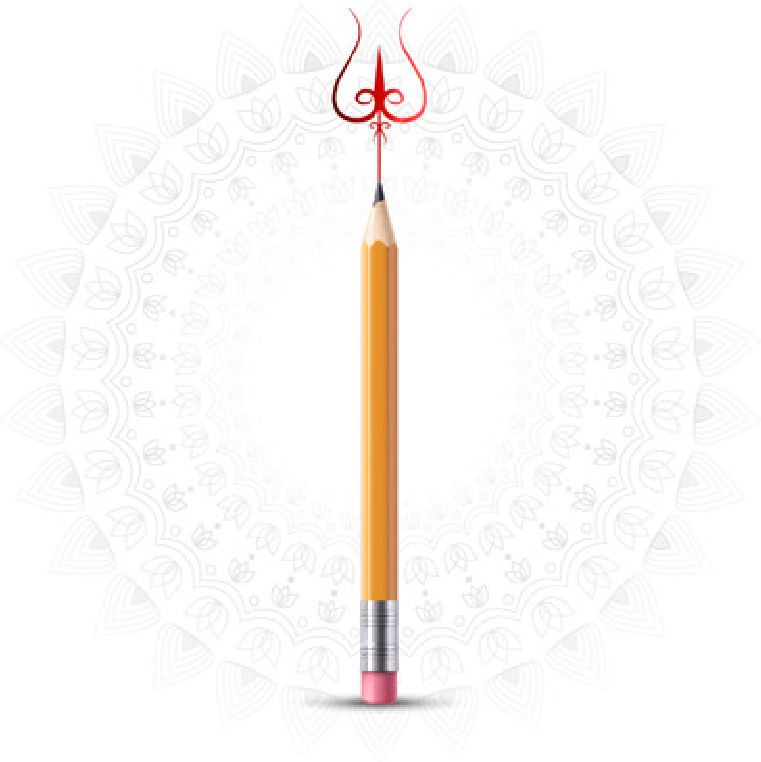

ADMISSIONS
PROGRAMS

UG AND PG PROGRAMS

BBA | BCA | B.SC-IT | B.SC-MEDIASC.
MBA | MCA | PGDM | PGDITM

Ranked 8th among the top BBA institutes in Eastern India

Ranked 8th among the top BBA institutes in West Bengal

Ranked 58th among the top BBA institutes in India

ACMS®
Annex College
(Centre for technical & Management Studies)
Where success comes first

APPLY ONLINE www.annexcollege.ac.in | 9988640569

যেন কিছু জানতে না পারে বড় লজ্জা পাবে।

সেই লোকটি কিছুদিন পরে কাজই ছেড়ে দিল। পরে শান্তিপদ জানতে পারল আর্য পাবলিশিং-এর শরৎবাবু শুধু লোকটিকে কাপড়ই দেননি আরও দুই টাকা নগদ ধারও দিয়েছিলেন। কিন্তু নিজের পত্রিকার টাকা চুরি করার খবর জানার পরেও নজরুল ছিলেন সেই লোকটির প্রতিই সমব্যথী।

আরেকটি গল্প শেষে বলি। একদিন দুপুরে পানবাগানের বাড়িতে বসে শান্তিপদ এবং নজরুল দাবা খেলছেন। দরজাটা খোলা ছিল। এইফাঁকে একটা ভিখারি উপরে উঠে এসেছে চুরি করার অভিপ্রায়ে। কবিপরিবার তখন অন্য ঘরে ঘুমোচ্ছে। শান্তিপদ লাফ দিয়ে উঠে লোকটার গলা টিপে ধরতে যাবে তখনই কবি চাপা গলায় বললেন চুপ কর চুপ কর বলে আমাকে ঘরের ভেতর ঠেলে দিলেন আর লোকটাকে দাঁড়াতে বললেন।

শান্তি রেগে গিয়ে বলল, ওটা চোর।

কবি বললেন আস্তে কথা বল। আর ও মোটেই চোর না। ওর চেহারা দেখে বুঝতে পারছিস না খেতে না পাওয়া চেহারা। বেচারা খিদের জ্বালায় ওপরে উঠে এসেছে। ওকে কিছু খেতে দেওয়া দরকার বলে ঘরের ভেতর খাবার খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিলেন। সমস্ত ঘর তোলপাড় করে খোঁজাখুঁজি করেও যখন কিছু পাওয়া গেল না তখন বুলবুল আর সানির জন্য আনা বিস্কুটের টিন থেকে উজাড় করে বিস্কুট দিয়ে লোকটাকে নজরুল বললেন, আজ বিস্কুটই খাও। পরে একদিন এসো।

লোকটা ফ্যালফ্যাল করে নজরুলের দিকে তাকাল। তারপর চলে গেল। পরে বিকেলে কবিপত্নী ছেলেদের দেওয়ার জন্য যখন টিন খুললেন দেখলেন টিন ফাঁকা। তিনি নজরুল আর শান্তিপদর ওপর দোষারোপ করে বললেন যে দাবা খেলতে খেলতে পুরো টিনটা খালি করে রেখেছ তোমরা! শান্তি সেইকথা শুনে কবির মুখের দিকে তাকাতে শান্তিকে কিছু না বলতে ইশারা করলেন তিনি। তারপর নিজেই স্ত্রীকে বললেন, কী করব? কখন খেয়েছি খিদে পায় না! শান্তিপদ চুপ রইল।

প্রমীলা হেসে বললেন, তা বলে পুরো টিন একদম খালি! বলে তিনি হাসতে হাসতে ও ঘরে চলে গেলেন!

এমনই ছিলেন কাজি নজরুল। তিনি শুধু কাগজ-কলমেই দরিদ্রের প্রতি, ক্ষুধার্তের প্রতি, অসহায় মানুষের প্রতি দরদ দেখাননি, বাস্তবেও তা করে দেখিয়েছেন। অনেকসময় সাধ্যের বাইরে গিয়েও। এমন হৃদয়বান মানুষ সত্যিই পৃথিবীতে বিরল।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

গল্প ৪

আগমনি ১৪৩১

অরুণা সরকার

‘কেমনে সরাবো কুহেলিকার এই বাধা রে।’

১

“একদম তোমার মুখের আদল।” -- নবজাতকের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে বলে উঠেছিলেন সুভদ্র, তরুণ অধ্যাপক সিদ্ধার্থ সেন।

ভোরের প্রথম আলোয়, সিদ্ধার্থের কথায় সুজাতার মুখখানা হয়ে উঠেছিল নীরব

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

রঙিন।

"নামের ব্যাপারে কিছু ভাবলে?" -- সিদ্ধার্থের এই প্রশ্নের উত্তরে ওঁর চোখে-মুখে সলজ্জ নীরবতা। কিছুক্ষণ পরেই বলে উঠলেন,

"রৌনক।"

"অর্থ?" -- জানতে চান সিদ্ধার্থ।

"রৌনক' অর্থ 'উজ্জ্বল।"

সুজাতা বরাবরই পড়াশুনায় মেধাবী এবং সাহিত্যের অনুরাগী। যদিও পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেছেন কিন্তু বাংলা বা ইংরেজি সাহিত্যে ওর বিশেষ আগ্রহ।

সকালের উজ্জ্বল আলোয় মাখামাখি হয়ে আছে বারান্দা। মুখোমুখি দুটো চেয়ারে সিদ্ধার্থ এবং সুজাতা। এই যেন সেদিনের কথা। স্মৃতির ভেলায় টুকরো টুকরো অনুষঙ্গগুলো একত্রিত হয়ে আছে। সিদ্ধার্থর কানের পাশের চুলে, চোখের কিনারায়, বয়সে এখন সন্ধে নেমেছে। সুজাতাও, বয়স ও অভিজ্ঞতায় পিছিয়ে নেই। সেদিনের সেই রৌনক, আজ ওয়াশিংটন তো কাল বস্টন, পরশু ভ্যাঙ্কুভার তো তরশু অটোয়া। বর্তমানে রৌনক আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে একটি প্রথম সারির বহুজাতিক সংস্থায় টপ্ লেভেলের এগজিকিউটিভ। দিল্লি আইআইটি-র, এমটেক -এর ছাত্র।

"হ্যালো রৌনক, আমি গুঞ্জা।"

"বল্, কেমন আছিস?"

রৌনক হঠাৎ বলেই ফেলল,

"পাঁচ মিনিট পরেই আমার 'কনফারেন্স কল' আছে।"

"এখন ছাড়ছি তাহলে।"

গুঞ্জা রৌনককে দ্বিতীয়বার ফোন করেনি। পরের রবিবারে বিকেলের দিকে ওর খুড়তুতো বোন শীর্ষাকে নিয়ে একেবারে হাজির রৌনকের ফ্লাটে।

গুঞ্জা এবং রৌনক একসঙ্গেই দিল্লি আইআইটি-তে পড়াশুনা করেছে। দুজনের বাড়ি কলকাতা হওয়ার সুবাদে বন্ধুত্ব বেশ গাঢ় হয়। গুঞ্জার দাদার বন্ধু বুবুলদা, যে কিনা গলা ছেড়ে গান গাইত, ঝরঝরে-তরতরে-একনিঃশ্বাসে পড়ে ফেলা যায় এমন কবিতা লিখত, তাকে দেখলেই গুঞ্জার দেহে-মনে হিল্লোল বয়ে যেত। এমটেক-এর ফাইনাল সেমেস্টারের আগে বাড়ি এসে শুনেছিল পরের মাসে বুবুলদার বিয়ে। তারপর থেকে গুঞ্জা বিয়ের কথা আর ভাবেনি। এখন মুম্বইতে রৌনকের সঙ্গেই চাকরি করছে।

"হাই, আমি শীর্ষা।"

"আমি রৌনক।"

" শীর্ষা-আমার বোন।" -- গুঞ্জা শীর্ষাকে পরিচয় করায় -- "ছোটকাকার একমাত্র মেয়ে। মুম্বই ইউনিভার্সিটি থেকে বিটেক করে এখন দিল্লিতে জয়েন করেছে। কয়েকদিনের জন্য আমার কাছে বেড়াতে এসেছে।"

রৌনক, গুঞ্জা এবং শীর্ষা এজেন্ডাহীন অনুদ্দেশ আড্ডায় মেতেছিল সেদিন। ভারত থেকে চিন-আমেরিকা-জাপান, স্টেডিয়াম থেকে মহাকাশ, বেঠোফেনের কোরাল সিম্ফনি থেকে মোৎসার্টের সোনাটা, পপ্ থেকে রক, রবীন্দ্রসংগীত থেকে ব্যান্ড 'ফসিল' -- সবকিছুই আড্ডার অন্তর্ভুক্ত ছিল। আড্ডার ফাঁকে ফাঁকেই শীর্ষার নজর-কাড়া ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা রৌনকের চোখ এড়ায়নি। ওর হৃদকমলে বুঝি ধুম লেগেছিল। তবুও রৌনক, শীর্ষা ও গুঞ্জাকে 'হট ডগ' এবং 'চিকেন ফ্রাই' দিয়ে অতিথি-আপ্যায়ন করতে ভোলেনি।

পরের দিন সোমবার। অফিসে পরপর তিনটে গুরুত্বপূর্ণ মিটিং। কুইক ডিসিশন, কুইক পারফরম্যান্স, কুইক অ্যাপ্লিকেশান -- রৌনকের মতো টপ্ এগজিকিউটিভের এটাই কাজের মূলমন্ত্র।

বড় বড় হোর্ডিং, স্বল্পবাস পরিহিত প্রায়-নগ্ন নারীর ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপন, লাল-হলুদ-সবুজ ট্রাফিক সিগন্যাল একের পর এক পেরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে রৌনকের গাড়ি।

"হ্যালো, আমি শীর্ষা বলছি।"-- রৌনক উত্তর দেয়নি।

অফিসের করিডোর ধরে এগিয়ে সহজ-সবুজ রঙের সিলিন্ডারের 'ফায়ার এক্সটিনগুইজার'-এর সামনে যখন , আবার ফোন শীর্ষার। এবারেও রৌনক ফোনে কথা বলেনি।

বাড়ি ফিরেই রৌনক প্রথমেই

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Sanskara
The weaver's choice
PUJO
Collections
Elevate your style with our latest
saree collection!
8420767691

শীর্ষাকে ফোন করে।
"কবে আসছ শীর্ষা?"
"কেন?" -- হালকা গম্ভীরভাবে শীর্ষা জিজ্ঞাসা করে।
"আগে এসো। পরে বলছি।"
কি ভাবল রৌনক! সঙ্গেসঙ্গে আবার ফোন করে।
"চলে এস হাইল্যান্ড ওখানেই আজ ডিনার করব।"

পরবর্তী অধ্যায় বইছে মধুমাখা দখিনা বাতাস। প্রেমের জোয়ারে ভাসছে রৌনক-শীর্ষা। রৌনকের পরিবারে লেগেছে খুশির ঢেউ। সুজাতা এবং সিদ্ধার্থ হয়ে উঠেছেন ব্যস্ত-সমস্ত। সাড়ম্বরে উভয়ের দুই হাত এক করে দিলেন তাঁরা।

বিয়েতে শীর্ষার মা অর্থাৎ প্রিয়াদেবীর যে খুব মত ছিল তা নয়। প্রিয়াদেবীর বান্ধবী মিসেস চৌধুরীর ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে উনি মনে মনে পাকা করে রেখেছিলেন। ছেলেটি প্রথমে 'স্টার্ট আপ' বিজনেস্ দিয়ে শুরু করে। এখন সে মোটা টাকার মালিক। তাছাড়াও মিসেস চৌধুরীর স্বামী অভিজিৎ চৌধুরী বেশ বনেদি পরিবারের বলা যায়। এখনও পুরনো আমলের বিরাট বড় বাড়ির সামনে ভিনটেজ কারের হেরিটেজ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে 'রোলস্ রয়েস্'।

২

একমাস পূর্ণ হতে চলেছে রৌনক-শীর্ষার বিয়ে। এরপরেই রৌনকের ট্রান্সফার হয় আমেরিকায়। শীর্ষা বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে এমবিএ ডিগ্রি অর্জনের জন্য উঠে পড়ে লাগে। ভারত থেকে জিম্যাট পরীক্ষা দিয়ে, সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে বিদেশে পাড়ি দেয়।

ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি থেকে এমবিএ ডিগ্রি লাভ করে 'ক্যাম্পাস ইন্টারভিউ' দিয়ে শীর্ষা একটি নামী বহুজাতিক সংস্থায় উঁচু পদে চাকরি পায়। দুজনেরই চাকরীস্থল এখন নিউইয়র্ক। নিউইয়র্কে হাডসন্ নদীর কাছাকাছি একটি অ্যাপার্টমেন্ট-এ রৌনক-শীর্ষা ঊনত্রিশ তলায় থাকে। ওদের বাড়ি থেকে 'স্ট্যাচু অফ লিবার্টি' দেখা যায়।

"একি সেই 'দামাসক্স' ফ্যাশন ফেব্রিকস্? -- শীর্ষার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল রৌনক, বিয়ের পর ইউরোপে মধুচন্দ্রিমায় যাওয়ার পথে।
"হ্যাঁ" -- শীর্ষার স্বরে খুশির উত্তেজনা। ওকে আরও খুশি দেখবার উৎসাহে রৌনক বলে, "তোমার জন্য পিওর রবীন্দ্রসংগীত এনেছি; রি-মিক্স নয়।"
শীর্ষা রবীন্দ্রসংগীতের ভক্ত।
ঝিকিমিকি আনন্দে মন ভরে উঠেছিল সেদিন শীর্ষার।

> গোটা মধুচন্দ্রিমায় তার রেশমের মতো নরম, মিহি সুতোয় বোনা স্বপ্নগুলো যেন এক এক করে সত্যি হতে শুরু করেছিল।

গোটা মধুচন্দ্রিমায় তার রেশমের মতো নরম, মিহি সুতোয় বোনা স্বপ্নগুলো যেন এক এক করে সত্যি হতে শুরু করেছিল।

দিল্লিতে কনফারেন্স সেরে শীর্ষাকে নিয়ে ইন্দিরা গান্ধী ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে বিমানে সোজা হিথরো এয়ারপোর্ট। হিথরো এয়ারপোর্ট পুরোটাই কার্পেটে মোড়া। রেডিং স্টেশন থেকে লন্ডনের প্যাডিংটন স্টেশন। সেখান থেকে বেকার স্ট্রিট ধরে বিশ্ববিখ্যাত মাদাম তুসো মোমের মিউজিয়াম। এই মিউজিয়ামে বিভিন্ন ভারতীয় ব্যক্তিত্বের মোমের তৈরি স্ট্যাচু আছে। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন কবি, সাহিত্যিক, চার্লি চ্যাপলিন -- এদের মোমের তৈরি অপূর্ব স্ট্যাচু দেখার পর দুজনের চোখেই অপার মুগ্ধতা। স্ট্যানফোর্ড-অন-অ্যাভন -এ অ্যাভন নদীতে দুজনে ক্রুজ করার সময় নদীতে কয়েকটি রাজহাঁসের ডানা মেলে সাঁতার কাটার দৃশ্য দেখে রৌনক-শীর্ষার মনও

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

সৌন্দর্যের রূপসাগরে ডুব দেয়; এক অনাবিল আনন্দের সাগরে ভাসে। প্রত্যেকের মধ্যে আছে এক নিজস্ব নিবিড় জীবন-ছন্দ। প্রতিক্ষণে কত বিচিত্র ভঙ্গিতেই না বিকশিত হয়ে ওঠে! স্কেগনেস নামে এক নির্জন সমুদ্র সৈকতে দুজনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক হিরন্ময় নীরবতায় সময় কাটায়। বামিংহামের ‘ক্যাডবেরি ওয়ার্ল্ড’-এ শীর্ষা রৌনকের কাছ থেকে এক প্যাকেট ‘ক্যাডবেরি’ উপহারের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিল এক অসামান্য ব্যঞ্জনা।

ভালোবাসার শহর প্যারিসে আইফেল টাওয়ারে উত্তেজনাপূর্ণ লিফট রাইড, বিশ্বের বৃহত্তম জাদুঘর ‘ল্যুভর ‘ মিউজিয়াম, সেইন নদীতে ক্রুজ। ল্যুভর মিউজিয়ামের বিশালত্ব ও অভিনবত্ব দেখে রৌনক-শীর্ষা একবার নয়, বারবার এখানে ফিরে আসতে চায়।এইভাবেই নানা রূপ, রস, রঙে নতুন জুটির হৃদয় কানায় কানায় পূর্ণ হয় এবং ভেতরে ভেতরে বেজে চলে আনন্দ-ভৈরবী।

৩

“ব্রেকফাস্ট বানাচ্ছি। উঠে পড়ো।” রৌনক ঘুমন্ত শীর্ষাকে আলতোভাবে চুমু খায়। বাইরে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নেমেছে। নিউইয়র্কের রাস্তা ভিজে সপসপে।

“আজ তুমি অফিস যাচ্ছ না তাহলে, বলো?”

শীর্ষা আড়ামোড়া ভাঙতে ভাঙতে বলে।

এই সময় রৌনকের ভারী ভালো লাগে শীর্ষাকে। হালকা গোলাপি রঙের অন্তর্বাসহীন রাতের পাতলা পোশাকের অন্তরালে যেন এক ফুটন্ত গোলাপ। শরীরের এই ঐশ্বর্য এবং সৌন্দর্য রৌনকের চোখে মাদকতা ধরায়। চুল আলুথালু , চোখ ফোলা ফোলা। ভারী আদুরে দেখায় শীর্ষাকে। রৌনক শীর্ষাকে আরেকবার চুমু খায়। সারা শরীরে এক সুখানুভূতির আবেশ ছড়িয়ে পড়ে শীর্ষার।

“কিছুটা ‘ওয়ার্ক ফ্রম হোম’ বাকিটা...”

খাবার টেবিলে পাউরুটির পাতলা স্লাইসের উপর চিজের পুরু আস্তরণ দিতে দিতে রৌনক কথা শেষ করার আগেই শীর্ষা জিজ্ঞাসা করে,

“কিছুটা মানে?”

“চেক-ইন মিটিং ; তারপর ফুলটিমের সঙ্গে আপডেটস্ ঘরেই সেরে ফেলব।”

“তারপর?”

“তারপর ভাবছি অফিসে গিয়েই resolutions নেব।”

“রৌনক, একটা দিন কি তুমি পুরোটাই ‘ওয়ার্ক ফ্রম হোম’ করতে পারো না?”

রৌনক কথা বাড়ায় না। অভিমানে ভারী হয় শীর্ষার মুখ। এখনও যেন রৌনকের স্পর্শ ওর অনুভবে ছড়িয়ে আছে। ওয়াশরুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে আসে সে।

ডাইনিং টেবিলে শীর্ষা, রৌনকের রাখা জলখাবারের ডিশ কিচেনে রেখে আসে। নিজের ঘরের টেবিলে অফিসের কাজ নিয়ে বসে। রৌনক অন্য ঘরের পড়ার টেবিলে। চোখ ল্যাপটপে।

শীর্ষা, রৌনকের কাজের দায়িত্ববোধের গল্প ওর আমেরিকান বান্ধবী হানা রিচার্ডস-এর কাছে বলায় হানা বলেছিল -- “বাট্, শীর্ষা, য়্যু আর অলসো ইন আ ভেরি বিগ কম্প্যানি, ইন আ ভেরি বিগ পোস্ট। য়্যু আর অলসো ওয়ান অফ দ্য টপ্ টেন স্যালারিড পারসন্স। ইফ য়্যু ক্যান ম্যানেজ দ্য অফিস,হোয়াই ক্যান্ট্ হি?”

শীর্ষা কোনও উত্তর দেয়নি।

শীর্ষা সিদ্ধান্ত নেয় সে-ও অফিসে বেরিয়ে যাবে একটু বাদে। ডিসেম্বরের রাত। নিউইয়র্কের রাস্তাঘাট ঢাকা পড়েছে শীতের ঘন কুয়াশার চাদরে। মাঝে মাঝেই ঝিরঝিরে বৃষ্টি। হেডলাইট ডিপারে দিয়ে গাড়ি চালাতে শুরু করে রৌনক। পাশে শীর্ষা, কানে হেডফোন গুঁজে অডিও স্টোরি শুনছে। গাড়ি এসে দাঁড়ল রেস্তরাঁর সামনে। রেস্তরাঁয় সব টেবিল প্রায় ভর্তি এবং কল্লোলিত। শীর্ষা-রৌনকের টেবিল আগে থেকেই অন্যান্য বন্ধুরা বুক করে রেখেছিল। শীর্ষার বন্ধুদের মধ্যে রয়েছে এলিজাবেথ এবং হানা রিচার্ডস। রৌনকের দুই বন্ধু,জন ও অ্যালেক্স।

রৌনক-শীর্ষা পৌঁছনোর সঙ্গেসঙ্গে ওরা সবাই হইহই করে উঠল।

স্ট্রাউস্ ওয়ালজ্ বাজছে হলের চতুর্দিকে। বাজনার রিদমের মধ্যে অদ্ভুত একটা মাদকতা, অদ্ভুত একটা ঝিমধরা ভাব আছে। বিভিন্ন

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

SAMSUNG

Galaxy Z Fold 6
Galaxy AI ✦ is here

Ultra Light, Thin Design

24 Month No Cost EMI

12GB | 256GB	12GB | 512GB	12GB | 1TB
6542/per month	**7042**/per month	**8042**/per month

FAST INFORMATION NETWORK

HILAND PARK MUKUNDAPUR BANSDRONI
GARIA STATION BEHALA BAGHAJATIN

8017295087

রঙের হালকা আলোয় এক স্বপ্নময় পরিবেশ।

দুটো এপেটাইজার নিয়ে সবাই শেয়ার করে মেইন কোর্সে ঢুকছে। আমেরিকান হোক, মেক্সিকান হোক বা ফ্রেঞ্চ হোক, প্রত্যেকের পছন্দ অনুযায়ী ক্যুইজিন এবং মেনু রয়েছে।

চারিদিকে নাচ, গান, হইহুল্লোড়, উল্লাস ও উচ্ছ্বাস। এসবের প্রতি অনুরাগ রৌনকের বরাবরই একটু কম। কারওর হাতে হুইস্কি, কারওর জিন-লাইম, কারওর বা স্কচ অন দ্য রকস্। রঙিন তরলে ডুবে থাকা রৌনকের ধাতে নেই।

সময় এগিয়ে যায়। রৌনক উঠে পড়ে টেবিল থেকে। তখনো পানীয় হাতে জন ও অ্যালেক্স। রৌনকের হঠাৎ এই উঠে পড়া, অসৌজন্যমূলক আচরণ বলেই মনে হয় শীর্ষার। যাইহোক, রৌনক গাড়িতে স্টার্ট দেয়। বাড়ি ফেরার তাগিদ। পাশে শীর্ষা গুম হয়ে বসে আছে। নেশার জগত থেকে বেরিয়ে এসে রৌনকের মনের অলিন্দে একটি মুখ ঘুরে ফিরে এসেছিল। তার বাবার মুখ। পুরো জীবনটাই কাটিয়ে দিলেন কোনওরকম নেশা ছাড়া।

"ফ্রান্স কি জিততে পারবে শীর্ষা? আর্জেন্টিনার মেসি আছে কিন্তু।"

শীর্ষা দমে না। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে, "ফ্রান্স কম কিসে? কিলিয়ান এমবাপে দুর্দান্ত খেলছে। ওই টিমকে জেতাবে।"

"ভুলে যেও না শীর্ষা, মেসির এতদিনের রেকর্ড। টিমের প্রয়োজনে দুর্ধর্ষ খেলে টিমকে জিতিয়ে দেয়।"

শীর্ষা আজ খুশির মেজাজে। দুজনেই আজ অফিসের কাজ ঘরে বসে করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এখন সোফায় বসে কাতারে অনুষ্ঠিত ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপের ফাইনাল, ২০২২ দেখতে বসেছে। হাতে কফি আর কুকিজ। রৌনক, শীর্ষা দুজনে দুদলের সাপোর্টার। মেসি কিংবদন্তি, রৌনকের কাছে। শীর্ষা ফ্রান্সের সাপোর্টার।

ফুটবল মানেই টানটান উত্তেজনা এবং প্রবল স্নায়ুযুদ্ধ। দুজনেই সেটা উপভোগ করছে।

আর্জেন্টিনা এগিয়ে গেলেও, ফ্রান্স দু-দুবারই সমতা ফিরিয়ে অতিরিক্ত সময় পার করে পেনাল্টি শুটআউটে পৌঁছায়। সেখানেও প্রবল উত্তেজনা। সব উত্তেজনার অবসান ঘটাল আর্জেন্টিনার গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্টিনেজ; দলকে ৪-২ এ জিতিয়ে বিশ্বকাপ আর্জেন্টিনার হাতে পৌঁছে দিল। আনন্দে ও উত্তেজনায় রৌনক শীর্ষাকে ধরে এক ঝটকায় কোলে তুলে নিল।

৪

খেলা শেষে ফোনের পালা। শীর্ষা, রৌনক দুজনেই দুজনের বাড়িতে ফোন করায় ব্যাস্ত

"হ্যালো মা, আমি বুবাই বলছি!"

"ভালো আছিস বাবা? শীর্ষা ভালো আছে?" -- রৌনকের মা সুজাতা যেন সবসময়ই প্রস্তুত থাকেন ছেলের ফোনের জন্য।

"মা, আমরা ভালোই আছি। তোমরা কেমন আছ?"

"ভালো আছি রে। বছর তো প্রায় ঘুরতে গেল। কবে আসবি তোরা?"

রৌনকের ছিল সজল নীরবতা। কোনও উত্তর দিতে পারেনি। আগামী তিনমাস জুড়ে প্রচণ্ড ব্যাস্ততা কি করে আসবে সে? সুজাতা আবার জিজ্ঞাসা করেন, "এত কাজের চাপে খাওয়াদাওয়া ঠিক সময়মতো করিস তো বাবা?"

এই প্রশ্নে রৌনকের চোখ আপনা থেকেই ভিজে যায়।

রৌনকের ভাবনা গভীরে প্রবেশ করে। এখনও পর্যন্ত মা-বাবার সারা অস্তিত্ব জুড়ে শুধুই সে। কি নিঃশব্দ অথচ ব্যাপ্ত তাঁদের সেই থাকা। ঠিক যেন গোটা আকাশ হয়ে বেঁচে আছেন তাঁরা রৌনকের মাথার উপরে। রৌনক যোজন যোজন দূরে। মিটিং, ফ্লাইট, হোটেল, লং ড্রাইভ এসবেই তার বয়ে যায় সময়। বুকের মধ্যে মাঝেমধ্যে একটা কাঁটা যেন খচখচ করে বেঁধে রৌনকের। অ-সুখের কাঁটা। নিজের মুখোমুখি নিজেই দাঁড়ায়। অসহায় লাগে নিজেকে।

"হ্যালো"

"কে মিতুল?" শীর্ষার সুশীলাপিসি ফোন ধরেন। শীর্ষার ডাক নাম মিতুল।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

"সুশীলাপিসি, মা কোথায়?"
"তোমার মা তো এখনও ফেরেনি। তোমরা ভালো আছ?"
"আমরা ভালোই আছি, সুশীলাপিসি।"
শীর্ষা ফোন কেটে দেয়।

শীর্ষার মা প্রিয়াদেবী শহরের একটি নামীদামি ক্লাবের প্রেসিডেন্ট। এই ক্লাব বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে সমাজসেবামূলক কাজেও অংশ নেয়। একবার একটা ডিনার পার্টিতে সুনামীর সময় এই ক্লাবে চাঁদা ওঠে পনেরো লক্ষ টাকা। আর এই ব্যাপারে নাকি শীর্ষার মা প্রিয়াদেবীরই ছিল বিশেষ উদ্যোগ যতটা দক্ষতায় উনি ক্লাব সামলান, ততটাই কম যত্নশীলা নিজের পরিবারের প্রতি। কোন মান্ধাতার আমল থেকে নিঃসন্তান, বিধবা সুশীলাপিসি প্রিয়াদেবীকে সংসারের রোজরুটিন থেকে রেহাই দিয়ে চলেছেন।
শীর্ষা আবার ফোন করে।
"হ্যালো সুশীলাপিসি, মা এসেছে?"
"হ্যাঁ রে, আমি এসেছি। তোরা কেমন আছিস?"
"ভালো আছি, মা। তুমি এত রাত অবধি ক্লাবে ছিলে?"
"না না, ক্লাবে নয়। গেছিলাম তোর ফুলমাসির বাড়ি।"
"ভালো আছে ওরা?"
"হ্যাঁ রুণার বিয়ে জানুয়ারিতে। তোদের আসতে হবে তো।"
"দেখছি মা, কি করা যায়।"

রুণা শীর্ষার মাসতুতো বোন। সফট্ওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। খুব মিশুকে। যে কোনও আড্ডার মধ্যমণি ও। শীর্ষার বিয়েতে গান, নাচ, হাসিতে মাতিয়ে রেখেছিল ও। ক্যান্ডিড ফোটোগ্রাফিতে বিশেষ আগ্রহ এবং স্কিল আছে। শীর্ষার বিয়েতে সব ভাইবোনেরা বিভিন্ন ভঙ্গিতে ক্যান্ডিড ফ্রেমে নিজেদের সেঁটে দিয়েছিল। রৌনকও ছিল ওদের সঙ্গে। রৌনকের সঙ্গে রুণারও বেশ বন্ধুত্ব তৈরি হয়েছিল।

দুজনে পাশাপাশি সোফায় বসে। শীর্ষাই প্রথমে শুরু করে। রৌনকের কাছে মামণি এবং বাপির কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করে। সুজাতাদেবীকে 'মামণি' এবং রৌনকের বাবাকে 'বাপি' বলে সম্বোধন করে শীর্ষা। শীর্ষা রৌনকের একটু কাছে সরে এসে আরম্ভ করে --
"জানুয়ারিতে রুণার বিয়ে। মা বলছিলেন আমাদের যেতে হবে।"
"ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকেই অ্যানুয়াল কনফারেন্স আছে।"
"জানুয়ারিতে গিয়ে জানুয়ারিতেই ফিরে আসব।"
"অ্যানুয়াল কনফারেন্সের একটা প্রিপারেশন্ আছে।"
"রৌনক, তুমি বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। ইচ্ছা করলেই ডেট্ অলটার করতে পার।"
"সেটা অনৈতিক হবে।"
রৌনকের এই গুণগুলো বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া। অধ্যাপক সিদ্ধার্থ সেন একজন কর্মনিষ্ঠ, সৎ এবং ন্যায়পরায়ণ মানুষ। রৌনক বলে ওঠে,
"মা-ও যেতে বলছিলেন।"
"তুমি কি বললে?"
"আমি কিছু বলিনি।"
"কেন?"
"কারণ আমি যেতে পারব না, তাই।"

শীর্ষা একটু উত্তেজিত হয়েই বলে,

দুজনে পাশাপাশি সোফায় বসে। শীর্ষাই প্রথমে শুরু করে। রৌনকের কাছে মামণি এবং বাপির কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

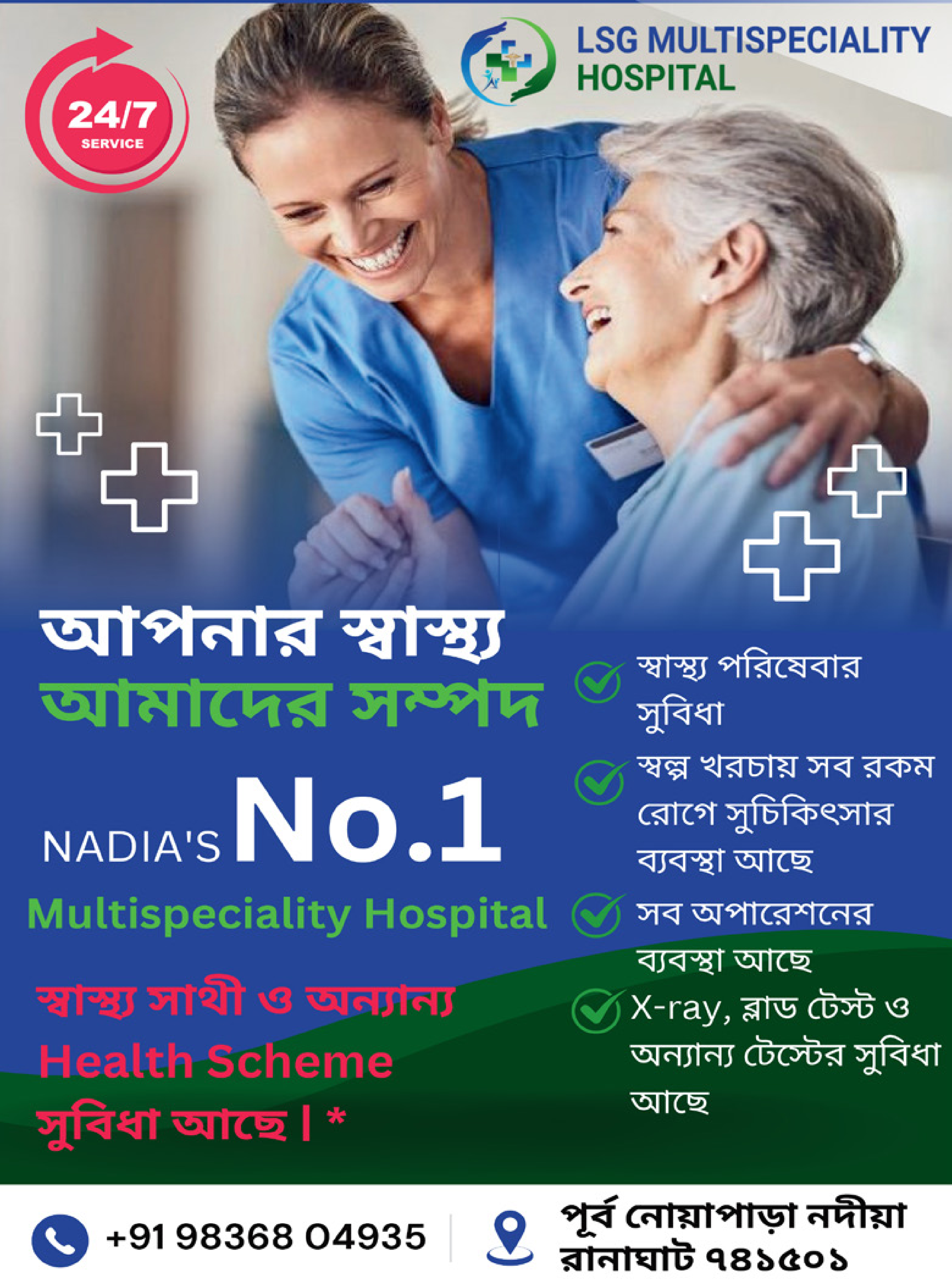
LSG MULTISPECIALITY HOSPITAL
24/7 SERVICE
আপনার স্বাস্থ্য
আমাদের সম্পদ
NADIA'S No.1
Multispeciality Hospital
স্বাস্থ্য সাথী ও অন্যান্য
Health Scheme
সুবিধা আছে। *
স্বাস্থ্য পরিষেবার সুবিধা
স্বল্প খরচায় সব রকম রোগে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
সব অপারেশনের ব্যবস্থা আছে
X-ray, ব্লাড টেস্ট ও অন্যান্য টেস্টের সুবিধা আছে
+91 98368 04935
পূর্ব নোয়াপাড়া নদীয়া
রানাঘাট ৭৪১৫০১

"রৌনক, আমি কিন্তু অফিসের নিয়মকানুন কিছুটা জানি। বোর্ডের প্রেসিডেন্টের অধিকার আছে কোনও কনফারেন্স, মিটিং, ডিসকাশনের ডেট, একটা কনভেনিয়েন্ট টাইমে ঠিক করা।"

শীর্ষার কথায় রৌনক ক্ষুব্ধ হয়। রাগত স্বরে জানায়, "তুমি নিয়মকানুন কি জানো আমি জানি না। তবে ফেব্রুয়ারিতে কনফারেন্সের ডেট আমি আমার কারণে পিছনো হোক, বলতে চাই না।"

ঠিক পরের দিন। বাড়ির আবহাওয়া গুমোট। শীর্ষা এবং রৌনকের মধ্যে প্রয়োজন ছাড়া কথা নেই। শীর্ষা আজ বেশ খানিকটা আগেই অফিস থেকে বাড়ি চলে এসেছে। ওর মন ভালো নেই। হাতে কেট শ্যাঁপার গল্প। বোনের বিয়েতে যাওয়া অনিশ্চিত। ভৌগোলিক দূরত্ব কীভাবে ধীরে ধীরে আপনজনকেও ভুলিয়ে দেয়। অন্য ভুবনে অন্য জীবনে মাতোয়ারা করে দেয়। বই পড়ায় মন বসছে না। অ্যালবাম খুলে বসে শীর্ষা। বিভিন্ন খণ্ড খণ্ড মুহূর্ত গাঁথা হয়ে আছে এক একটা ছবির মধ্যে। পুরো পরিবার, বন্ধুবান্ধব, স্বজন-সুজন সকলের ছবি দিয়ে সাজানো অ্যালবাম এক একটা ছবি দেখছে আর -- হাজারো কথা স্মৃতিতে ভেসে আসছে। স্মৃতি আয়ুষ্মতী। যাপনে বাড়ে। অফিসে কাজের চাপ, বাড়ি, রেস্তোরাঁ, লং ড্রাইভ সব মিলে নিজেকে ভিন গ্রহের বাসিন্দা বলে মনে হয়। ঘরের আলো নিভিয়ে বিশ্রাম নিতে নরম বিছানায় গা এলিয়ে দেয় শীর্ষা। রৌনক তখনও অফিসের কাজ সেরে ফেরেনি।

তিন দিন পরের কথা। শীর্ষার মনের আকাশে মনখারাপের মেঘ জমে আছে। রৌনককে ওর অন্যরকম লাগে। একটু অচেনা, একটু অজানা।

বাইরে কুয়াশায় আচ্ছন্ন। রৌনক তৈরি হচ্ছে বেরোবার জন্য। ব্যাগে ল্যাপটপ, ওয়ালেট, আইপ্যাড ঢুকিয়ে বেরোবার আগে শীর্ষাকে বলে গেল, "তাড়াতাড়ি বেরোতে হচ্ছে। ব্রেকফাস্ট বাইরে সেরে নেব।"

নিজের বাহন নয়, রৌনক আজ যাবে ক্যাবে। বাড়ি থেকে প্রায় ঘণ্টা দুয়ের পথ। ক্যাব চলেছে এগিয়ে। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে হাডসন নদী। কি অপূর্ব তার রূপ! নদী কাছে থেকে দেখলে একরকম, দূরে গেলে অন্যরকম। রৌনকের মনে কোথা থেকে যেন এক হু হু বাতাস এসে ঢোকে। সে বাতাসের সুরে মেশানো আছে গোপন বিষাদ আর অসহায়তার আর্তি। মাঝে মাঝে ছুটির দিনে, সে আর শীর্ষা হাডসন নদী বরাবর হাত-ধরাধরি করে হাঁটে। দুটো মন মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। সেই রঙিন নিমেষগুলো প্রাণে রং ছড়ায়। আবেগ আর বিশুদ্ধ বিবেকের লড়াইয়ে, কাজের চাপ আর প্রিয়জনের আবদারের টানাপোড়েনে জীবনকে মাঝে মাঝে লাগে ফ্যাকাশে ব্রাঞ্চ অফিস এসে পড়ে। ভাবনা গুটিয়ে রৌনক অফিসে ঢোকে।

দিন সাতেক পর। রৌনকের অফিসের কাজ সেরে ফিরতে প্রতিদিনই অনেক দেরি হচ্ছে। গোটা সপ্তাহ জুড়েই একই ঘটনা। সপ্তাহের শেষদিনে রৌনক হল ব্যাতিক্রমী। খুব তাড়াতাড়িই বাড়ি ফিরল সে।

শীর্ষাও সবে অফিস থেকে ফিরেছে। ঘরে ঢুকেই রৌনক শীর্ষাকে উষ্ণতা-ভরা গলায় বলে উঠল, "হ্যাপি বার্থ ডে, শীর্ষা, মাই ডিয়ার।" কেকের বাক্স ডাইনিং টেবিলে রেখে, ফুলের তোড়া শীর্ষাকে দিল। পকেটের খাম থেকে ওদের ইন্ডিয়া যাওয়ার টিকিট শীর্ষার হাতে দিল। শীর্ষা হতবাক! জিজ্ঞাসা করল, "তোমার 'প্রি-কনফারেন্স প্রিপারেশনের' কি হবে?"

রৌনক উত্তর দিল, "আমি এই সপ্তাহ জুড়ে ওইকাজ অনেকটাই এগিয়ে রেখেছি।"

একরাশ উচ্ছ্বাস, আগলছাড়া আনন্দে বানভাসি হল শীর্ষা। সূর্য নেই তবু যে শত সূর্যের কিরণ শীর্ষার মুখে! সে রৌনককে জাপটে ধরে বলে উঠল -- "আই লাভ য়্যু, রৌনক।"

"আই লাভ য়্যু টু...।"

বাইরে তখন বৃষ্টির ঢল নেমেছে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

কবিতা

আগমনি ১৪৩১

মউলবালা

অরুণকুমার চক্রবর্তী

ফুলডুংরির ঝি
আর বনকাপাশির ছা
মন দুটাতে টান লাইগেছে
কমনে যাবি যা

বনসুহাগি ভাতারখাকি
মউলবলার মায়ি
গন্ডা দেড়েক নুনানুনি
কেনে বিয়া করিস নাই
ই মা কেনে বিয়া করিস নাই

ইখন বিটির যইবন ফুইটেছে ইদিক উদিক চখ ছুইটেছে
ইধার উধার মরদগুলান
কানকি মেইরেছে
মায়ির লজর কাইড়ে নাই

অ ইবার বাপটারে বিয়া
বিয়া কর-অ
চখের কানি খুলা কর-অ
চিতার পারা ঝাঁপাইনছে বাঘ
বাগে আইসছে নাই

বিটির ফুইটছে ফাগুন, জ্বইলছে আগুন পলাশ গতর গা
মা গ ইবার বিটির পানে চা,
মা গ ইবার বিটির পানে চা
কুঁকড়া মেইরে বাঁনশি ধইরে
বিয়ার মাদল বেদম বাজায়
বনকাপাশির ছা
উ বাঘা বাগে আইছে নাই

তুয়ার বিটি বটি পিরিত খাঁটি
লস্ট-অ বলিস নাই
ই মা, বিটিরে তুই
লস্ট-অ বলিস নাই

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

বাহারি একটা ছোট প্রচেষ্টা।
আমাদের প্রতিষ্ঠান শুধু নিজেদের
জন্যই নয় অন্যরাও যাতে ভালো
শাড়ি বানাতে পারে সেই জন্য
একটি ছোট
কারখানা খুলেছে।

যোগাযোগ

৯৮৭৪৬১১৫৫১

কেলাকাটার নতুন সম্ভারে সেজে

বাহারি

আপনাদের সামনে হাজির।
এখানে শাড়ির
লোভনীয় কালেকশন আপনাদের
মুগ্ধ করবে। সব শাড়ি আমাদের
নিজস্ব কারখানায় তৈরি।

ছোট বড় বুটিক ও
হোলসেলাররা
যোগাযোগ করুন।

/baharithetruecolours

বাহারি
Bahari

বিপ্লবের পরদিন

যশোধরা রায়চৌধুরী

সমস্ত ব্যাটারি ঝরে যাবে একদিন
সমস্ত তারের জাল ছিন্ন হবে
নীরবতা গ্রাস করবে। সবুজ সে মহানিম এসে
আমাদের হ্রাস পাওয়া জীবনীশক্তিকে
আবার ভরিয়ে দেবে কাঁচা রোদে, হাওয়ায়, ছায়ায়।

সেইদিন তোমাদের ব্যর্থতার কথা বলবে পাখি
বিপ্লবের পরদিন শান্ত এক হাওয়া চলবে, বিষণ্ণ একাকী।

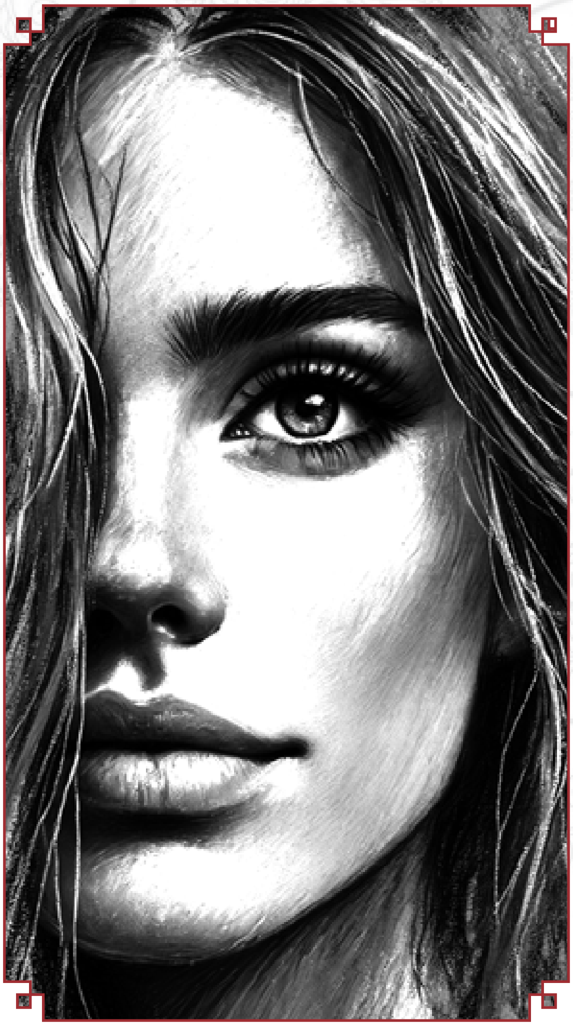

সেই মুখ

অসীম বিশ্বাস

আমার অবচেতন মনের ধূসর দেওয়ালে
লেগে আছে তোমার ঘ্রাণ,
শূন্যে ফিরে আসা জীবনটায়
একটা কালো দাগ রয়ে যায়, সন্ধ্যায়
সদ্য ফোটা ফুলের আহ্বান হাতছানি দেয়,
জানালার বাইরে বৃষ্টিরা ইশারা করে,
বিক্ষিপ্ত মন পেন্ডুলামের মতো দোল খায়,
কখনও মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্রে
কখনও হৃদয়ের এপিসেন্টারে,
বিড়ালের মতো গুটি গুটি পায়ে,
সন্ধ্যা নেমে আসে অ্যাট্রিয়ামের দোরগোড়ায়,
দেশলাইয়ের কাঠি খুঁজে আলো জ্বালাই,
রাতজাগা চাঁদ বসে থাকে কদমের ডালে,
প্যালেটের রঙে স্পষ্ট হয় ক্যানভাস,
তোমার কলঙ্কিত মুখের নিখুঁত অবয়ব...

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

সুন্দর পৃথিবী

তরুণকুমার দাস

চলছি পথের ভাঁজে
আশমানি আকাশ, রং ঢালে ওই।
সবুজ পাহাড় ডাকছে তোমায়,
ওই শোনো পাখিদের হইচই।

পায়ে পায়ে দৌড় অজানা টানে,
আগামী পৃথিবীর কতো আলাপন।
দৌড়ে দৌড়ে বুঝি হারিয়ে যাব,
ভাগ্যচক্র ঘোরে বনবন।

কালো মেঘে আকাশটা অদৃশ্য কেমন,
ধরণীর আহ্লাদী বজ্রধ্বনি,
আবেগী রোদ্দুর উঠল আবার,
পাখিদের কত সুরোধ্বনি ।

পাইনের সারি দিয়ে রোদ আসে ওই,
আকাশটা মিশে যায় মাটির ঘাসে ।
আঁকাবাঁকা দূরে হরিণের কত আনাগোনা,
হিংস্র শ্বাপদগুলো ঘোরে আশপাশে।

মিঠে এক গন্ধে মাতলো পাহাড়
বৃষ্টির সুখ নিয়ে সোঁদামাটি ডাক।
মৌমাছি গুনগুন ভ্রমরের পরিজন,
আমার পৃথিবীটা সুন্দর থাক।

পাহাড়ের শোভা নিয়ে ডাক দিয়ে যাই
আসব আসব আমি আসব আবার।
আমাদের পৃথিবীটা সুন্দরী সাজে
চোখ ভরে দেখে নেব স্বর্গ আমার।

হীরক প্রেম

সুনন্দা সিংহ

প্রখর প্রেমে যখন আমি নীল জোনাকি
সে চলে গেলেও অন্তস্থলে আমার কি?
ভালোবাসার হোম ধোঁয়াতে, অগ্নিশিখায়ে
আমি এক অনন্য সুখ, অন্য মানুষ
প্রেম যদিও আসতে কাটে যেতে কাটে
তখন আর হৃদয়ের ব্যর্থতা কি সত্যতা কি!

নীরব তমো বনোভূমির পথের বাঁকে সাইন বোর্ডে
ঝুলিয়ে গেছে ঘাতোকতার শব্দ ক'টা
দেখবে সেসব যাজনভূমির পথিকেরা
আমি তখন প্রেম বিলাসী
পথের কুকুর, পাতা-ইট-ধুলো ঝড়
বিছানার চাদরটাকেও ভালোবাসি ভালোবাসি
দৃষ্টি উদার অনুভূতি- আমাতেই দীপ্ত আমি
আকাশ দেখি, শিশির ছুঁয়ে স্মিত হাসি।

প্রেম কখনো ব্যর্থ হয়!
হৃদয় কি ক্ষনোভঙুর কাচের মতো?
যে সাধ্য আর সার্থকতার তোকে লাগলে
ঝনঝনিয়ে শব্দ করে পড়বে ভেঙে
পড়োশিরা ফিসফিসানি, আলাপরত---
এতো গেল বাহির দুয়ার, মনের ঘরে
আমি তখন শুদ্ধ হয়ে আসন পাতি
যদিও ঘুম হারানো চোখের কোলে কালির আঁচড়,
তবুও তৃপ্ত আমি-- প্রিয়তমোর নিরন্তর ধ্যানে বসি।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

কিছু সময় যেন কুয়াশার মতো

দেবনারায়ণ দাস

কিছু সময় যেন কুয়াশার থেকেও কুৎসিত অন্ধকার।
নিজেকে কিছুতেই বুঝতে দেয় না। কিছুতেই ধরা দিতে চায় না
দ্বিতীয় সত্তা ।
সে নিজেই একটা ভৌতিক কারাগার।
কিছু সময় যেন কুয়াশার মতো অন্ধকার।

সময়গুলো যখন আসে, ছানাকাটা অন্ধকারে,
নতুন কিছু একটা লক্ষ্য নিয়ে।
ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাকিয়ে থাকে, রঙিন বিস্ময়ে।
উল্টোপাল্টা মন্তব্যের রোড রোলার চালাই, তবুও চুপ।
কিছু সময় যেন কুয়াশার মতো অন্ধকার।

হয়তো আমরা খাপ খাওয়াতে পারি না,
এটা যে নতুন যুগ,পোশাক পাল্টে যায় মনের অলিন্দে।

নিজেদেরকে অসহ্য লাগে বলে, বিরক্তি ভিড় করে মুখে চোখে,
কিছু সময় যেন কুয়াশার থেকেও অন্ধকার।
মানিয়ে নেওয়ার বিকল্প বুঝি দরজায় কড়া নাড়ে,
খারাপ লাগুক, তবুও হেঁটে যাই গহীন অন্ধকারে, অথচ আলোর মায়া,

কুয়াশার অন্ধকার ভাঙতে হবে, নির্জনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা,
একদিন লড়াইয়ের মাঝে কেটে যাবে অন্ধকার।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

গল্প ৫

আগমনি ১৪৩১

মন্দাক্রান্তা সেন

রূপকথা

বয়সকালে নিহিতা সুন্দরী ছিল না। বয়সকাল মানে? মানে যৌবন। যে বয়সে নারী নারী থাকে। নিহিতার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঠিক তেমন নয়। সে সুন্দরী হয়ে উঠেছিল মেনোপজের পর থেকে।

এমনিতে সে পরিবারের মধ্যে যাকে বলে আগলি ডাকলিং-ই ছিল। তার প্রধান কারণ তার উঁচু দাঁতের পাটি। ওই কারণে তাকে নিয়ে রীতিমতো হাসাহাসি হত।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

সে বড় মুখচোরাও ছিল। সবকিছু নিঃশব্দে সয়ে যাওয়া তার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছিল। লোকে তাকে মানুষ বলে গণ্য করত না। সেও দলছাড়া হয়ে নিজেকে লুকিয়ে রাখত।

ছোটবেলার কথা। মামাতো মাসতুতো ভাইবোনেরা কী একটা উপলক্ষে একত্র হয়েছে। বড়রা নিজেদের মধ্যে তুমুল আড্ডায় ব্যস্ত। ছোটরাও ইচ্ছেমতো খেলায় স্বাধীন। তার মধ্যে আচারওলার ঘণ্টি বাজল। ওরা হুড়মুড় করে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামল। পকেটে দিলদার সেজো মেসোমশাইয়ের দেওয়া টাকা। যা ইচ্ছে কেনার জন্য। ওরা আপাতত আচার কিনবে। কাগজের টুকরোর ওপর মাখিয়ে দেওয়া কুলের আচার। সবাই হইহই করতে করতে খাচ্ছে। বিক্রিবাটা শেষ করে গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে আচারওলা চলে গেছে। ওরা ঠিক করল হাঁটতে হাঁটতে আচারের কাগজ চাটতে চাটতে সামনের মোড় অবধি যাবে। মোড় অবধি তাদের সীমানা। মোড় পেরনো বারণ। যদিও পেরোলে আর কে দেখতে যাচ্ছে। কিন্তু নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্যের জেরে বিশ্বাসঘাতকতার ভয় তো আছে! তাহলে বড়মাসি আস্ত রাখবে না। ওরা দঙ্গল বেঁধে এগোচ্ছিল। নিহিতার দাদা মোহিত হঠাৎ পিছিয়ে পড়া বোনের কাছ ঘেঁষে এল। এমনিতে সে বোনকে বিশেষ পছন্দ করে বলে মনে হয় না। ঝাঁকের কই হয়ে বোনকে হেনস্তাই করে। আজ কী এক টানে সে হাঁটতে হাঁটতেই বোনের পাশটিতে চলে এল। কী রে গাধা, আচারটা হেব্বি, না? নিহিতা চুপ করে রইল। তাকে কেউ আচার দেয়নি। তোর খুব লোভ হয়েছে। আচার খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে। কিন্তু সে একা বাদ পড়েও কারও কাছে চাইতে যায়নি। তবে দেখতে খারাপ বলে কি আর মন খারাপ হয় না? তার মন খারাপও হয়েছে বইকি, খুবই মন খারাপ হয়েছে।

---কী রে, তোর আচার শেষ? কাগজসুদ্ধ চিবিয়ে খেয়ে ফেললি নাকি, ছাগল একটা?

বলবে না বলবে না করেও নিহিতা বলে ফেলল-- একটু দিবি? খেয়ে দেখতাম? এই একটুখানি?

মোহিত অবাক হয়ে তাকালো, বলল-সে কি, ওরা তোকে দেয়নি?

---নাঃ

মোহিত চুপ করে থাকল, তারপর বলল--- দাঁড়া ওদের বলি। সবাই পাবে তুই পাবি না কেন! তার স্বরে ক্ষোভ। বোনকে নিয়ে সদলবলে টিটিকরি দিতে তার কিছু মনে হয় না, কিন্তু এখন সে রীতিমতো আহত বোধ করল । তার বোন। সে কেন অবহেলিত হবে? সে ভুলে গেল একটু আগেই মামাবাড়ির ছাদে তারা পালা করে নিহিতার মাথায় যথেচ্ছ চাঁটি মেরেছিল। এখন সে চুপ করে থাকল। তার কাগজের আচারও প্রায় শেষ। সে বোনকে ইতস্তত করে বলল ---এটা খাবি?

নিহিতা আনন্দিত বোধ করল। আচারের জন্য নয়, দাদার আদর কাড়তে পারার জন্য। সে আহ্লাদিত স্বরে বলল--- দে একটু চেখে দেখি। মোহিত তার সামনে থেকে সরে গেল। তার বোন পাতা চাটছে, এটা সে দেখতে পারছে না।

তো, নিহিতার ছোটবেলাটা কেটেছে এইরকম। আর কিছু নয়, শুধু চেহারার জন্য সে বারবার অপমানিত হয়ে এসেছে। অথচ সে পড়াশোনায় ভালো। ভালো ছবি আঁকতে পারে। তবুও নিজের ওই এক না-পারায় সে সর্বদা সংকুচিত, সর্বদা বিপন্ন।

এই সময়টা একরকম। কিন্তু সে আরও বিপন্ন হয়ে উঠল কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে। কী ছিল তার চেহারায় কে জানে, লোকে তাকে বলতে শুরু করল, সে নাকি ছেলে না মেয়ে বোঝা যায় না। একজন দু'জন নয়, সবাই। তা সে জিনসই পরুক কিংবা সালোয়ার কামিজ। সে বাড়ি এসে মাকে জিজ্ঞেস করত ---মা, আমি কি হিজড়ে?

---সে আবার কী! মা খানিকটা বিরক্ত।

---তবে লোকে আমাকে বলে কেন আমায় ছেলে না মেয়ে বোঝা যায় না?

---ও যে বলেছে সে বলেছে। যা মনে হয়

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

বলেছে। বাজে লোক। তাতে মাথা ঘামানোর কী আছে এত!

---না মা। সবাই বলে। আমাকে যে-ই দেখে সে-ই বলে। কেন!

---সে হয়তো তুমি জিনস পরো বলে, চুল ছোট বলে।

---জিনস তো অনেকেই পরে, চুলও তো কত মেয়ের ছোট। তাদের তো বলে না!

---বলে কি না তুমি জানতে যাচ্ছ? সরো, আমার কাজ আছে।

মা চলে যান। নিহিতা দাঁড়িয়েই থাকে। না, সে জানে, শুধু ছোট চুল আর জিনস তার হয়রানির কারণ নয়। তার চেহারা খারাপ। তাও, খারাপ দেখতে তো কত মেয়েই হয়। তাদের মধ্যেও সে আলাদা। তার চেহারায় কিছু একটা আছে। কী আছে? কোমলতার, লালিত্যের চূড়ান্ত অভাব? অথচ তার গলার স্বর অসম্ভব মিষ্টি আর সুরেলা। এটাও সে অন্যদের কাছে শুনেছে।

একদিন সে বাসে চেপে যাচ্ছে, উঠেই লেডিজ সিট ফাঁকা পেয়ে গেছে। বসেও পড়েছে। একটু পরেই শুনল ---এই যে ভাই, লেডিজ সিটটা ছেড়ে দাও। সামনে একজন ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে। তাঁর সুরে সুর মিলিয়ে কন্ডাকটরও হাঁক দিলো ---সিটটা ছাড়বেন দাদা। লেডিজকে বসতে দিন। তখন প্রথম প্রথম। নিহিতা অবাক হয়েই বলেছিল ---আমাকে বলছেন? তার গলা শুনে ভদ্রমহিলা কেমন থতিয়ে গেলেন। খামোখা চোখ ঘুরিয়ে বললেন ---বাবা, এ তো ছেলে না মেয়ে বোঝাই যায় না! নিহিতার ভেতরটা পুড়ে গেল। এ কী বিড়ম্বনা! সে সিটটা ছেড়ে দিলো, বলল---বসুন আপনি, বসুন।

---না ঠিক আছে, বোসো। সে সিটটা ছেড়েই দিলো। তাকে দেখে ছেলে না মেয়ে বোঝা যায় না এই অপরাধে তাকে তো ক্লাসে দাঁড়িয়ে থাকতেই হবে। সে কান ধরতে হোক চাই না হোক।

আরেকদিনের ঘটনা। সে সেদিন জিনস আর টপ পরেছিল। মেয়েদের সাধারণ পোশাক। মিনিবাসে একটা সিটে বসে ছিল। এক ভদ্রমহিলা ছোট বাচ্চা নিয়ে উঠলেন। নিহিতা টলোমলো বাচ্চাটাকে কাছে টেনে নিয়ে বলল এসো এখানে এসো।

বাচ্চাটির মাও বললেন ---হ্যাঁ, যাও, কাকুর কাছে যাও।

নিহিতার হাসিই পেল। অ্যাদ্দিনে এই ব্যাপারে তার অভ্যাস হয়ে গেছে। সে হেসে সুললিত স্বরে বলল ---আসুন আপনি বসুন। আমি দাঁড়াচ্ছি।

হ্যাঁ, তার অভ্যাস হয়ে গেছে। এমনিতে সে একটুও সাজে না। না মুখে একটু ক্রিম-পাউডার, কাজল-লিপস্টিক তো নয়ই।

ওই গুঁতোগুঁতি ভিড়ের মধ্যেই ভদ্রমহিলা হাঁ করে তাকালেন, বললেন ---ও! আমি বুঝতে পারিনি

---যে আমি ছেলে না মেয়ে---নিহিতা হাসল, বলল ---অনেকেই এই ভুল করে।

---সরি!

---ঠিক আছে। বসুন।

হ্যাঁ, তার অভ্যাস হয়ে গেছে। এমনিতে সে একটুও সাজে না। না মুখে একটু ক্রিম-পাউডার, কাজল-লিপস্টিক তো নয়ই। কিন্তু পুজোর মধ্যে সে একদিন সেজেছিল। কানে দুল পরেছিল। তবুও তাকে ধাক্কা দিয়ে একটা ছেলে বলে গেল --শালা, এটা ছেলে না মেয়ে বে?

নিহিতার হাসিও পায়, কষ্টও হয়। সে সালোয়ার কামিজ ওড়না নিয়েছে, কানে দুল পরেছে, তবু এই মন্তব্য। ব্যাপারটা প্রায় মানসিক নির্যাতনের পর্যায়ে চলে যাচ্ছে না! সে আবার বাড়ি ফিরে

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

মাকে বলে ---মা, আমি কি হিজড়ে ? ছেলে না মেয়ে বোঝা যায় না।
মা কেমন নিশ্চিন্তে বলে ---প্রতাপকে জিজ্ঞেস কর গিয়ে।
প্রতাপ, হ্যাঁ, প্রতাপ। হ্যাঁ, তার জীবনেও প্রেম এসেছে। তার জীবনে প্রতাপ এসেছে। একটা বাসেই, এইরকম একটা ঘটনার মধ্যে দিয়েই প্রতাপের সঙ্গে তার আলাপ। ঘটনাটা এই রকম। ২০৪ নাম্বার বাসে লেডিজ সিটগুলো ভর্তি। কয়েকটা জেনেরাল সিট খালি। নিহিতা সেগুলোকে জেন্টস সিট বলেই ধরে। পারতপক্ষে সেখানে বসে না। কিন্তু সেদিন তার ধুম জ্বর। মাথা ঘুরছে। চোখ অন্ধকার লাগছে। ট্যাকসি করে যাওয়ার মতো টাকা পকেটে নেই। কাজেই এই বাস। তবু তো সিট পেয়ে গেল। দ্যাখা যাক কতক্ষণ বসা যায়।
বেশিক্ষণ বসা গেল না অবশ্য। একটি যুবক উঠল। আরও দুটো সিট ফাঁকা থাকা সত্ত্বেও নিহিতা তড়বড়িয়ে উঠে দাঁড়াল, যেন এতক্ষণ সে কী একটা অপরাধ করছিল। ছেলেটি তার সামনেই ছিল, বলল --নামবেন? ---না, আপনি বসুন।
ছেলেটি যথারীতি অবাক হল। তার দৃষ্টি নিহিতার মুখ হয়ে গলা বেয়ে আরেকটু নীচে এসেই আবার ওপরে উঠে এল। বলল ---কেন, আরও তো সিট ফাঁকা। আমরা দু'জনেই বসতে পারি। হঠাৎ করে উঠে দাঁড়ানোয়, এবং জ্বরের তাড়সে নিহিতার মাথাটা ঘুরে গেল। সে ধপ করে বসে পড়ল । অসম্ভব মাথা ঘুরছে। সে দু'হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরে ঘাড় নিচু করল। উফ, কপালের আঁচে তার নিজের হাতই যেন পুড়ে যাচ্ছে। ছেলেটি তার বেসামাল অবস্থাটা খেয়াল করেছিল। ব্যস্ত হয়ে বলল ---আপনার শরীর খারাপ? নিহিতা কোনওমতে জবাব দিলো --না না, ঠিক আছে। থ্যাঙ্কিউ। ছেলেটি বিনা বাক্যব্যয়ে নিহিতার বাঁ কবজিটা ধরল, চমকে উঠে বলল ---এ কী! আপনার তো ভীষণ জ্বর!
---ও কিছু না।
---কতদূরে বাড়ি আপনার?
---এই এসে গেছি। আপনি যান বসুন। নইলে আর সিট পাবেন না। আমাকে সিট ছাড়তে হবে। ছেলেটি কোনও পাত্তা না দিয়ে বলল ---এই এসে গেছি মানে? কোন স্টপ? ---যাদবপুর, যাদবপুর থানা। ছেলেটি উদ্বিগ্ন স্বরে বলল ---সে তো অনেকটা। নামুন বাস থেকে। একটা ট্যাকসি ধরে আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিই।
---না না, সে কী, আমি নিজেই যেতে পারব। ভাববেন না। নিহিতা ছেলেটিকে ভাবতে বারণ করল। কিন্তু সে নিজেই ভাবনায় পড়ে যাচ্ছিল। বাইরের লোকের কাছে তো দূরস্থান, কাছের লোকের কাছ থেকেও সে জীবনেও এমন ব্যবহার পায়নি।
একটা স্টপ এল, ছেলেটি অনায়াসে তাকে হাত ধরে বলিষ্ঠ অথচ আলতো টান দিলো ---চলুন আসুন, এই কন্ডাকটর আস্তে, অসুস্থ মানুষ আছে, বাঁধবেন।
নিহিতা হাতটা ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল, সমানে বলছিল ---না না না, ছেড়ে দিন, আমি একাই
বাসের অন্য দু'একজন যাত্রী তখন মুখ খুলেছেন ---যান ওঁর সঙ্গে যান। শরীর খারাপ নিয়ে কোথায় পড়েটড়ে যাবেন। উনি নিয়ে যাবেন বলছেন যখন তখন...
নিহিতা ছেলেটির আলতো বলিষ্ঠ টানে যন্ত্রচালিতের মতো উঠল। যন্ত্রচালিতের মতো বাস থেকে নামল। সত্যিই তার মাথা প্রবল ঘুরছে। সে কোনওদিকে তাকানোর বদলে মাথা নিচু রেখে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে, রাস্তায় যেন ঢেউ খেলছে। সে প্রকৃতপক্ষেই অন্ধের মতো ছেলেটিকে অনুসরণ করল। ছেলেটি বলল ---এখানে একটু ছায়ায় দাঁড়ান। ট্যাকসি ধরছি। ট্যাকসি পেতে খুব একটা সময় লাগল না। কিন্তু ওই সময়টুকু যেন নিহিতার কাছে অনন্ত। শরীর ভেঙে আসছে জ্বরে। আর তার মধ্যেই সে ভেবে চলেছে এক অদ্ভুত যুবকের কথা, যে তাকে নিয়ে চলেছে না, বাড়ির দিকে নয়, কোন এক

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

নিরুদ্দেশের দিকে...
ছেলেটি তাকে বাড়ি পৌঁছে দিলো। শুধু পৌঁছে দিলো না, মা-বাবাকে প্রণাম করল। বলল সন্ধেবেলা এসে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে!
নিহিতার জ্বরের ঘোরের চেয়েও বিস্ময়ের ঘোর কাটছে না। ছেলেটি কি দেবদূত? নাকি শয়তান? তাকে নিয়ে কোনও খেলা খেলছে। তার আজন্ম মানসিক বিপন্নতা নিয়ে খেলা, তাকে নিয়ে একটা মজা! একটা মজাই শুধু। বিকেলে সে কি আসবে সত্যি?
ওর নাম ও নিজেই বলেছিল ---আমার নাম প্রতাপ, প্রতাপ গাঙ্গুলি।
---আমি নিহিতা গোস্বামী।
---ভারী সুন্দর নাম তো! কোয়াইট আনকমন।
নিহিতা ভাবছিল তার জীবনে কি আনকমন কিছু ওঠেন, আপনি এত করলেন, সকালে তো কিছুই করতে পারলাম না, এখন একটু মিষ্টিমুখ করে যান!
প্রতাপ হা হা করে হাসল,---বলল, মাসিমা, আমাকে আপনি না বলে তুমি বলুন, ওটাই বেশি মিষ্টি লাগবে।
নিহিতার বাবা জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন, সে কী চাকরি করে, বাড়িতে কে কে আছেন। নিহিতার বিরক্ত লাগছিল। এত কৌতূহলের কী আছে? এসব জেনে লাভই বা কী! সে কথা অন্যদিকে ঘোরালো। যেন কথা চালানোর জন্যই আবার বলল --সত্যি, আপনি আমার জন্যে যা করলেন...
---আমরাও কিন্তু দু'জনে দু'জনকে তুমি বলতে পারি। নিহিতা একটা ঢোক গিলে বলল ---না না, আপনিই থাক।

কবে আর হবে! প্রতাপ চলে গেল। নিহিতার রাত্রে আবার জ্বর এল খুব। মাথার পাশে জ্বরের ওষুধ থাকলেও সে খেলো না।

ঘটে গেল! সে হাসল। তার উচু দাঁতের পাটি ক্লিপ লাগিয়ে কিছুটা আয়ত্তে এসেছে। প্রতাপ খুব সহজেই বলল ---আপনার হাসিটা বেশ। আপনার মনটা বোঝা যায়।
নিহিতার শিউরে উঠল। জ্বরের শিরশিরানি, না অন্য কিছুর? তার মনে হল---আমার মনের তুমি কী বুঝেছ কতটা বুঝেছ, হে অচেনা যুবক!
প্রতাপ তাকে, এবং বাড়ির সবাইকে অবাক করে দিয়ে বিকেলে এল। ততক্ষণে জ্বর কমানোর ওষুধ খেয়ে নিহিতা খানিকটা ধাতস্থ। প্রতাপ তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। ভয়ের কিছু নয়। রোদ লেগে জ্বর এসেছে। প্রতাপ তাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে বলল --ক'দিন ভালো করে রেস্ট নিন। বাড়ি থেকে বেরোবেন না। অনেকটা করে জল খাবেন। কেমন তো? আমি আসি?
---ওমা! আসবে কী ---নিহিতার মা ব্যস্ত হয়ে ---আচ্ছা থাক, প্রতাপ হাসল, বলল-ওটা আপনা-আপনিই হবে। নিহিতা চুপ করে থাকল।
একদিনের পরিচয়, একদিনেই শেষ। কবে আর হবে! প্রতাপ চলে গেল। নিহিতার রাত্রে আবার জ্বর এল খুব। মাথার পাশে জ্বরের ওষুধ থাকলেও সে খেলো না। জ্বর কমলে যদি স্বপ্নটা চলে যায়! সবকিছু আগের মতো হয়ে যায়!
জ্বরের আচ্ছন্নতায় সে অনেক কিছু অনুভব করছে যা সুস্থ মস্তিষ্কে কল্পনা করা অসম্ভব। কিন্তু সেই অসম্ভব কিছুই ঘটল তার জীবনে। জীবনে অনেককিছু এল তার । সবকিছু এল। কেননা, তার জীবনে এল প্রতাপ। তার সকাল-বিকেল ফোন এল, হোয়াটস্‌অ্যাপ এল, দেখা করা এল। তারপর এল সেই মুহূর্ত। সেদিন তারা সাউথ সিটি মলে ঘুরছিল। কোনওকিছু কেনার নেই, এমনিই ঠান্ডা আমেজে গা জুড়িয়ে গল্প করা।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

প্রতাপ হঠাৎ তাকে বলল ---নেহা! ---হ্যাঁ, সে নিহিতা নামটিকে ছোট করে যেন আরও আপন করে নিয়েছে। তার স্বরে কিছু ছিল, নিহিতা বুকে রক্ত সামান্য ছলাৎ করল ---ম্?

---তুমি জানো?

---কী?

---আমি জানি তুমি জানো।

---কী জানি?

---যে আমরা পরস্পরের প্রেমে পড়েছি।

নিহিতার মনে হল তার আবার জ্বর আসছে। নাক-চোখ-কান-মাথা গরম। সারা শরীর ভেতরে ভেতরে কাঁপছে। তার বাক্যস্ফূর্তি হল না। প্রতাপ তার হাত ধরে বলল ---সেই প্রথম দিন থেকেই, তুমি বোঝোনি? নিহিতা চুপ। প্রতাপ যেন খানিকটা নিজের মনেই বলে চলল ---সেদিন বাসে ... তুমি এমনভাবে উঠে দাঁড়ালে, সিট ছেড়ে দিয়ে, অথচ তোমাকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল তুমি অসুস্থ। আমি কীরকম হঠাৎ তোমার হাত ধরে ফেলেছিলাম, না? খারাপ করেছিলাম? তুমি কি আমায় খারাপ ভেবেছিলে? কী, নেহা ?

---তোমায় খারাপ ভাবব না না, তা কেন?

---কী ভেবেছিলে তবে?নিহিতা চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বলল ---আমি ভাবতেই পারিনি ওভাবে কেউ আমাকে... আসলে.....

---কী আসলে?

নিহিতা মুখ তুলে তাকালো, বলল ---ছোটবেলা থেকে জেনে এসেছি আমি কুৎসিত। কুচ্ছিৎ, অচ্ছুৎ। তার হাত কি কেউ ওভাবে ধরতে পারে? কোনও যুবক?

---তুমি কুৎসিত! নেহা! তুমি সুন্দর।

---কেউ বলে না, কেউ বলেনি।

---আমি বলছি। তোমার মতো চোখ, এরকম সরল পবিত্র হাসি...

---ধুৎ, তোমার মাথা খারাপ।

---আমি দেখতে খারাপ।

নিহিতা একটু সময় নিল। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এই বাদামি যুবক। চোখ ছোট কিন্তু ঝকঝকে, নাক চাপা নয় আবার খুব খাড়াও নয়। ঠোঁটের ভঙ্গিমা ঈষৎ কঠিন, কিন্তু হাসিটা প্রাণখোলা, দৃঢ় চিবুক। উচ্চতা মাঝারি, স্বাস্থ্য সুগঠিত। নাঃ, এই যুবককে সে ডিজার্ভ করে না। তার সে যোগ্যতাই নেই। সে বলল ---তুমি তো সুন্দর। তোমার সঙ্গে আমার কীসের তুলনা !

প্রতাপ তার হাতের ওপর চাপ দিলো, বলল- নিজের কাছে সত্যি কথা বলো। বলো আমাকে ভালোবাসো। জানো যে আমিও তোমাকে ভালোবাসি । বাকিটা আমি বুঝে নেব।

হ্যাঁ, বাকিটা প্রতাপ সত্যিই বুঝে নিয়েছে। প্রায় জোর করে নিহিতার মা-বাবার মত করিয়ে, নিজের মা-বাবাকে বুঝিয়ে বিয়ে করেছে। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। বিয়ের আড়াই বছরের মাথায় নিহিতার একটা মিসক্যারেজ হয়। তার বছর দেড়েক পর আরেকটা। এরপর সন্তান ধারণে ডাক্তারের নিষেধ হয়ে যায়। নিহিতার জরায়ুতে কিছু জটিলতা ধরা পড়ে, এবং তার তেত্রিশ বছর বয়সে মেনোপজ হয়ে যায়। পরে ডাক্তারের কাছে আবার যাওয়ার কথা ছিল। নিহিতা আর যায়নি। মেনোপজ হয়ে গেছে বলে তার কোনও দুঃখবোধ নেই। বরং সে স্বস্তিতেই আছে। হাত-পা ঝাড়া। প্রতাপের সঙ্গে সন্তান অ্যাডপ্ট করা নিয়ে মাঝে মাঝে কথা হয়, সে কথা কথাতেই ফুরিয়ে যায়। সন্তান নিয়ে দু'জনেরই কোনও আকুলতা এমনকি চাহিদাও নেই। দু'জনে দু'জনকে নিয়ে খুশি। তার মধ্যে এই বিপত্তি। নিহিতার হঠাৎ করে রূপসী হয়ে ওঠা।

সেদিন সে ও প্রতাপ ওই শপিং মলেই ঘুরছিল। নিহিতা অনুভব করছিল সবার দৃষ্টিপথেই সে পড়ছে এবং আটকে যাচ্ছে। অনেকে এমনকি ঘাড় ঘুরিয়েও তাকে দেখছে। নিহিতা অত্যন্ত আশঙ্কিত হয়ে প্রতাপকে বলল এই! আমার জামা ছিঁড়েটিড়ে গেছে নাকি! একটু দ্যাখো তো! সবাই যেন কীভাবে তাকাচ্ছে!

প্রতাপ প্রথমে হা হা করে হাসল। তারপর নিহিতার কোমর জড়িয়ে ধরে বলল ---কিচ্ছু হয়নি। লোকে তাকাচ্ছে কারণ তোমাকে দুর্দান্ত দেখাচ্ছে। ইউ আর লুকিং রিয়েলি স্টানিং।

---ধুৎ না, তোমাকে আজকাল দারুণ সুন্দর লাগে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

দেখনে কি চিজ হ্যায় হামারি দিলরুবা।
সেই শুরু। তারপর থেকে রাস্তাঘাটে সব জায়গায় লোকে হাঁ করে তার দিকে তাকায়। কেন কে জানে! মনে আছে বড় রাস্তার মোড়ে একটা রিকশা স্ট্যান্ডে একবার সে একটা ঝামেলায় পড়েছিল। রাগের মাথায় সে বলেছিল ---দেখিয়ে দেবো মজা। তার উত্তরে ভিড়ের মধ্যে থেকে কে একটা বলেছিল ---ওরে মজা কী দ্যাখাবে, ওরকম খেঁদি-পেঁচি অনেক দেখা আছে। নিহিতার কষ্ট হলেও সে মেনে নিয়েছিল। না-মেনে উপায় কী! ভাড়া নিয়ে কথাকাটাকাটি করা যায়। এ কথার উত্তরে তো কিছু বলা যায় না। এখন সে বড় রাস্তায় এলে সবাই তাকে দ্যাখে। নিহিতা ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করলেও তার বিস্ময়বোধ কাটতে চায় না।

হয়নি। সেই শোধ তুলতেই যেন সে নিজে থেকে বলল ---কী মিমিদি! কেমন আছ?
দিদিটি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। নিহিতা আবার বলে ---আমি বুড়ি গো, চিনতে পারছ না?
মাসতুতো দিদির বিস্ময় কাটতে চায় না, বলে---বুড়ি! কী বদলে গেছিস। দিদির সঙ্গে আরেকটি ভদ্রমহিলা ছিলেন। তিনি আলাপের আগেই হাসলেন। বললেন -হ্যালো

---হাই! নিহিতা প্রত্যুত্তর দিলো। দিদি একটু অগোছালোভাবে বলল ---ও হ্যাঁ, এ আমার বোন, মাসতুতো বোন, আর এ আমার বন্ধু অলকা।
অলকা তাকে হাসিমুখে দেখছিলেন, বলে উঠলেন
---ক্যান আই সে সামথিং ---নিশ্চয়ই!
---আমার বাবা পেন্টার ছিলেন। পোট্রেট করতে

---নো নো, ডোন্ট লুক সো স্যাড। আমি বাবার মতো আঁকতে জানি না, কিন্তু ছবি দেখতে জানি। আপনাকে আপনার ওই হাসিতে মানায়।

সে ভাবতে চেষ্টা করে। কী করে এমন হল! মানুষের এমন পরিবর্তন হয় ! হৃদয়ের পরিবর্তন তো হয়। কিন্তু এই যে হঠাৎ করে সুন্দর হয়ে ওঠা। এ যেন কোনও রূপকথার গল্প! মেনে নিতে কষ্ট হয়। বিশ্বাস হতে চায় না। কিন্তু বিশ্বাস না করে উপায় কী! এ তো নিহিতা নিজের জীবন দিয়ে বুঝেছে!
সেদিন সে ও প্রতাপ বেরিয়েছে, পথে তার মাসতুতো দিদির সঙ্গে দেখা। অনেকদিন পর দেখা। স্বাভাবিক। কেননা তার চেহারার কারণে ছোটবেলা থেকেই আত্মীয়স্বজনের কাছে সে ব্রাত্য। হেনস্থার ভয়ে সে কোথাও যেতে চাইত না, কেউ তা নিয়ে জোরাজুরিও করত না। সাবধানে থাকিস বলে মা- ও বেরিয়ে যেত। সেই আত্মীয় দিদিটি তাকে দেখে প্রায় চিনতেই পারছে না । নিহিতাও এড়িয়ে যেতে পারত। তার দুর্বিষহ বাল্যে এই মেয়েটির হাতেও সে কম লাঞ্ছিত

ভালোবাসতেন। বাবা নেই আজ তিন বছর। বাবা থাকলে আপনাকে আমি বাবার কাছে নিয়ে যেতাম। হি উড হ্যাভ লাভ্ড টু মেক ইওক্স।
নিহিতা একটু চুপ করে থেকে বলল ---উনি নেই শুনে খারাপ লাগছে। দেখা হলে আনন্দ হত।
---নো নো, ডোন্ট লুক সো স্যাড। আমি বাবার মতো আঁকতে জানি না, কিন্তু ছবি দেখতে জানি। আপনাকে আপনার ওই হাসিতে মানায়।
অসাধারণ! নিহিতা দেখছিল তার দিদির সারা মুখে কে যেন প্যালেটের সবটুকু নীল লেপটে দিয়েছে।
প্রতাপ বাড়ি এসে খুব একচোট হেসে নিল। বলল --বাপ রে, কী প্রশংসা ! আর তোমার দিদির মুখটা খেয়াল করেছিলে? এরাই ছোটবেলায় তোমার পেছনে লাগত না? দ্যাখ কেমন লাগে!
---কী করে হচ্ছে এসব!

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

নিহিতার বিস্মিত জিজ্ঞাসা শুনে প্রতাপ হাসি থামিয়ে বলল ---কী সব?
ইওর নিউ লুক?
---হ্যাঁ। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।
---তুমি সুন্দরই ছিলে, নইলে আমি তোমার প্রেমে পড়েছি কেন! শুধু তুমি তা জানতে না।
---এটা কোনও কথা হল না। আমার অন্য কথা মনে হয়। উল্টো কথা।
---কী উল্টো কথা?
---তুমি আমায় ভালোবেসেছ তাই আমি সুন্দর হয়ে গেছি। ভেবে দ্যাখো, আমার পিরিয়ড হয় না আজ কতদিন। তা নিয়ে শারীরিক বা মানসিক কোনও অসুবিধে নেই যদিও। কিন্তু পূর্ণ অর্থে নারী তো আমি আর নই! আমি মা নই। হতে পারব না কোনও দিন। আমার বয়সও বাড়ছে। লোকে যাকে বয়সকাল বলে, তখন আমি কুৎসিত ছিলাম, বয়স হয়ে সুন্দর হয়ে গেলাম। হয় নাকি এরকম! এ সবই তোমার প্রেমের জন্য, প্রতাপ! মানি চাই না-ই মানি, তুমি তোমার ছোঁয়ায় আমাকে পাল্টে দিয়েছ। আমার রূপ পাল্টে দিয়েছ। আমার জীবন পাল্টে দিয়েছ।
প্রতাপ তাকে কাছে টেনে নিয়ে বলল --ও সোনাটা আমার! হয়তো তাই হবে। কিন্তু সত্যি কথাটা কী জানো?
---কী গো?
---তোমার এই বাইরের চেহারায় আমার কিচ্ছু যায় আসে না। তুমি বাইরে সুন্দর হও কিংবা অসুন্দর, তুমি তুমিই, যাকে আমি ২০৪ নম্বর বাসে প্রথম দেখেছিলাম, ভালোবেসেছিলাম। বুঝলে? নিহিতার চোখে জল এল, ধরা গলায় বলল ---বুঝলাম।
---আজ বুঝলে?
নিহিতা এবার হাসল, বলল---না, যেদিন আমার স্বপ্নের মতো সুন্দর একটা জ্বর এসেছিল, সেইদিন....
এই অবধি নিহিতার ঊনচল্লিশ বছর বয়েস। এখনও তাকে পঁচিশের কম বলে অনায়াসে চালিয়ে দেওয়া যায়। এই অবধি তার ও প্রতাপের বারো বছরের বিবাহিত জীবন। এরই মধ্যে তাদের দু'জনের মধ্যে স্মার্টফোন ও ফেসবুকের অনুপ্রবেশ। এই অনু আণবিক নয়, পারমাণবিক। কিংবা কিছুটা অমানবিকও।
ছেলেটির সঙ্গে ফেসবুকেই আলাপ। তমাল সিংহরায়। দিল্লিতে পড়ে, জেএনইউ-তে। তার চাইতে বয়সে অনেকটাই ছোট। ছেলেটির সঙ্গে নিহিতার মনের বেশ মেলে। অনেক রাত অবধি চ্যাট চলে। ফোনের আলোয় প্রতাপের ঘুমে অসুবিধে হয়। তাই আজকাল নিহিতা ফোন নিয়ে অন্য ঘরে চলে আসে । মাঝরাতে ঘুম ভেঙে বাথরুমে যেতে যেতে ঘরে উঁকি দিয়ে প্রতাপ ঈষৎ বিরক্ত সুরে বলে ---উফ এখনও! ঘুমোবে না? নিহিতাও ঈষৎ বিরক্ত স্বরে বলে ---তোমার অসুবিধে হবে বলেই তো এখানে চলে এসেছি। তুমি ঘুমোও না।
তমাল কলকাতায় এল। যেন নিহিতার সঙ্গে দেখা করতেই। সেই শপিং মলেরই একটা রেস্তোরাঁতে তারা মিলিত হল। লোকজন যে তাকে খুব দ্যাখে, এটায় আজকাল নিহিতা খুব মজা পায়। আজ তাকে কেউ দেখছিল না।
খেতে খেতে তমাল হঠাৎ খুব অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলে ---তোমার ছবিগুলো
কার তোলা?
---সেলফি। কেন?
---তোমার ডান প্রোফাইলটা ভালো আসে।
---তাই? বাঁ দিকটা বাজে?
--না, তা বলছি না, আমি বলছি অনেকের অনেক অ্যাঙ্গেল থেকে ছবিতে ভালো আসে, সামনাসামনি মুখটা হয়তো ভালো নয়। এনিওয়ে, চলো উঠি।
নিহিতা একটু আকুল স্বরে বলল ---কাল দেখা হবে?
---নাঃ, কালই ফিরতে হবে। একটা কাজ ফেলে এসেছি। ওকে, গুড নাইট।
বিশ্বস্ত নিহিতা বাড়ি ফিরে আয়নার সামনে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করল, ---এটা ছেলে না মেয়ে?
বিশ্বস্ত নিহিতা প্রতাপের সামনে দাঁড়াল। বলল,---আমাকে আবার সুন্দর করে দাও।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

গল্প ৬

আগমনি ১৪৩১

বেদ বন্দ্যোপাধ্যায়

উর্দি পুরাণ

- মা বাবার কি হয়েছে বলো তো? সারাটা দিন তিনতলার গোলঘরে জানলার দিকে তাকিয়ে কি অত ভাবে ?

- আমি তো তাই ভাবছি শেষপর্যন্ত মাথাটাই না খারাপ হয়ে যায়।

- ধুত, কি যে বলো মা, জাঁদরেল পুলিশ অফিসার কিনা মেন্টাল পেশেন্ট? একসময় বাবার ভয়ে একঘাটে বাঘে-গরুতে জল খেয়েছে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

- তবুও, বাবা তো বাড়িতে বসার লোক নয়। স্টেশন পাড়ায় অতবড় সূর্য সেন ক্লাবের প্রেসিডেন্ট, পেনশন অ্যাসোসিয়েশনের কনভেনার। ভাই-বোন রিলেটিভ সব বাদ দিয়ে শেষে কিনা গোলঘরে মৌনব্রত। তুমি একটু খোঁজ নাও মা কিছুতো একটা হয়েছে ।

- ভালোই তো ছিল বিতান। তুই মিশন স্কুলে ট্রান্সফার হয়ে এলি ব্যস, তোকে দেখার পর...

- মানে ? কি বলছো তুমি ? তিনবছর চেষ্টা করে নর্থবেঙ্গল থেকে এখানে এলাম, তার আগে মিশনে মিশনে কম কষ্ট করিনি, আর আজ যখন বাড়ি এলাম বাবার এই বিহেবিহার।

- সেটা তো আমিও মানুষটাকে বুঝিয়েছি। রামকৃষ্ণ মিশনে স্কলারশিপ পেয়ে তোমার ছেলে যে সম্মান আমাদের ফিরিয়ে দিলো, তার কপালে দিন, শিহরন বসুর উর্দিতে শোভা পেয়েছে, ব্যাটালিয়নে শুধু নয়, গুন্ডাদমন শাখায় এমনকি অপরাধজগতেও তাঁকে জাঁদরেল পুলিশ অফিসার বলে সমীহ করত।

তাঁরই একমাত্র ছেলে বিতান বসু রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক। মা জয়া বসু উচ্চশিক্ষিত হাউস ওয়াইফ। স্বামীর ব্যস্ত জীবনে ছেলেকে হিরের টুকরো করার প্রধান কারিগর। এহেন সুন্দর সংসার শিহরনবাবুর হঠাৎ করে ছেলের মুখোমুখি না হওয়া, গোলঘরে নিজেকে বন্দি করে রাখা, সত্যিই অস্বাভাবিক। অথচ এই তো সেদিনের কথা, তিন-চারটে ব্যাগ ঝুলিয়ে বুলেট হাঁকিয়ে হরিবাবুর মাছের বাজারে এসে শিহরনবাবু হাঁক দিয়েছে - এই বিপুল বড় দুটো ইলিশ বের কর। ভেজে ছেলের কাছে পাঠাব।

মা ছেলের কাছে এসে মাথায় হাত বুলিয়ে বলে - রাগ করিস না বিতান, মানুষটা সারা জীবন চোর ধরে, ডাকাত ধরে, পুলিশের ডিউটি করে গেছে।

কি এই ছিল? বিতান তুই রাগ করিস না।

- রাগে নয় মা। আমি ভাবি আমি বাড়ি এলাম, আর বাবা আমার থেকে দূরে চলে গেল। এভাবে আমি এখানে থাকতে পারব না মা, আমি আবার চলে যাব, আমি ট্রান্সফার নিয়ে নেব।

মা ছেলের কাছে এসে মাথায় হাত বুলিয়ে বলে - রাগ করিস না বিতান, মানুষটা সারা জীবন চোর ধরে, ডাকাত ধরে, পুলিশের ডিউটি করে গেছে। নিজের সুখ ভাবেনি। আর আজ তুই মুখ ফেরালে সংসারটা ভেসে যাবে। আমি তোর বাবাকে বাঁচাতে পারব না। বলতে বলতে জয়া দেবী আঁচল দিয়ে নিজের চোখ মোছে।

দীর্ঘ বিয়াল্লিশ বছর পুলিশে কর্মরত শিহরন বসু, এই একবছর হল রিটায়ার্ড করেছেন। কাঁধে উজ্জ্বল থ্রিস্টার রেড গ্রিন ব্যাচ, বুকে রাজ্যপালের দেওয়া বীরসৈনিক মেডেল, ফেয়ারওয়েল-এর আমি ওদিকটা দেখি অন্য কি মাছ আছে ।

- দিচ্ছি স্যর, শাঁখাফালি করে রাখছি।

ইলিশ অর্ডার দিয়ে শিহরনবাবু রতনের থেকে এককেজি সোনালি ট্যাংরা, ডাবুর দোকান থেকে কালো গরুর ঘি, নগেন্দ্র বস্ত্রালয় থেকে দুটো ছ'হাতি বসিরহাটের গামছা- দু ব্যাগ বাজার নিয়ে যখন বাড়ির সামনে বুলেট দাঁড় করায়, পাশে ডাক্তার বাড়ির পারুল বউদি বলে -ঠাকুর পো, ছেলের সম্বন্ধ আসছে বুঝি?

উত্তরে ব্যালকনি থেকে পুলিশগিন্নি বলে - আর বোলো না পারুলদি, ঠাকুরপো রাতে কাঞ্চনজঙ্ঘা ধরে ছেলের কাছে যাবে। তাই ব্যাগ ভর্তি বাজার।

বউয়ের কথায় শিহরনবাবু লজ্জা পায়। মুচকি হেসে ব্যাগ নিয়ে ভিতরে ঢোকে।

কিন্তু ছ'মাস পর সেই লোকটির এই পরিবর্তনে মা ছেলে অশনি সংকেত দেখতে পাচ্ছে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বাজল। বিতান ডাক দেয় - মা ব্যাগ দাও, টোটো এসে গেছে।

-যাই বিতান, বলে জলের বোতল ভরে ছেলের ব্যাগে দেয়। এক মুহূর্তে কি ভেবে আবার ছুটে মায়ের কাছে আসে। বলে, মা আজ দুপুরে নার্ভের ডাক্তার কিংশুক গুপ্ত বাবাকে দেখতে আসবে। বাবা না-নামলে ডাক্তারবাবুকে বাবার ঘরে নিয়ে যেও। আমি ফোনে বাকি কথা শুনে নেব।

- দেখ বাবা, মানুষটা যদি আগের মতো হয়। ভগবান আমার কি পরীক্ষায় ফেলল, ভয় হচ্ছে ডাক্তার দিয়ে কি এই রোগ সারবে?

- মানে ! একটা মানুষ খাচ্ছেদাচ্ছে, কথা বলছে, কাগজ পড়ছে, অথচ নিচে নামবে না, কারো সঙ্গে কথা বলবে না - এটা কি ধরনের রোগ? আমার উপর রাগ থাকলে বলুক, কালই চলে যাব।

- তুই রাগ করছিস কেন বিতান, সে কি বলেছে? তুই সাবধানে যা, বিতান দৌড়ে টোটোতে ওঠে। জয়া দেবী মাথায় হাত ঠেকিয়ে বলেন দুগ্গা দুগ্গা। টোটো চলে যায়।

পর্ব -২

- কি ব্যাপার জগন্নাথবাবু, বালিখাদান বন্ধ হয়ে গেছে, তবু মগরা থেকে বালি যাচ্ছে কীভাবে?

- স্যর দামোদরের বালি এখানে স্টোর হয়। তারপর ট্রাক লোড করে বাইরে যায়।

পাশ থেকে শিবু হোমগার্ড ফোড়ন কাটে - হ্যাঁ স্যর, মানে মগরার নামডাক আছে, তাই মগরা ব্র্যান্ড।

শিহরনবাবু টেবিলে রাখা গ্লাস থেকে একঢোক জল খেয়ে গলাটা খেঁকিয়ে বলে ওঠে, বুঝলাম কিন্তু এই ব্যাপারটা এখন থেকে কৌশিক তুমি দেখবে। আর জগন্নাথবাবু আপনি ট্রাফিক ব্যবস্থা দেখুন। কথা শেষ করে শিহরনবাবু সিগারেট ধরায়। জগন্নাথবাবু একটু আমতা আমতা করে বলে, কিন্তু আমি গতমাসে বলেছিলেন বালির ব্যাপারটা

- মালকড়ি তার মানে ভালই আছে? আরে বাবা বলেছিলাম তো, কিন্তু ষাট-সত্তর হাজারে জলগরম হবে না।

- এভাবে আমাকে সরালে সেটিং নষ্ট হবে স্যর।

- আপনি কি চান আপনার নামে হায়ার অথরিটিকে কমপ্লেন করি? কথা না-শুনলে ঝাড়গ্রাম ট্রান্সফার করিয়ে দেব।

- না,না, স্যর আপনি দায়িত্ব দিয়েছিলেন...

- থানার ইনচার্জ আমি না আপনি?

শিহরনবাবুর ধমকে জগন্নাথবাবু কেঁচো হয়ে যান। কৌশিক গোঁফের তল দিয়ে ফিক করে হাসে, আই সি হরিসাধন বলে ওঠে - স্যর ওয়াগন থেকে কয়লাচোর দুজনকে ধরেছি , লক আপে আছে।

- গুড কিন্তু কয়লা কতটা পেলি?

- তা তিরিশ-চল্লিশ বস্তা হবে।

- বেশ করেছিস। কয়লার বস্তা রেখে ওদের ছেড়ে দে।

হঠাৎ ঘরে ঢোকে সেকেন্ড অফিসার তপন হোড়। চারিদিকে একবার তাকিয়ে শিহরনবাবুর কাছে এসে বলে কনফিডেনশিয়াল স্যর।

- ওকে বলো।

- স্যর ফ্লাডের জন্য দুট্রাক কম্বল এসেছে ব্লকে, সেগুলো ভানুর গোডাউনে নামিয়েছি.

- শিহরনবাবু একমুহূর্ত ভেবে নেন, ঘরের সবাইকে বাইরে যেতে ইশারা করেন। তারপর তপনবাবুকে বলেন

- আজকে ওয়েট করো, আমাদের চোখে ধুলো দেওয়া?

- ও কে স্যর। কিন্তু স্যর দুনম্বরি ব্যাপার কিছু আছে?

- একটাই প্ল্যান, কম্বলের সাইট থেকে আট ইঞ্চি কাটপিস বের করে নেব।

- রাতে রফিজুল গাড়ি নিয়ে রেডি থাকবে। সকাল হওয়ার আগেই বর্ধমান কার্জন গেটে বিনোদের গোডাউনে পৌঁছে দেবে। ওখানে ঝন্টু শেখ থাকবে।কিন্তু তার আগেই আমাদের অভিযান শুরু করতে হবে.

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

- স্যর ওই কাটপিস কি কাজে লাগবে?

এবার শিহরনবাবু মুচকি হেসে বলেন - এই বুদ্ধি নিয়ে পুলিশের চাকরি করছো? আরে গাধা ওগুলো এ-ওয়ান কোয়ালিটির মাফলার।

মিনিমাম হান্ড্রেড রুপিস। মানে হানড্রেড ইন্টু টেনথাউজেন্ট - টোটাল কত,

- তা প্রায় লাখখানেক।

- গুড, ম্যাথে ভালোই ছিলে। কিন্তু সেটা আজ হবে না।

- ওকে স্যর.

- এক নাইটে পকেট গরম.

- আপনি জিনিয়াস স্যর।

হঠাৎ শিহরনবাবুর মোবাইল বেজে ওঠে, হ্যালো, কে বলছেন? কে? ফেকু? বসন্ত বাউড়ির লোক? কি হয়েছে? পশ্চিম পাড়ার রেল কলোনিতে মার্ডার থানাতেই আছি, কত টাকা? কত টাকা? ষোলো হাজার, ঠিক আছে। বিতানকে বলো কোচিংয়ে ভর্তি হতে। টাকাটা ফ্যাক্টর না। কি? তোমার মায়ের পেসমেকারের ব্যাপার? হয়ে যাবে, এত টেনশন নিচ্ছ কেন? অপারেশন আর মেশিন নিয়ে লাখ দেড়েক যথেষ্ট। ওটা এ মাসেই জোগাড় করে নেব। না-না দুপুরে রেড আছে। তোমরা খেয়ে নাও। কথা শেষ করে শিহরনবাবু ফোন রাখেন। জগন্নাথবাবু গদগদ হয়ে বলে, স্যর শুনেছি আপনার ছেলে ব্রিলিয়ান্ট, বরাবর ফার্স্ট হয়ে এসেছে। আপনার মতোই বড় অফিসার হবে।

না না ও টিচার হতে চায়। মিশনের পড়াশুনো, খাঁটি রত্ন তৈরি হয়েছে। অবশ্য তার পিছনে খরচ তো কম হয়নি। সারা জীবনের ডানহাত বাঁহাতের সবটাই ছেলের পিছনে গেছে।

কুড়ি লাখের ঘাবলা, ওদের বলো ফরর্টি সিক্সটি। নয়তো নেক্সট ডেটে তুমি কোর্টে হাজির দাও, কেস যা সাজানো আছে, তাতে পাঁচবছর ঘানি টানবেই।

হয়েছে? ঠিক আছে তোরা পাড়ায় থাক। আর বসন্তকে বল আমায় ফোন করতে।

ফোন রেখে শিহরনবাবু জগন্নাথবাবুর দিকে তাকায়। বলে - তুমি এখুনি চারটে ফোর্স নিয়ে সেন পাড়া থেকে ফেকুকে তুলে আনো।

- কিন্তু স্যর, ফেকু তো বসন্ত বাউড়ির লোক।

- আগে ছাগলকে খোঁয়াড়ে ঢোকাই, তারপর মালিককে দৌড় করাব।

- স্যর, বসন্তের শত্রু গোকুল আপনার কাছে এল বলে। ওর লোক মার্ডার হয়েছে, ছেড়ে দেবে।

- ব্যাটা আসুক, এক পার্টিতে থেকে খুনোখুনি? কথায় আছে বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা আর পুলিশে ছুঁলে বত্রিশ ঘা, এমন দমদম দাওয়াই দেব, আসুক থানায়। দক্ষিণা নেব গঙ্গাজলও ছেটাব।

কথা শেষ হতেই ফোন বেজে ওঠে, হ্যালো, না কথা শেষ করে শিহরনবাবু সিগারেট ধরান। লম্বা একটা সুখটান দিয়ে বাতাসে ধোঁয়া ছাড়েন। মুড ভালো দেখে জগন্নাথবাবু আমতা আমতা করে বলে, স্যর উপপ্রধানের কেসটা আবার কোর্টে উঠেছে। এবারও কি ড্রপ দেব ?

- ওরা কি সেটেলমেন্ট করেছে? কত দেবে?

- চল্লিশ বলছে। কথা শুনে শিহরনবাবু নড়ে বসেন।

- মানে, ইম্পসিবল। কুড়ি লাখের ঘাবলা, ওদের বলো ফরর্টি সিক্সটি। নয়তো নেক্সট ডেটে তুমি কোর্টে হাজির দাও, কেস যা সাজানো আছে, তাতে পাঁচবছর ঘানি টানবেই। আর যদি মেনে নেয়, তুমি অ্যাবসেন্ট থাকবে, তাতে বেল পেয়ে যাবে। রফা হলে ফাইল চেঞ্জ করে দেব, তুমি কেসটা নলেজে রেখো।

- ওকে স্যর, সেটেল করে দিচ্ছি।

- তাহলে নেক্সটমাসে ছেলের বাইক কিনতে

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

পারবে। আর শখ-আহ্লাদ পরের পয়সাতেই করতে হয়।

জগন্নাথের মুখে হাসি রেখা ফুটে ওঠে। শিহরনবাবু ওর কাধে হাত রেখে বলেন- যাও কাজে মন দাও, বি সিরিয়াস। আর টমকে গাড়ি বের করতে বলো, কারখানার বস্তিতে যেতে হবে। রোজ জুয়ার ঠেক বসছে।

- ওকে স্যর বলে দিচ্ছি।

পর্ব -৩

সকাল থেকেই মিশন বিদ্যামন্দিরে সাজো সাজো রব। আজ বিবেকানন্দের জন্মদিন। খুব ভোরে বারোশো স্টুডেন্ট নিয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিতানবাবু বর্ণাঢ্য প্রভাত ফেরি দিয়ে অনুষ্ঠান সূচনা করেন। স্বামী বিবেকানন্দের নানারূপের কাটআউট, শিকাগো ধর্মসভা, বেলুড় মঠ, বিবেকানন্দ রক-- এসব ছবির পাশাপাশি গেরুয়া টুপি পাগড়ি সেইসঙ্গে স্বামীজির লেখা কবিতা গান নিয়ে বিভিন্ন জনপদ পরিক্রমা করে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা। অপূর্ব শোভাযাত্রা দেখতে রাস্তার দুধারে মানুষের ঢল নামে। জানালায়, ছাদে,গাছের ডালে উপচে পড়া ভিড়, এলাকার সকলে একবাক্যে স্বীকার করে, নতুন হেডমাস্টার আসবার পর স্কুলের সবকিছু বদলে গেছে।

শোভাযাত্রা শেষে একদল ছাত্র-ছাত্রী ফল, মিষ্টি, শুকনো খাওয়ার নিয়ে হাসপাতালে রোগীদের বিতরণ করতে যায়। এদিকে শিক্ষক-শিক্ষিকারা ছাত্র-ছাত্রীদের আলাদা ঘরে রিহার্সাল শুরু করে। আজ সকল ছাত্রছাত্রী, শিক্ষকদের স্কুলেই খাওয়াদাওয়া। সবাই খুব খুশি। একদল ছাত্রকে নিয়ে পলাশ স্যর রান্না শুরু করে দিয়েছেন। ছজন রাঁধুনি। মেনুতে ভাত, মাছ, আলুপটলের দোলমা, বেগুনি, আর শেষপাতে দরবেশ।

অন্যান্য শিক্ষকেরা কমনরুমে গল্পে মশগুল। ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপে সকালের শোভাযাত্রা নিমেষে, বিশ্বময় হয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ হেডস্যর ঢোকেন। ধুতির উপর সাদা শিফন সুতোর কাজ করা গরদের পাঞ্জাবি ভিজে চুপচুপ।

- আপনারা যখন সকলে আছেন, তখন বিকালের অনুষ্ঠানের হোমওয়ার্ক সেরে ফেলি। তার আগে দীপেনবাবু বলুন, বিবেকানন্দের মূর্তি বসানোর কাজ কমপ্লিট?

- হ্যাঁ বিতান, তুমি একবার দেখে আসতে পারো।

- না-না ঠিক আছে, আসলে শিক্ষামন্ত্রী আসছেন, সবটাই যেন সুন্দর হয়। পাশ থেকে ইতিহাসের প্রবীণ শিক্ষক অভয় স্যর বলেন, বিতান যাই বলো, শিল্পীর হাতের কাজ খুব সুন্দর আর নিখুঁত। বিশেষ করে চোখ দুটো, শান্ত নির্মল, তেজদীপ্ত, সেইসঙ্গে বৈরাগ্যের অপূর্ব প্রকাশ। একবার তাকালেই মন পবিত্র হয়ে যাবে।

সহ শিক্ষকরাও সকলে সাপোর্ট করে। বিতান স্বস্তিবোধ করেন, মুখে এক নির্মল হাসি ফুটে ওঠে। বলেন সবকিছুই সম্ভব হয়েছে আপনাদের এবং স্টুডেন্টদের জন্য। অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য প্রায় দু'মাস ধরে আপনাদের পরিশ্রম - কথা শেষ না হতেই বাংলার শিক্ষক সৌমজিৎ বাবু বলেন - তুমি যাই বলো বিতান, তোমার শিক্ষারত্ন পাওয়ার পরই আমাদের আগ্রহটা বেড়ে গেছে। স্কুলের নাম সকলের মুখে মুখে। আদর্শ শিক্ষক না হলে ভালো ছাত্র-ছাত্রী গড়ে উঠবে কি করে? তুমি আমাদের গর্ব।

বিতান নিজের নাম শুনে লজ্জিত হয়। বিনয়ের সঙ্গে বলেন - আমার পুরস্কারের ষোলোআনা কৃতিত্বই আপনাদের, ছাত্র-ছাত্রীদের। পুরস্কারটা প্রধান শিক্ষক রূপে পেয়েছি। যেখানে স্কুলের অসামান্য সাফল্য বড় কথা। ব্যক্তি নয় স্কুলই বড়। অনুষ্ঠান শেষ করে কাল আমরা সকলে বসব, আগামী একবছরের পঠন-পাঠন ডেভেলপমেন্ট রূপরেখা তৈরি করব।

সবাই সম্মতি জানান। জগদীশবাবু বলেন, আমি তো আর ছ'মাস আছি, তারপর রিটায়ার্ড

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

করব, শেষবেলায় এসে তোমাকে প্রধান শিক্ষক রূপে পেয়ে আমি সত্যিই আনন্দিত।

বিতান সস্নেহে বলে - স্বামীজির কথাটা আজ বড় বেশি করে মনে পড়ছে জগদীশবাবু। তিনি বলেছিলেন - সমাজের অনুমোদন ও প্রশংসা পেলে নির্বোধ ব্যক্তিও বীরোচিত কাজ করতে পারে। কিন্তু কারওর স্তুতি প্রশংসা না চেয়ে অথবা সেদিকে আদৌ দৃষ্টি না দিয়ে সর্বদা সৎকাজ করাই প্রকৃতপক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ স্বার্থত্যাগ।

অবশেষে পশ্চিমের আকাশ লাল থাকতে থাকতেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। একটু আগেই শিক্ষামন্ত্রী বিবেকানন্দের আবক্ষমূর্তির আবরণ উন্মোচন করে গেছেন। রাজনৈতিক ব্যস্ত মানুষ তবু কথার দাম রেখেছেন। সবুজ প্রশস্ত স্কুল মাঠ। তার উত্তর ও পশ্চিমদিকে খানেক চেয়ার। সবই ভরে গেছে। অভিভাবকরা মাঠের চারদিকে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে। অতিথিরা একে একে বিবেকানন্দের ক্যানভাসে মালা দেন। ভাব-গম্ভীর পরিবেশ, প্রথমেই স্কুল পরিচালন কমিটির সভাপতি ডক্টর সৌরেন সেন বিবেকানন্দের মহান আদর্শের কথা তুলে ধরেন। তিনি স্বামীজির কোমল হৃদয়ের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে একটি গল্প শোনালেন। জনৈক প্রিয়জনের মৃত্যুসংবাদ শুনে সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ অঝোর নয়নে কাঁদছেন। পাশ থেকে একজন মন্তব্য করলেন, সন্ন্যাসীর পক্ষে শোকপ্রকাশ অনুচিত। তৎক্ষণাৎ স্বামীজি চোখের জল মুছে উত্তর দিলেন, সন্ন্যাসী হইয়াছি বলিয়া হৃদয়টা বিসর্জন দেব? সন্ন্যাসীর হৃদয় বরং বেশি কোমল হওয়া উচিত।

সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমরা সাবধানে বাড়ি ফিরো। আমার যেতে রাত হবে। শোনো মা, আমি আর মোবাইল ধরতে পারব না। রাখছি।

সারিবদ্ধ গাছপালা। কৃষ্ণচূড়া, আকাশমণি, শিমুল, কদম, রাধাচূড়া যেন হাত ধরাধরী করে গুডবয়ের মতন দাঁড়িয়ে আছে। দক্ষিণ কোণে বিরাট স্টেজ তৈরি হয়েছে। সামনে গাদা চেন সাজানো, পিছনের ব্যাক স্ক্রিনে রজনীগন্ধার বিনুনি। মেরুন কাপড়ে ফুলের সমারোহ। রজনীগন্ধার থোকা লাগানো ঠিক মাঝখানে লন্ডনের আলফ্রেড এলিশ স্টুডিওতে ১৮৯৬-তে তোলা গেরুয়া বসন পরা স্বামীজির বিখ্যাত ছবি, হাত দুটো সামনে ভাঁজ করা। নিচে দুটো লাইন - দেশের একটি কুকুর পর্যন্ত যতক্ষণ অভুক্ত থাকবে, ততক্ষণ আমার ধর্ম হবে তাকে খাওয়ানো এবং তার সেবা করা। এই লাইনটা হেডস্যার সিলেক্ট করে দিয়েছে।

মাঠের চারিদিকে বিবেকানন্দের জীবনের নানা মুহূর্তের কাট আউট দাড় করানো হয়েছে, নিচে স্বামীজির বাণী। স্টেজের সামনে হাজার

সঙ্গেসঙ্গে ছাত্রছাত্রীরা করতালি দিয়ে উঠল, সৌরেন সেন এক মুহূর্ত থেকে আবার স্বামীজির উক্তি শুরু করলেন। যে সন্ন্যাসে হৃদয় পাষাণ করতে উপদেশ দেয়, আমি সেই সন্ন্যাস গ্রহণ করি না।

উপস্থিত অতিথি সকল বাহ ! বাহ ! করে ওঠে। হঠাৎ বিতানের ফোন বেজে ওঠে, হ্যাঁ মা বলো, বাবা আমার অনুষ্ঠানে এসেছে? খুব ভালো, না- না তুমি টেনশন কোরো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমরা সাবধানে বাড়ি ফিরো। আমার যেতে রাত হবে। শোনো মা, আমি আর মোবাইল ধরতে পারব না। রাখছি।

একে একে নাচ-গান পুরস্কার বিতরণিত শেষ করে ঘোষক অবনীবাবু বলেন - সম্প্রতি আমাদের স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিতান বসু রাজ্য সরকারের

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

'শিক্ষারত্ন' সম্মানে ভূষিত হয়েছেন, সবার প্রিয় হেডস্যারের জন্য সমগ্র স্কুল আজ গর্বিত। স্বামীজির এই জন্মদিনে বিতানবাবুকে কিছু বলার জন্য মঞ্চে ডেকে নিচ্ছি ।

বিতান মোবাইল সাইলেন্ট করে লাউড স্পিকারের সামনে আসে, সামনে মাঠভর্তি ছাত্র-ছাত্রীদের নির্মল সুন্দর কচিকাঁচা মুখ, দুদিকে সারিবদ্ধ অভিভাবক, দূরে সবুজ গাছের ধ্যান মগ্ন রূপ আর চারিদিকে নানারূপে বিবেকানন্দের কাট আউট দেখে মনের গভীরে একটাই জিজ্ঞাসা, মাত্র ঊনচল্লিশের এক যুবক বিশ্ববাসীকে যে শিক্ষা দিয়েছিলেন, তিনিই প্রকৃত হেডমাস্টার। তাঁর উদ্দেশে প্রণাম করে বিতান শুরু করে - আমার পিছনে এক মহাসন্ন্যাসী আর সামনে অসংখ্য বিলে যারা কেউ শান্ত, কেউ দুরন্ত তাতে কি? বিবেকানন্দও ঠিক তোমাদের মতোই ছিলেন। বরং একটু বেশি দুরন্ত। তাইতো বিলের মা বলেছিলেন, চেয়েছিলাম শিবকে, পেলাম ভূতকে।

উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীরা হো-হো করে হেসে ওঠে। মজা পায়। বিতান দুহাত তুলে শান্ত হতে বলে। বিনম্রগলায় আবার বলা শুরু করেন - শিক্ষা মানুষকে মনুষ্যত্বের রূপ দেয়। ঈশ্বর আমাদের শরীর দিয়েছেন। বাকি সবাটাই হল জ্ঞান উপলব্ধি যা শিক্ষা থেকে প্রাপ্ত। তাই তো বিবেকানন্দ বলেছেন - তোমরা তুচ্ছ নও; দুর্বল নও, তোমরা অমৃতের সন্তান, তোমরা আনন্দ শক্তির অধিকারী।

উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবক, শিক্ষক সকলেই চুপ করে শোনে। বিতানের ফর্সা গোল মুখমণ্ডল, ছোট করে কাটা চুল, দোহারা চেহারা সেইসঙ্গে দীপ্ত কণ্ঠে- সকলেই যেন হেডস্যারের মধ্যে স্বামীজির আদর্শকে খুঁজে পায়। মাত্র একবছর এসেই স্কুলের পরিবেশ পঠনপাঠন পাল্টে দিয়েছেন। চারদিকে ফুলের গাছ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্কুল, ডিসিপ্লিন, রোজ মেরিটেশন, শরীরচর্চা, এককথায় তার আদর্শ যেন স্কুলের প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীদের শিরা উপশিরায় প্রবাহিত হচ্ছে। স্কুল টাইমের পর দুর্বল স্টুডেন্টদের স্পেশাল ক্লাস নেওয়া, খেলাধুলা, গানবাজনা, নাটক, আবৃত্তি, অভিনয় আলাদা গ্রুপ করে তাদের উৎসাহিত করা এমনকি সন্ধের পর দুঘণ্টা অভাব-অভিযোগ শোনা - এসব কর্মকান্ড দেখে এলাকার লোকজন একবাক্যে স্বীকার করেন, বাবা দারোগা হলেও ছেলেকে আদর্শবান রূপে গড়ে তুলেছেন ।

পর্ব -৪

রাত্রি দশটা কুড়ি, অনুষ্ঠান অনেকক্ষণ শেষ হয়েছে। উপস্থিত সকলে বাড়ি চলে গেছে। কমনরুমে বিতান, জগন্নাথবাবু আর ঘণ্টা বাজায় সুনীল কথা বলছে। জগন্নাথবাবু তাহলে আপনি রাতে থাকছেন?

হ্যাঁ বিতান, এছাড়া উপায় কি? পায়রাডাঙার শেষ খেয়া দশটায়, তারপর বাস। সুতরাং বাড়ি পৌঁছনো সম্ভব নয়।

ও কে, তাহলে সুনীল, তুমি ল্যাবরেটরি রুমে স্যারের শোয়ার ব্যবস্থা করে দাও ।

সুনীল ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়।

জগন্নাথবাবু বলেন, তাহলে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? চট করে যা। তবু সুনীল দাঁড়িয়ে থাকে। কিছু একটা বিতানকে বলতে যাবে। বিতান বলে ওঠে - কি, সুনীল কিছু বলবে ?

-রাত হচ্ছে স্যর, মেয়ের কলেজে ভর্তির ব্যাপারটা...

ওহো, কাল তো টাকা লাগবে। কত যেন?

-ছ'হাজার স্যর ।

- ঠিক আছে, তুমি কাল সকাল আটটায় আমার বাড়ি চলে এসো । আমি না থাকলেও আমার মায়ের কাছে টাকা রাখা থাকবে।

- ঠিক আছে স্যর। ধান উঠলেই - সুনীলের কথা শেষ হয় না। বিতান বলে ওঠে, শোধ কেন? ওটা তো আমি বনানীকে গিফট করলাম। কত ভালো রেজাল্ট করেছে। তিনটেতে লেটার মার্কস। আমাদের স্কুলের গর্ব। ওর জন্য এইটুকু করতে পারব না?

কথা শুনে সুনীল আনন্দে চোখ মুছতে মুছতে

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

দ্রুত চলে যায়। জগন্নাথবাবু টিপ্পুনি দেন, বিতান তুমি কিন্তু এইসব শ্রেণির লোকদের চেনো না। এরা তোমার টাকা কোনওদিন শোধ দেবে না।

- সে তো আমি আশা করিনি। আর আমার গচ্ছিত টাকা যদি সমাজের কাজে লাগে, তাতে তো সমাজের মঙ্গল।

- এবার জগন্নাথবাবু বেশ কর্কশ স্বরে বললেন, দেখো বিতান অর্থ সাহায্য করে কোনওদিন সমাজের উপকার হয় না, তুমি বরং

- আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি কিন্তু যে-দেশে ষাট শতাংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে সেখানে অর্থনৈতিক সহযোগিতা একটা বড় দায়। আর টাকাতো পেট চালানোর জন্য দিচ্ছি না, শিক্ষার জন্য দিচ্ছি।

- সেকি তুমি দেখতে গেছ?

আমাকে পায়নি বলে মা বারবার ট্রাই করেছে। জগন্নাথবাবু বলেন, তাহলে বিতান আমি ল্যাবে যাই, তুমি বাড়ি গিয়ে রেস্ট নাও।

বিতান বারান্দায় আসে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বাড়িতে ফোন করে। এনগেজড পায়। বাইক বের করে স্টার্ট দেয়। মাত্র দশ মিনিটের পথ। হুস করে চলে আসে। গেটে ঢুকতেই দেখে উঠোনে জটলা, বিপুলকাকা, মধুজ্যাঠা, গুপি সকলেই বিতানকে দেখে কাছে আছে। বাইকের শব্দ পেয়ে মা ঘর থেকে ছুটে এসে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। তোর বাবাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কোথায় আবার চলে গেল। রাস্তায় কি বিপদ ঘটাবে।

- ঠিক আছে কান্নার কি আছে ? আশপাশে কোথায় গেছে, চলে আসবে।

হ্যাঁ মনে হয়। কারণ সদর খোলা, গোলঘরে বাবার আলমারিও লন্ডভন্ড। আলনার জামা-প্যান্ট এলোমেলো।

- কেন দেখব না, ও তো ফর্ম দেখিয়েছে। আর কালনা কলেজের ওয়েবসাইট আমিই দিয়েছি।

জগন্নাথবাবু হেরে যাওয়া বেড়ালের মতো অন্যদিকে তাকিয়ে ফুসতে থাকেন। বলেন, তোমার টাকা তুমি যা পারো করো। দানছত্র বেশি ভালো না। বিতান আলতো হেসে বলেন, জগন্নাথবাবু বিবেকানন্দই বলেছেন - যারা ভালো হতে কিংবা ভালো কাজ করতে চেষ্টা করছে, তাদের সাহায্য করো। জগতের ঘৃণা ও উপহারের দিকে আদৌ লক্ষ না রেখে অকুতোভয়ে নিজ কর্তব্য করে যেতে হবে।

হঠাৎ বিতানের খেয়াল হয় মোবাইলটা সাইলেন্ট হয়ে আছে। নর্মালে আনে। কিন্তু বাড়ি থেকে আটটা মিসকল, কি ব্যাপার। বুকের ভিতরটা কু-ডাক দেয়, বাবা-মা কারওর শরীর খারাপ হল? পরক্ষণেইভাবে না-না রাত হয়েছে

- দিব্যি সন্ধেবেলার স্কুলের অনুষ্ঠান দেখছিল। নাচ-গান শুনল। তোর বক্তৃতা শুরু হতে উঠে পাশে দাঁড়াল। আমি ভাবলাম অতক্ষণ বসে তাই হয়তো দাঁড়িয়েছে। আমি চেয়ারে বসেছিলাম ।

- তারপর। তুমি কখন বুঝতে পারলে ? বিতান জিজ্ঞেস করে।

- তোর কথা শেষ হতেই আমি বেরিয়ে খোঁজাখুঁজি করি। না পেয়ে বাড়ি আসি।

- বিতান ব্যস্ত হয়ে জানতে চায়, বাবা কি বাড়ি এসেছিল?

- হ্যাঁ মনে হয়। কারণ সদর খোলা, গোলঘরে বাবার আলমারিও লন্ডভন্ড। আলনার জামা-প্যান্ট এলোমেলো।

পাশ থেকে মধুজ্যাঠা বলে - মাথাখারাপ হলে যা হয়। গুপী, সায় দেয়। আগেই ডাক্তার দেখানো উচিত ছিল।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

বিতান কিছু না-বলে মাকে নিয়ে সোজা ঘরে চলে যায়। যেতে যেতে বলে, জ্যাঠা তোমরা একটু দাঁড়াও, আমি আসছি। মা ছেলেতে তিনতলায় যায়। গোলঘরটায় একসময় দাদু-দিদুন থাকত।

দিদুন মারা যাওয়ার পর দাদু একাই থাকত। কিছু বইপত্র, রামকৃষ্ণ সারদা বিবেকানন্দের বাঁধানো ফটো। আর দিদুনের শখের মেহগিনি কাঠের ড্রেসিং টেবিল। এই ছিল গোলঘরের আসবাব, আর ছিল দাদুর শিকার করা হরিণের দুটো শিং।

বিতান ঘরে একবার চোখ বুলিয়ে বুঝতে পারে বাবা ঘরে এসেছিল এবং জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করেছে। মা ধপ করে খাটে বসে। বিতান টেবিল, আলমারি আলনা ভাল করে দেখে। কিছু বুঝে উঠতে পারে না। জিজ্ঞাসা করে

- মা,বাবার আটপৌরে জামা-কাপড় ঠিক আছে?

- হ্যাঁ ওই তো আলনায়।

- এবার দেখো, আলমারিতে তোলা জামা-কাপড় ঠিকঠাক?

- মা উঠে দেখে বলে, এইতো ছ'টা শার্টের চারটে আছে। প্যান্ট পাঁচ-ছ'টা ছিল, দুটো আছে, গেঞ্জিগুলো নেই।

- তার মানে, বাবা জামা-কাপড় নিয়ে কোথাও - কথা শেষ হয় না মা চেঁচিয়ে ওঠে -ও বিতান টুরিস্টব্যাগটা সকালে বাবা উপরে আনে, দুপুরে আমি এই খাটের কোনায় দেখেছি এখন নেই।

বিতান খোলা জানালায় চোখ রাখে। বাইরে চারদিক অন্ধকার। দূরে ডাক্তারবাবুদের আমবাগানে বিশাল গাছগুলো দৈত্যাকারে দাঁড়িয়ে। অনুদের বাড়ির কুপির আলো তিরতির করে কাঁপছে। রাত জেগে মা-বেটিতে বিড়ি বাঁধে। নিতাই গয়লার গাইটা সমানে ডাকছে। বিতানের এই প্রথম মনের গভীরে একটা চাপা ভয় উঁকি মারে। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে শিশুর মতো কেঁদে ওঠে। শুধু অশ্রুজল বাইরে আসে না। চোখ ভেজে না। ভেজা বসনের মতো ধীরে ধীরে বাষ্পায়িত হয়। হঠাৎ একটা ভাঁজ করা কাগজ দিয়ে বলে, দেখ তো বিতান বালিশের নিচে থেকে পেলাম। বিতান ভাঁজ খোলে। বাবারই হাতের লেখা। তবে লাইন বেঁকে গেছে, মা শুধায় বাবার চিঠি জোরে পড়

- শ্রীমান বিতান, আজ স্কুল মাঠে তোমার বক্তৃতা শোনার পর নিজের প্রতি ঘৃণায় স্থির থাকতে পারলাম না। তোমার সততা, শিক্ষার প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য এবং শিক্ষারত্ন সম্মান গর্বিত পিতা হিসেবে আমিই ষোলোআনা অংশীদার। কিন্তু পরক্ষণেই যখন মনে পড়ল আমার অসৎ পথের উপার্জিত অর্থে তোমার এই গৌরবময় বর্তমান, তখন লজ্জায় ঘৃণায় আমি তোমার সামনে দাঁড়াতে পারছিলাম না। তাই তো তুমি নর্থ বেঙ্গল থেকে ট্রান্সফার হয়ে এখানে আসবার পরে আমি গোলঘরে গৃহবন্দি হয়ে গেলাম। জীবনের সব বিলাসিতার পর নিজের মিথ্যে মর্যাদা সম্মান নিয়ে যখনই তোমার সামনে দাঁড়িয়েছি তখন লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেছে। - বিতান থামে

পাশে দাঁড়ানো মা ডুকরে কাঁদছে। বিতান চিঠি পড়ে চলে, আজ বুঝতে পারি, কালোটাকার মিথ্যে বেসাতি করে কোনওদিন প্রকৃত মানুষ হওয়া যায় না। আর যখন সেই কথাটা মাইকে তুমি সবাইকে বলছিলে, তখনই সিদ্ধান্ত নিলাম একমুহূর্ত আর এখানে থাকা যাবে না। প্রথমে ভেবেছিলাম আত্মহত্যা করব, কিন্তু তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত বদল করলাম। আমি চলে যাচ্ছি বিতান, মাকে দেখো। আমি বেঁচেই থাকব। কিন্তু আমার খোঁজ কোরো না।

বিতান ধপ করে বসে পড়ে। মা চোখের জল মুছে বিতানের মাথায় হাত বোলায়। বলে, শরীর খারাপ লাগছে ?

বলেই মা অঝোরে কাঁদতে থাকে। বিতান বাকরুদ্ধ হয়ে যুগনায়কের মুখটা একবার দেখে, বুকের গভীর থেকে জগদ্দল পাথরটা একনিমেষে সরিয়ে জিজ্ঞেস করে - হে সন্ন্যাসী, তোমার আদর্শ কেন মায়ের চোখে জল এনে দিল?

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

পুজোর সময় নিজেকে

ফিট এবং সুন্দর রাখুন

প্রবন্ধ ৪

আগমনি ১৪৩১

রেশমী মিত্র

পুজোর আগে থেকেই নিজেকে সুন্দর, ফিট রাখা এবং ওজন কমানোর দাওয়াই দিলেন পুষ্টিবিদ রেশমী মিত্র

পুজোর আগেই ওজন কমান সুন্দর থাকুন

মাস ঘুরলেই দুর্গাপুজো। তাই আর বেশি দূরে নয়। অনেকেই আছেন যাঁরা পুজোর আগে নিজেদের ওজন কমাতে আগ্রহী। প্রথমে আমি কিছু সাধারণ টিপস দেব যার দ্বারা দ্রুত আপনাদের ওজন কমাতে পারবেন।

প্রথমত সুষম খাবার খান:

প্রক্রিয়াজাত খাবার বর্জন করুন এবং তার পরিবর্তে আরও ফল, শাকসবজি, চর্বিহীন প্রোটিন এবং পুরো শস্য (whole grain) খাওয়ার দিকে মনোনিবেশ করুন। এর ফলে কম ক্যালরি গ্রহণ করে যেমন একদিকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি লাভ করা যায় তেমনই অন্যদিকে খিদের অনুভূতিকে কম করা যায়।

পর্যাপ্ত জল খান:

খাবারের সঙ্গে পর্যাপ্ত জল খেলে দ্রুত পেট ভরার অনুভূতি তৈরি, যা আমাদের খিদে এবং খাদ্যগ্রহণ কমাতে পারে। একটি ২০১৯ মেটা-বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে উচ্চ-ক্যালোরিযুক্ত পানীয়গুলিকে জল দিয়ে প্রতিস্থাপন করা আপনার প্রতিদিনের জল খাওয়ার পরিমাণ বাড়ানোর চেয়ে বেশি কার্যকর।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

চিনিযুক্ত পানীয় এড়িয়ে চলুন:

চিনিযুক্ত পানীয় যেমন জুস, সোডা, মিষ্টি কফি এবং চা এবং অ্যালকোহল প্রভৃতি আমাদের ওজন বাড়াতে সাহায্য করে। তাই ওজন কমাবার জন্য এই জিনিসগুলোকে এড়িয়ে চলতেই হবে এবং এই খাবারগুলোকে এড়িয়ে চললে হার্টের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে ডায়াবেটিসও প্রতিরোধ হবে ।

মানসিক চাপ কমানোর চেষ্টা করুন:

উচ্চ মানসিক চাপ হরমোনের ভারসাম্যকে ব্যাহত করতে পারে এবং শরীরে এমন হরমোন তৈরি করতে পারে যা খিদে বাড়ায়। এক্ষেত্রে আমার পরামর্শ হল আপনারা যোগব্যায়াম করুন কারণ যোগব্যায়াম মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করতে পারে এবং ওজন কমাতেও সাহায্য করতে পারে। গবেষকরা খুঁজে পেয়েছেন যে কম-ক্যালোরি খাবারের পাশাপাশি আট-সপ্তাহের স্ট্রেস-ম্যানেজমেন্ট কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে যাদের ওজন বেশি বা স্থূলতা রয়েছে এমন শিশু এবং কিশোর-কিশোরীদের বডি মাস ইনডেক্স (BMI) উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।

ক্যালোরি হিসেব করে নিজের খাবার খান:

প্রত্যেকে নিজেদের ওজন উচ্চতা এবং শারীরিক কার্যকলাপের ভিত্তিতে ক্যালরির হিসেব করে নিন এবং সেই অনুযায়ী খাবার গ্রহণ করুন, এটি একটি কার্যকর উপায় হতে পারে।

প্রচুর ফাইবার খাওয়া প্রয়োজন:

ওজন কমাবার জন্য প্রচুর পরিমাণে ফাইবার খাওয়া প্রয়োজন কারণ ফাইবার জাতীয় খাবার আমরা যত বেশি খাব তত আমরা তাড়াতাড়ি পেট ভরার অনুভূতি লাভ করতে পারি, তার ফলে আমাদের খাওয়ার পরিমাণ কম হয়।

ফাইবার সমৃদ্ধ খাবারের মধ্যে রয়েছে:

হোল গ্রেন, যেমন পুরো-গমের পাস্তা, হোল গ্রেন আটার রুটি, ওটস, বার্লি, ফল, বিভিন্ন ধরনের সবজি, মটর, মটরশুঁটি, ডাল, বাদাম এবং বিভিন্ন ধরনের বীজ ।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়ার ভারসাম্য রক্ষা করা:

মানুষের অন্ত্রে প্রায় ৩৯ ট্রিলিয়ন ব্যাকটেরিয়া-সহ বিপুল সংখ্যক এবং বিভিন্ন ধরণের অণুজীব রয়েছে।কিছু খাবার অন্ত্রে ভাল ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বাড়াতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে: বিভিন্ন ধরনের ফল, শাকসবজি এবং শস্য অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়ার বিশ্বস্ত উৎস। প্রত্যেকের একটা নিশ্চিত করা উচিত যাতে শাকসবজি এবং অন্যান্য উদ্ভিদ-ভিত্তিক খাবার তাদের মোট খাবারের ৭৫ শতাংশ অন্তর্ভুক্ত করে। প্রিবায়োটিক খাবার: এগুলো ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্যকারী কিছু ভালো ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি ও কার্যকলাপকে উদ্দীপিত করে। প্রিবায়োটিক ফাইবার অনেক ফল ও সবজিতে পাওয়া যায়, বিশেষ করে চিকোরি রুট, আর্টিকোক, পেঁয়াজ, রসুন, অ্যাসপারাগাস, লিকস, কলা এবং অ্যাভোকাডো। এটি ওটস এবং বার্লির মতো শস্যেও রয়েছে।

রাতে ভালো ঘুম হচ্ছে কিনা দেখুন :

অসংখ্য গবেষণায় দেখা গেছে যে প্রতি রাতে 5-6 ঘন্টার কম ঘুম স্থূলতার বৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত। এর পেছনে বেশ কিছু কারণ রয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে যে অপর্যাপ্ত বা নিম্নমানের ঘুম সেই প্রক্রিয়াটিকে ধীর করে দেয় যেখানে শরীর ক্যালোরিকে শক্তিতে রূপান্তর করে, যাকে বলা হয় বিপাক (Metabolism)। যখন বিপাক ধীর গতি সম্পন্ন হয়, তখন শরীর চর্বি হিসাবে অব্যবহৃত শক্তি সঞ্চয় করে। এছাড়াও, দুর্বল ঘুম ইনসুলিন প্রতিরোধ তৈরি করতে পারে এবং কর্টিসলের মাত্রা বাড়াতে পারে, যা চর্বি সঞ্চয়কেও বৃদ্ধি করে।কেউ কতক্ষণ ঘুমায় তা খিদে নিয়ন্ত্রণকারী হরমোন লেপটিন এবং ঘেরলিনের নিয়ন্ত্রণকেও প্রভাবিত করে। লেপটিন মস্তিষ্কে পূর্ণতার সংকেত পাঠায়।

চর্বিহীন শরীর পেতে চাইলে নিয়মিত ব্যায়াম করা ভালো। কিন্তু ব্যস্ত রুটিনে তা কয়জন পারে! হয় বাড়ির কাজ বা অফিসের কাজে সময় লাগে। ব্যায়াম আলাদাভাবে করা হয় না। কিন্তু পুজো এলেই সবাই নিজেকে আরও সুন্দর, আকর্ষণীয় করে তুলতে চায়। কিন্তু পুজোর আর মাত্র কয়েক দিন বাকি, এই কয়েক দিনে ওজন কমাতে পারেন কীভাবে? শারীরিক শিক্ষার পাশাপাশি নিয়ম মেনে এসব খাবার খান।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

প্রতিদিনের খাবার তালিকা কেমন হওয়া উচিত

সকালে ঘুম থেকে উঠে মেথি বা জিরে ভেজানো জল

সকাল নটার মধ্যেমধ্যে ব্রেকফাস্ট খান: নিয়ম করে সকাল নটার মধ্যেমধ্যে ব্রেকফাস্ট খান। দেরি করবেন না। জলখাবারে খান চিঁড়ে, ওটস, ডালিয়া এগুলো খান এগুলোতে রয়েছে ফাইবার যা স্বাস্থ্যের এবং ওজন কমাবার জন্য অত্যন্ত ভালো। এই খাবারগুলি আমাদের পেট ভরিয়ে রাখে অনেকক্ষণ। এর সঙ্গে ১৫০ মিলিলিটার দুধ বা ১০০ গ্রাম টক দই। সাথে চিয়া সিডস, ফ্লেক্স সিডস , সানফ্লাওয়ার সিডস নিতে পারেন।

সকাল সাড়ে দশটা এগারোটা নাগাদ ফল খান।

দুপুর দেড়টার মধ্যে লাঞ্চ খান: ব্রাউন চালের ভাতের সঙ্গে ডাল, সবজি , মাছ /চিকেন /পনির / সয়াবিন খান সঙ্গে থাকা উচিত ৭৫ গ্রাম টকদই এবং স্যালাড। সঙ্গে রাখুন পনির।

বিকেল পাঁচটা নাগাদ নিন রোস্টেড মাখানা, সঙ্গে এক কাপ গ্রিন টি চিনি ছাড়া ।

ডিনার সেরে নিন রাত ৮ টার মধ্যে: চিকেন স্যুপ/ ভেজিটেবল /মাশরুম স্যুপ খান রাতে।

পুজোর আগে এই একমাস আপনার নিজের যত্ন নিন। প্রতিদিন নিয়ম করে ত্বকের যত্ন নিন। কয়েকটি সাধারণ নিয়ম মেনে চললেই হবে। খুব সাধারণ সিটিএম পদ্ধতি ব্যবহার করুন, আসলে এই সিটিএম পদ্ধতির সম্পূর্ণ কথা হল ক্লিনজিং-টোনিং-ময়শ্চারাইজিং (Cleansing Toning Moisturizing)। ত্বকের যত্নে বা রূপচর্চায় একদম প্রাথমিক বিষয়ই হল এটি। আপনি যদি নিয়মিত এই বিষয়টি মেনে চলতে পারেন, তাহলেই আপনি পেতে পারেন একটি নিখুঁত দাগ-ছোপহীন ত্বক। তবে এই রুটিন দিনে অন্তত দুবার মেনে চলতে হবে আপনাকে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

প্রবন্ধ ৫

আগমনি ১৪৩১

কমলেন্দু সরকার

ছবির মূল কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ ছিল সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে দুর্গাপুজো

ভাদুরিয়ার রাজা জগৎনারায়ণের বাসন্তীপুজোর জাঁকজমক দেখে তাহিরপুরের রাজা এবং পরবর্তী সময়ে গৌড়সম্রাট রাজা কংসনারায়ণ আয়োজন করলেন শরৎকালে আশ্বিনের দুর্গাপুজো। রামচন্দ্রও করেছিলেন অকালবোধন। তার কারণ, এইসময় দেবতারা ছ'মাস ঘুমোতে যান। তাই রাবণ বধের উদ্দেশ্যে দেবী দুর্গাকে জাগিয়ে তাঁর পুজো করলেন রামচন্দ্র। রাজা কংসনারায়ণও আশ্বিনে অকালবোধন করে বাঙালিকে জাগিয়ে তুলেছিলেন। তিনি ছিলেন সেইসময়কার বাঙালি হিন্দু সমাজের নেতা। রাজা কংসনারায়ণ বুঝেছিলেন, বাসন্তী দুর্গাপুজো যতই অনুকূল সময়ে হোক না কেন, শরতের অকালবোধনই জনপ্রিয় হবে। তাই হল। আজ তো বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব আশ্বিনের দুর্গাপুজো।

এই দুর্গাপুজো বা অকালবোধন ক্রমশ বাঙালির জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেল, আজও আছে। ফলে, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সিনেমাতেও দুর্গাপুজো একটা জায়গা করে নিল। আমি সিনেমার কথাতেই যাব। যে-সব সিনেমার মেরুদণ্ডই হচ্ছে দুর্গাপুজো। কিংবা দুর্গাপুজো ছবিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দখল করে আছে। তবে আমার আলোচ্য বিষয় সত্যজিৎ রায়ের ছবি।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

পঞ্চাশের দশকে যে-বাংলা ছবি সারা বিশ্বের মানচিত্রে ভারতীয় চলচ্চিত্রকে জায়গা করে দিল, সেই 'পথের পাঁচালী'তে পরিচালক সত্যজিৎ রায় চমৎকার ব্যবহার করলেন দুর্গাপুজো। যদিও তিনি ব্রাহ্ম, পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস করেন না। তা না-করতেই পারেন। কিন্তু তার ছায়া ছবিতে পড়বে কেন! পড়েওনি, পড়তেও দেননি পরিচালক সত্যজিৎ রায়। পুজো যে নিছক কোনও ধর্ম নয়, ঈশ্বর বিশ্বাসের কথা বলে, তাও নয়। পুজো হল মিলন, ধনী দরিদ্রের ভেদাভেদ মুছিয়ে দেয়, মানুষ আনন্দে মেতে ওঠেন সমস্ত দুঃখ ভুলে, কোনও পরিবারে আবার দেবী দৈনন্দিন যাপনে জড়িয়ে পড়েন, ফলে দেখা যায় প্রভূত সমস্যা। সেইসব চিত্রই উঠে এসেছে সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে।

যেই ঢাকের শব্দ এল অপু, দুর্গা-সহ নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের ছোটরা ছুটল, তখনই বুঝতে পারল তারা রায়বাড়ির দুর্গাপুজো শুরু। ঢাকের শব্দে অপু, দুর্গা আর গ্রামবাসীর মন নেচে ওঠে, তেমনই প্রতিটি দর্শকেরও মন, চোখ ভরে ওঠে সুব্রত মিত্রের ক্যামেরায় ধরা গ্রামের দৃশ্য, কাশবন, আদিগন্ত খোলা মাঠ দেখে! শরতের প্রকৃতির এক ভিন্ন রূপ আছে, যে-রূপ অধরা ছিল অপু-দুর্গার কাছে। সেই প্রকৃতির মাঝে উধাও ছুটে চলে ভাই-বোন। অপুর মাথায় অপটু হাতে তৈরি রাঙতার মুকুট। বারবার গোঁফ লাগানোর চেষ্টা। আগের দিন রাত্রে বিস্ফারিত চোখে দ্যাখে যাত্রা। ওই যাত্রা তার ভিতর ঘুরপাক খায়। তাই যখন অপু নকল গোঁফ লাগানোর চেষ্টা চালায় তখন শোনা যায় যাত্রার চিরাচরিত কনসার্ট। তারপর সে মুকুট পরে।

অপুর মধ্যে মানসিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। অপু যখন নিজেকে যাত্রার এক চরিত্র মনে করে সাজতে চেষ্টা করে তখন দিদি দুর্গাকে সাহায্য করার জন্য ডাকে না। মাকে বলে মুকুটটি বেঁধে দেওয়ার কথা। পরে বোঝা গেল কারণটা। অপু মুকুটটি তৈরি করেছে দিদির সযত্নে রাখা রাংতা থেকে। এই ভাই-বোনের খুনসুটি এবং মা সর্বজয়ার আগমন। সবমিলিয়ে প্রকাশিত হয় অসাধারণ এক চিত্রমায়া, যা অভাবনীয়! এ-বুঝি সত্যজিৎ রায়ের পক্ষেই সম্ভব। দুর্গাপুজোর রাতের যাত্রায় অপু নতুন এক শিল্পজগতের খোঁজ পায়! গ্রামের লোকসংস্কৃতিতে, লোকজীবনের ঐতিহ্য। দুর্গাপুজো, যাত্রা, অপুর যাত্রার একটা চরিত্র হয়ে ওঠার চেষ্টা তারপর দিদি দুর্গার হাতে ধরা পড়ে যাওয়া, গরু খোঁজার জন্য উন্মুক্ত প্রান্তরে দিদির পিছু দৌড়--- মানুষ প্রকৃতি এক হয়ে যায় সত্যজিৎ রায়ের ক্যামেরায়, ভাবনায়। অসাধারণ এক চিত্রকল্প নতুন সিনেমার ভাষা সৃষ্টি করে। বাল্যে অপুর দেখা যাত্রা পরবর্তী সময়ে 'অপরাজিত', 'অপুর সংসার'-এও তার প্রভাব দেখা যায়। সবমিলিয়ে সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী'র দুর্গাপুজো বাংলা ছবিতে এক নয়া সিনেমা ভাষা এবং দিগন্তের সৃষ্টি করে। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার দুর্গাপুজো মানেই শরৎ কাল। আর শরতের প্রকৃতি সবচেয়ে সুন্দর থাকে। বিগত বর্ষার জলে প্রকৃতি ধুয়েমুছে পরিষ্কার হয়ে থাকে। নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা ভেসে চলে একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে। চারিপাশের সবুজ আরও সবুজ। তারই মাঝে সাদা কাশের মিলন, সেইসব চিত্রকল্প পাওয়া যায় কেবল শরতেই। 'পথের পাঁচালী'-তে তাই পাই শরতের রূপমাধুরী। যা উঠে আসে সুব্রত মিত্রের ক্যামেরায়।

সত্যজিৎ রায়ের 'দেবী'র শুরুতেই দেখি প্রতিমা তৈরি হচ্ছে। দেবীর মুখমণ্ডল সাদা। তার ওপর টাইটেল কার্ড পড়ে। ক্রমশ চক্ষুদান হয়। রং হয়। ডাকের সাজে সজ্জিতা দেবী দুর্গা। জমিদার কালীকিঙ্করের বাড়ির দুর্গাপুজো শুরু ঢাকের শব্দে। কাঁসর-ঘণ্টার শব্দ আসে। পঞ্চপ্রদীপ হাতে ব্রাহ্মণ পুরোহিত পুজো করছেন। দেখা যায়, বলি দেওয়ার জন্য একজন খাঁড়া প্রস্তুত। খাঁড়া নামিয়ে বলি দিতে উদ্যত। ক্যামেরা ওই ভয়ংকর দৃশ্য পেরিয়ে চলে আসে আকাশে। দেখা যায় আতসবাজির খেলা। উমানাথের কাঁধে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র। আর পাশে তার স্ত্রী দয়ামযী। দুর্গাপুজো 'দেবী' ছবির কাঠামোটা তৈরি করে। দুর্গাপুজোর সম্প্রসারিত রূপ দেখতে পেলাম কালীকিঙ্কর যখন স্বপ্নে দেবীর ত্রিনয়ন দেখলেন। ভাল করে লক্ষ করলে দেখা যাবে ওই ত্রিনয়নের আদল একেবারে বাড়িতে পূজিত দেবী দুর্গার মতো। যদিও

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

বাড়িতে নিত্য পুজো হয় মা কালীর।
কালীকিঙ্কর যে-রাতে দেখেন দেবীর দু'টি চোখ মিলিয়ে গিয়ে ত্রিনয়ন এসে মিশে যাচ্ছে পুত্রবধূ দয়াময়ীর ভালে, সেই রাতেই দেখে গেছিল শোয়ার আগে কালীকিঙ্করের পায়ে তেল মালিশ করে দিচ্ছেন দয়াময়ী। কালীকিঙ্কর বেশ আরামবোধ করছিলেন তেল মালিশে। তাছাড়াও দয়াময়ীর কাছে শুনতে চায়ছিলেন তিনি পুত্র উমানাথের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা। এখানে কোথাও যেন লুকিয়ে থাকা যৌন উত্তেজনার আভাস মেলে কালীকিঙ্করের কথায়! শ্বশুরমশাইয়ের কথায় বেশ লজ্জা পাচ্ছিলেন দয়াময়ী, তা বোঝা যাচ্ছিল বেশ। যাইহোক, কালীকিঙ্কর স্বপ্ন দেখার পর খড়মের খট খট শব্দ তুলে আসেন দয়াময়ীর ঘরের সামনে।
দেখা যায়, দয়াময়ী দরজা খুলে বাইরে আসতেই কালীকিঙ্কর জোড়হাতে বলেন, "এতদিন বলিসনি কেন মা?" বলে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেন। বড় পুত্র হালকা করে প্রতিবাদ করলেও ধোপে টেকে না। আসলে, সামন্ত প্রভুরা ছিলেন তাঁরাই আইন। যেটা বলেন সেটাকেই মানতে হবে। ঘরে বাইরে সর্বত্র। তাই জ্যেষ্ঠ পুত্র তারাপ্রসাদও বাধ্য হন সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতে। সাধারণ এক গৃহবধূর মধ্যে দেবীত্ব আরোপ করা হয়। দয়াময়ী শুধু যে নিজে পাল্টালেন তা নয়, বাড়ির সকলের সঙ্গেই তাঁর দূরত্ব তৈরি হল। এমনকী বাচ্চাটির সঙ্গেও। গ্রামে গ্রামে রটে গেল দয়াময়ী সাধারণ কোনও নারী নন, দেবী।
দয়াময়ীকে দেবীর আসনে বসিয়ে পুজো শুরু হল। পুজো শেষে দেবী দুর্গার বেদীতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন দয়াময়ী। ধুপ, ধুনোর ধোঁয়া, গন্ধের সঙ্গে তাঁকে গ্রাস করেছে কাঁসর, ঘণ্টার শব্দও। কালীকিঙ্কর কাছে এসে নীচু গলায় বললেন, "কী হল মা!" দয়াময়ীর কাছ থেকে কোনও সাড়াশব্দ না-পাওয়ায় তিনি বললেন, "মা, সমাধিস্থ হয়েছেন।"
পুনরায় সামন্ত প্রভুর অটল বিশ্বাস 'দয়াময়ী সমাধিস্থ' হয়েছেন। সেই বিশ্বাস থেকে কালীকিঙ্করকে টলানোর ক্ষমতা কারওরই নেই। হয়তো এর প্রতিবাদ করতে পারতেন আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত কনিষ্ঠ পুত্র এবং দয়াময়ীর স্বামী উমানাথ। কিন্তু তিনি তো অনুপস্থিত। পরবর্তী সময়ে খবর পেয়ে উমানাথ আসেন। ততদিনে দয়াময়ী আর দয়াময়ীও নেই।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

উমানাথ দেখেন, তাঁর দয়াময়ীর চোখ বসা, কাজল ধ্যাবড়ানো, আলুথালু বেশ! সমস্ত গয়না বার করে সাজছে। উমানাথের দিকে হার নিয়ে এসে দয়াময়ী বলেন, "পরিয়ে দাও তো।" উমানাথ বলেন, "কেন?" দয়াময়ী বলেন, "আমি যাব যে।" উমানাথ বলেন, "কোথায় যাবে দয়া?" দয়াময়ী বলেন, "পালিয়ে যাব। নইলে এরা মেরে ফেলবে!" যে-দয়াময়ীর একসময় ধারণা হয়েছিল, তিনি সত্যিই হয়তো 'দেবী'! কিন্তু পরে তিনি আত্মোপলব্ধি করেন, সবটাই মিথ্যা। হয়তো উমানাথের থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার সামন্ত প্রভুর এক খেলা। না, দয়াময়ী আর পুতুল নাচের 'পুতুল' হয়ে থাকতে চাইলেন না। কিন্তু ভয় পেলেন শ্বশুর কালীকিঙ্করকে। কিন্তু দয়াময়ী মুক্তি চান এই 'দেবী দেবী খেলা'র হাত থেকে। তিনি কী পালাতে চাইলেন জমিদারবাড়ি থেকে! পরবর্তী সময়ে দয়াময়ীর কার্যকলাপ তারই ইঙ্গিত করে। পরিচালকও তারই ইঙ্গিত দিলেন দর্শকদের।

উমানাথকে নিয়েই পালিয়ে যেতে চান দয়াময়ী। উমানাথ তাঁকে আটকাতে চান। উমানাথের হাত ছাড়িয়ে বাড়ির বাইরে আসেন দয়াময়ী। তারপর দয়াময়ী মিলিয়ে যান কুয়াশামোড়া বিস্তীর্ণ এক মাঠে। শোনা যায়, উমানাথের কণ্ঠ, "দয়া, দয়া...।" ছবির শেষে দেখা যায় শুরুর সেই দৃশ্য দেবী দুর্গার সাদা রং করা মুখ। যার চক্ষুদান হয়নি, তাই প্রাণ নেই মূর্তির, মৃত। বোঝা যায়, দেবীত্ব আরোপ করা দয়াময়ী আর নেই।

কিন্তু দুর্গাপুজোর বিজয়া দশমীর দিন জন্ম হয়েছিল বাংলা সিনেমার এক তারকার। ঠাকুর জলে পড়ার ঠিক পূর্বমুহূর্তে হঠাৎই পড়ে যান শঙ্করদা। মারা যান। তাঁর থিয়েটার দলের হিরো অরিন্দম বলেন, "থ্রম্বোসিস।" বাংলা ছবির মহানায়ক অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়ের হয়তো আর মহানায়ক হওয়া হত না, যদি না 'নায়ক' ছবিতে দুর্গা প্রতিমা ভাসানের দৃশ্যটি থাকত। সত্যজিৎ রায়ের ছবির প্রতিটি দৃশ্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এসব কথা বলা বাতুলতা মাত্র।

ছবির ফ্ল্যাশব্যাকে ফিরতে হবে। মহানায়ক দিল্লি যাচ্ছেন জাতীয় পুরস্কার আনতে। প্রথমে ঠিক করেছিলেন যাবেন না কিন্তু বন্ধু কাম ম্যানেজার জ্যোতির কথামতো তাঁর সিদ্ধান্ত বদলেছেন অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়। ট্রেনের প্যান্ট্রিকারে মুখোমুখি অরিন্দম-অদিতি।

'নায়ক'-এ খুব ঘটা করে যে দুর্গাপুজো দেখানো হয়েছে তা নয়, কিন্তু দুর্গাপুজোর প্রসঙ্গ না-থাকলে অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়ের নায়ক হওয়া হত না। ঘটনাটি পরিচালক দেখিয়েছেন ফ্ল্যাশব্যাকে। প্যান্ট্রিকারে অদিতির সামনে এসে বসেন অরিন্দম। তার আগের দিন রাত্রে একটি ভয়ংকর স্বপ্ন দেখেন তিনি। বসে অদিতিকে প্রশ্ন করেন, স্বপ্ন সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন কিনা। অদিতি উত্তর সবাই যেটুকু জানে, ততটুকুই জানি। এরপর তিনি ব্যাখ্যা করলেন। অদিতি জিজ্ঞেস করেন, কাল রাতে কোনও স্বপ্নটপ্ন দেখলেন নাকি? তখন অরিন্দম স্বপ্নের কথাটা বললেন, "দেখলাম টাকার মধ্যে ডুবে যাচ্ছি। শঙ্করদা আমাকে বাঁচাতে পারতেন, কিন্তু বাঁচালেন না।" অদিতির প্রশ্ন, "শঙ্করদাটা কে? আত্মীয়?" অরিন্দম বলেন, "না, পাড়ার দাদা। বলত, আর যাই করো সিনেমায় নামবে না।" অদিতি বলেন, "খুব কড়া ছিলেন বুঝি?" অরিন্দম বলেন, "না, ওই সিনেমার ব্যাপারে। পাড়ায় একটা ক্লাব ছিল। থিয়েটার হত। শঙ্করদা ছিলেন কড়া ডিরেক্টর কিন্তু হিরোর পার্টটা আমার জন্য বাঁধা। সেবার পুজো এসে গেছে। নাটকের তোড়জোড় চলছে। সেইসময় জ্যোতি একটা খবর নিয়ে আসে। ওর টালিগঞ্জে যাতায়াত ছিল। হিরোর পার্ট। ছবি 'দেবী চৌধুরানি'। কেউ একজন আমার নামে চুকলি কেটেছিল শঙ্করদার কাছে।" একদিন শঙ্করদার পরিচালনায় নাটকের মহড়া চলছিল ক্লাবঘরে। অরিন্দম ঢুকতেই সবাইকে হটিয়ে দেন শঙ্করদা। মুখোমুখি অরিন্দম আর শঙ্করদা। অরিন্দমকে সরাসরি প্রশ্ন করেন তিনি, "কি, আমার নাটককে sabotage করার তাল করছ? মতলব কি তোমার? অরিন্দম বলেন, "আপনি মিথ্যে রাগ করছেন শঙ্করদা।"

শঙ্করদা, "মিথ্যে কিনা সেটা আমি বিচার করব। তারকা হওয়ার বাসনা হয়েছে। নাকি ল্যাজ বিশিষ্ট

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ধুমকেতু?” এরপর প্রচুর কথা হয় অরিন্দম আর শঙ্করদার মধ্যে। শঙ্করদা সিনেমা করা উচিত কি উচিত নয় তা নিয়ে কথা হয় দু’জনের ভিতর। একসময় শঙ্করদা ultimatum দেন অরিন্দমকে। বলেন, “আমি বলছি হবে না।” অরিন্দমও মেনে নেন শঙ্করদার আদেশ। বলেন, “আপনি বললে নিশ্চয় হবে না। তবে নাটকটা ডুবিয়ে ফিল্ম করার কথা ভাবছিলাম না।” এরপরও প্রচুর কথাবার্তা হয় দু’জনের ভিতর। শঙ্করদা ভীষণভাবে সিনেমার বিরুদ্ধে। অথচ অরিন্দমের সিনেমা করার প্রবল ইচ্ছা। কিন্তু তাঁর নাট্যগুরু শঙ্করদার মুখের ওপর কিছু বলার সাহস নেই। এবং বড়দের মুখের ওপর কথা বলা অরিন্দমের ভদ্রতায় বাধে। অরিন্দমের সিনেমা করার সেই স্পৃহার প্রকাশ পায় যখন শঙ্করদার চিতা প্রজ্বলিত। মুখোমুখি জ্যোতি এবং অরিন্দম।

তার আগে ফ্ল্যাশব্যাক ফেরা যাক। অরিন্দম বলছেন অদিতিকে, “এই হল শঙ্করদা। সেবার অষ্টমীর দিন থিয়েটার হল। দু’দিন পর ভাসান। আমাদের ক্লাবের প্রতিমা ছিল একেবারে সাবেকি স্টাইলের। শঙ্করদা বলতেন, ‘ওই চালচিত্তির, ডাকের সাজ, ড্যাবডেবে চোখ না হলে ভক্তি আসে না।’ অতবড় জোয়ান লোকটা চোখের সামনে শেষ হয়ে গেল!...

ছেলেবেলায় বাপ-মা’র মৃত্যু দেখেছি। তারপর আত্মীয়-অনাত্মীয় অনেক মড়া কাঁধে করেছি। মৃত্যু সম্বন্ধে একটা callous ভাব এসেগিয়েছিল। কিন্তু শঙ্করদার মৃত্যুটা কিছুতেই মানতে পারছিলাম না। যার মধ্যে এত লাইফ, তার প্রাণটা যায় কী করে! কিন্তু আশ্চর্য কি জানেন, শ্মশানে মড়া যখন পুড়ছে তখন feel করলাম মনের ভিতর একটা change আসছে।”

অরিন্দম বলে চলেছেন অদিতিকে। দেখা যায় অরিন্দম বলেন, “জ্যোতি?” জ্যোতি বলেন, “বল।” অরিন্দম, “বোস।” জ্যোতি বসার পর অরিন্দম বলেন,

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

"জ্যোতি, তোর পরজন্মে বিশ্বাস আছ?" জ্যোতি বলেন, "কার?" অরিন্দম, "মানুষের। এই ধর, তোর!" জ্যোতি বলেন, "আমি যে আমি বুঝছি কী করে! জ্যোতি বাড়ুজ্যে তো আর জ্যোতি বাড়ুজ্যে হয়ে জন্মাচ্ছে না! আর জাতিস্মরও সবাই হয় না। তাই বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্নটা উঠছে কী করে!" অরিন্দম বলেন, "exactly." জ্যোতি বলেন, "মার্কস আর ফ্রয়েডের যুগ ভাই। no পরজন্ম, no providence. অরিন্দম একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন, " জানি, জানি, একটাই lifetime একটাই chance."

এরপর অরিন্দমের মনে প্রশ্ন জাগে অভিনেতারা কি সত্যিই পরিচালকদের হাতের পুতুল? জ্যোতিকে বলেন, "তোর কি বিশ্বাস ব্র্যান্ডো, বোগার্ট, পল মুনি, এঁরা সবাই হাতের পুতুল!" জ্যোতি বলেন, "মানুষ হয়ে মাসে হাতে ৩৩৩ টাকা। বছরে দশটাকা increment. একজন successful পুতুল হলে per picture হেসেখেলে ৩০০০০ টাকা। একজন successful পুতুল হওয়া অনেক ভাল। ওরা দুটো ছেলের test নিয়েছে। উতরইনি। তুই রাজি হলে ইজ্জতটা বাঁচে।" হঠাৎই অরিন্দম জ্যোতির কথার পিঠে বলে ওঠেন, "শঙ্করদা must be wrong. শঙ্করদা must be wrong." কথাটি বলেই ঠোঁটের সিগারেটটি নিয়ে ছুড়ে ফেলেন অনতিদূরে শঙ্করদার জ্বলন্ত চিতা লক্ষ্য করে। তার পরমুহূর্তেই বলেন, "সত্যযুগ হলে ভয় পেতাম।" জ্যোতি, 'কিসের?" অরিন্দম স্মিত হাসিমুখে বলেন, "শঙ্করদার অভিশাপের।"

অরিন্দম-অদিতি মুখোমুখি। অরিন্দম বলছেন, "Decide করে ফেললাম on the spot." পাড়ার অভিনেতা থেকে মহানায়ক হওয়ার প্রথম ধাপে পা রাখলেন অরিন্দম। একজনের মৃত্যু, অন্যজনের নতুন জীবনে প্রবেশ। যাঁর মৃত্যু হল তাঁর নাম শঙ্কর বা যে-কোনও নাম হতে পারে। তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন অরিন্দমের ইচ্ছার সামনে একটি প্রাচীর হয়ে অর্থাৎ বাধা। তাঁর মৃত্যু অরিন্দমের সামনে বাধার প্রাচীর হয়ে গেল হাটখোলা দরজা। তিনি ক্রমশ হয়ে উঠলেন বাংলা ছবির ম্যাটিনি আইডল। অরিন্দমকে হয়তো তাড়া করে বেড়াত শঙ্করদার সাবধান বাণী। তারই প্রেক্ষিতে অরিন্দম বলেছিলেন জ্যোতিকে, "সত্যযুগ হলে ভয় পেতাম... শঙ্করদার অভিশাপের।" শঙ্করদার কথাগুলো কোনওভাবে পীড়িত করত অরিন্দমের চেতনে বা অবচেতনে। যা অদিতি বলেন অরিন্দমকে। তাই স্বপ্ন দেখে ভয় পান, চিন্তিত হন অরিন্দম। স্বপ্নের ভিতর অরিন্দম হাত বাড়ালেও হাত ধরেন না শঙ্করদা। তিনি ক্রমশ নিমজ্জিত হন টাকার পাঁকে। কিছুক্ষণ আগেই দেখা গেছিল অরিন্দম খেলাচ্ছলে হেঁটে বেড়াচ্ছেন টাকার পাহাড়ে মহানন্দে! তারপরই টেলিফোন বাজে। কংকাল হাতে টেলিফোন। তুলতে ভয় পান অরিন্দম। এই দৃশ্যে পূর্বে জ্যোতির মুখের দু'টি সংলাপ মনে পড়ে। একটি "এখন মার্কস আর ফ্রয়েডের যুগ ভায়া...।" আর "... per picture হেসেখেলে ৩০০০০ টাকা।" পুরো ছবিটি দাঁড়িয়ে আছে দুর্গাপুজোর মধ্যে।

সত্যজিৎ রায়ের 'জয়বাবা ফেলুনাথ'-এও দুর্গাপুজোর ভূমিকা বিশাল। দুর্গাপুজো কেন্দ্র করে বেনারসের ঘোষাল বাড়িতে লোকসমাগম। পরিবারের একটি অ্যান্টিক গণেশমূর্তি ঘিরে জট পাকানো এবং জট খোলা। যে-জট খোলেন ফেলুদা। বাঙালির অন্যতম জনপ্রিয় গোয়েন্দা। ফেলুদার নিছকই বেড়াতে আসা বেনারস। বেড়াতে এসে গোয়েন্দাগিরিতে জড়িয়ে পড়া।

ছবির টাইটেল কার্ড শেষ। অসুরের ক্লোজআপ। ক্যামেরা আসে প্রতিমা গড়ার কারিগর শশী পালের মুখে। তার মুখে শোনা যায়, "তখন দেবতারা বললেন, সর্বনাশ, ওই অসুরের সঙ্গে তো পারা যাচ্ছে না।..." চুপচাপ বসে শুনছে রুকু। উমানাথ ঘোষালের পুত্র রুকু। বেনারসের ঘোষালবাড়ির ঠাকুরদালানে প্রতিমা গড়ছেন বৃদ্ধ শশী পাল। তিনি কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি রুকু অর্থাৎ রুক্মিণীকুমারকে দুর্গার পৌরাণিক কাহিনি শোনাচ্ছেন, "... ব্রহ্মা একে এমন বর দিয়েছেন যে কোনও পুরুষ দেবতা একে বধ করতে পারবে না। তখন বিষ্ণুর মহাক্রোধ, বিষ্ণুর মুখ থেকে বেরিয়ে এলো, শিবের মুখ থেকে বেরিয়ে এলো তেজ, সমস্ত দেবতাগণের মুখ থেকে বেরিয়ে

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

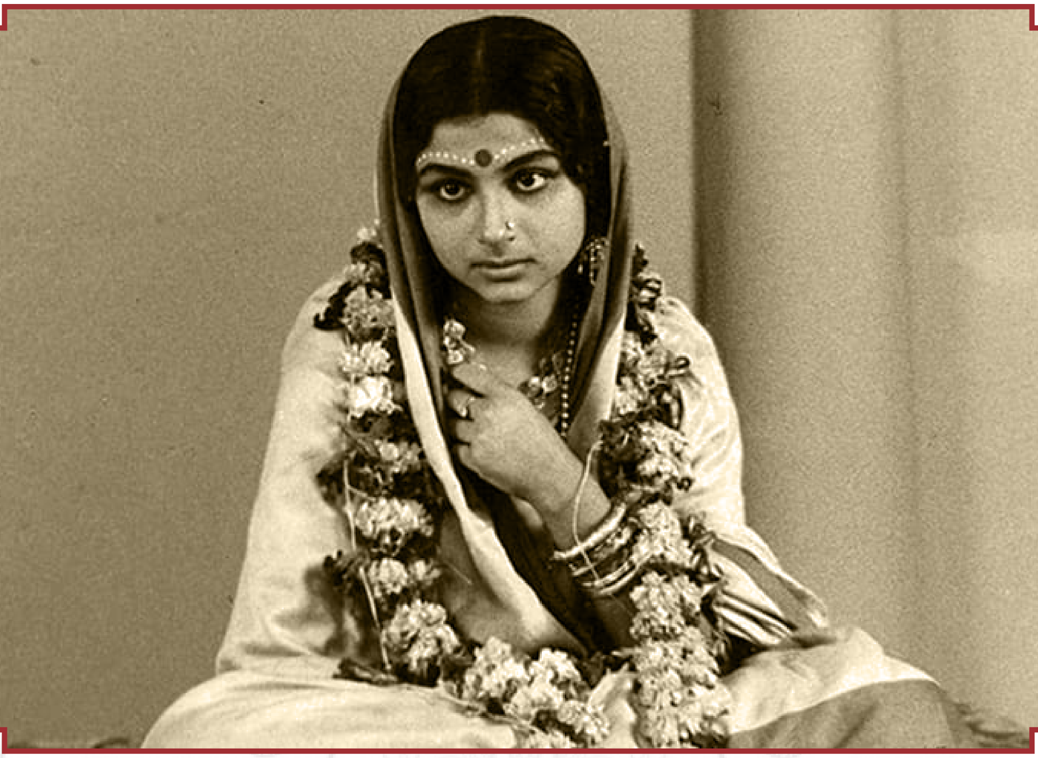

এলো তেজ, সেই সমস্ত তেজ থেকে সৃষ্টি হলেন এই দেবী দুর্গা। দুর্গার দশ হাত। দশ হাতে দশরকম অস্ত্র নিয়ে অস্ত্র নিয়ে বাহনের পিঠে চেপে দেবী যুদ্ধ করলেন মহিষাসুরের সঙ্গে।" রুকুর জিজ্ঞাস্য, "বাহন কি?" শশী পাল বললেন, "বাহন, সিংহ। গণেশের বাহন ইদুর, কার্তিকের বাহন ময়ূর, লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা আর সরস্বতীর বাহন হল হাঁস" শিশুমনের কৌতূহল তাই রুকু জিজ্ঞেস করে, "সব সত্যি?" তখন শশী পাল বলেন, "মিথ্যে বলি কি করে রুকুবাবু, মুনি ঋষিরা তো এইসব লিখে গেছে।" হঠাৎই রুকু ফিরে যায় নিজের জগতে। বলে, "সব সত্যি। মহিষাসুর সত্যি, হনুমান সত্যি, ক্যাপ্টেন স্পার্ক সত্যি, অরণ্যদেব সত্যি...।" হঠাৎই গাড়ির হর্ন শুনে রুকু ছুটে যায়। শশী পালও উঠে পড়েন।

উঁকি মেরে দেখে রুকু ছুটে যায় বিকাশের কাছে। বলে, "ডাকু গন্ডারিয়া।" কিছুক্ষণ পর দেখা যায় উমানাথ ঘোষাল আর মগনলাল মেঘরাজকে। ওঁরা দু'জন পূর্ব পরিচিত। মগনলাল বলেন, "তোমাকে কাল দেখলাম মছলিবাবা দর্শনে। ভাবলাম একবার দেখা করে আসি।" উমানাথ বলেন, "আমরা তো প্রতিবারই পুজোর সময় এখানে আসি। বাবা আছেন, ঠাকুরদা আজও বেঁচে আছেন।" মগনলাল বলেন, "আর তোমার গণেশ?" উমানাথ অবাক, "বাবা, ওটার কথা এখনও মনে আছে!" এই গণেশমূর্তিটি নিয়েই 'জয়বাবা ফেলুনাথ'।

প্রথমে মনে হয়, দুর্গাপুজো ছবির সমান্তরাল আরেকটি বিষয়। পরে সেই ধারণা চলে যায়। দ্বিতীয়বার দুর্গাপ্রতিমা বানানোর ব্যাপারটা দেখি চতুর্থীর দিন। সেদিন রং করছিলেন শশী পাল। ফেলুদা জিজ্ঞেস করলেন, "পরশু তো ষষ্ঠী, শেষ হয়ে যাবে?" ফেলুদার কথায় দু-একটি পাত্তা না-দিয়ে দায়সারা জবাব দেন শশী পাল।

পরিচালক সত্যজিৎ রায় দুর্গাপুজো নিয়ে খুব বেশি আর নাড়াচাড়া করেননি, করার কথাও নয়। তবে দুর্গাপ্রতিমার সঙ্গে নিবিড় যোগ রাখেন পরিচালক। গণেশমূর্তিটি লুকিয়ে রাখা হয় সিংহের মুখের ভিতর। তবে পরবর্তী সময়ে সেটিও আর থাকে না। ফলে, দুর্গাপুজো এবং প্রতিমার গুরুত্ব হারায় ছবি থেকে। কিন্তু পুজো যখন শুরু হয়েছে তার তো একটা শেষ থাকবে। সেই ভাসান বা বিসর্জনের দিনটি

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

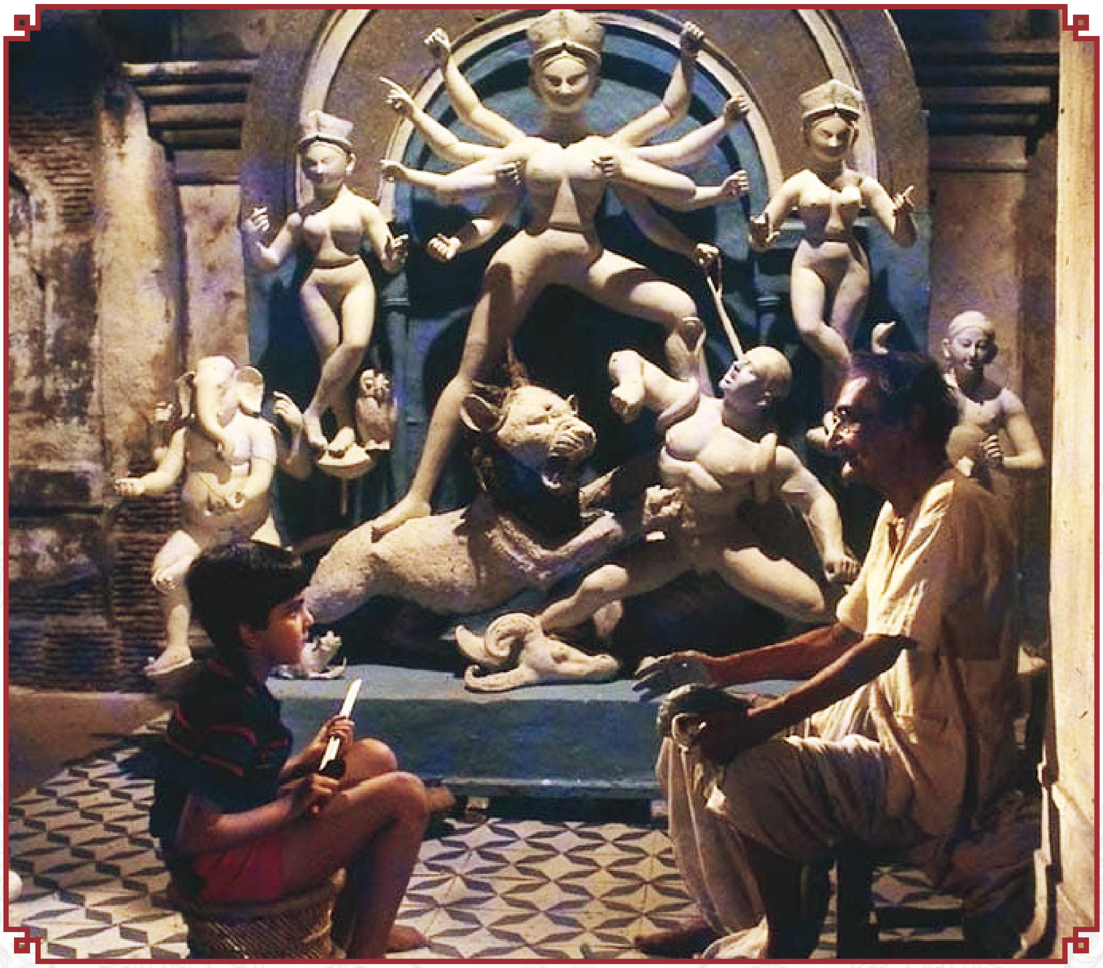

চমৎকারভাবে আসে ছবিতে।
ফেলুদা যখন ঘোষালবাড়ির আশ্রিত বিকাশ সিংহকে ধরতে শ্রী রাম ভাণ্ডারে যান। বিকাশ তখন ঘোষালবাড়ির কর্তা অম্বিকাচরণ ঘোষালের নির্দেশমতো মিষ্টি কিনতে ওই রাম ভাণ্ডারে। ফেলুদা বলেন, "... এখন থাক, পরে হবে।" বিকাশকে নিয়ে যান মানমন্দিরে। সেখানেই চলে জিজ্ঞাসাবাদ। সেইসময় খুব হালকা করে শোনা যায় বিসর্জনের ঢাকের বাজনা। ঢাকের বাদ্যি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়। আর ঘোষালবাড়ির জন্য মিষ্টি কেনা, এই দু'টির জন্য বুঝতে অসুবিধা হয় না সেদিনই বিজয় দশমী বা বিসর্জন। প্রবাসী বাঙালির দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে সত্যজিত রায়ের 'জয়বাবা ফেলুনাথ' এককথায় অপূর্ব।
বাংলা সিনেমায় ছবির কারণে হোক বা অকারণে দুর্গাপুজো বারবারএসেছে। বাঙালির কৃষ্টি, ঐতিহ্য, সংস্কৃতিতে জুড়েই দুর্গোৎসব। বাংলা সাহিত্যও এর ব্যতিক্রম নয়। দুর্গাপুজোও একটি বিষয়। সিনেমা বা সাহিত্যে, আলোকচিত্রে পটভূমি দুর্গাপুজো। বাঙালির জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে দুর্গাপুজোর সঙ্গে। বেশ কয়েকশো বছরের বাংলার সংস্কৃতিতে জড়িয়ে আছে দুর্গাপুজো। শারদোৎসব আর বাঙালির সম্পর্ক একেবারে অমলিন। কী সামাজিক কারণে, কী অর্থনৈতিক কারণে। তাই বারবার সাহিত্য, সিনেমায় লেখক, পরিচালকেরা আশ্রয় নিয়েছেন এই দুর্গাপুজোর। বিশ্ববরেণ্য পরিচালক সত্যজিৎ রায়ও দুর্গাপুজোকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেননি। অবশ্যই ছবির প্রয়োজনে দুর্গাপুজো গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে সত্যজিৎ রায়ের কাছে, সত্যজিৎ রায়ের চিত্রনাট্যে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

রান্না ২

আগমনি ১৪৩১

পুজো শেষে নীলকণ্ঠ পাখি উড়ে যাবে কৈলাস। গালে সিঁদুর, মুখে মিষ্টি আর হাতে পানের খিলি নিয়ে দেবী দুর্গাও ফিরবেন পতিগৃহে। বিসর্জনের বাদ্যি বাজলেই একের পর এক প্রতিমা ভেসে যাবে গঙ্গায়। সারাবছর জুড়ে কত আয়োজন, কত প্রস্তুতি; সবশেষে এই দিনে। আবার এক বছরের অপেক্ষা। তবে মূল ছন্দে ফেরার প্রয়াস তো করতেই হবে। পঞ্চমী থেকে নবমী মাছ-মাংসে পাত সাজালেও দশমীতে মিষ্টিমুখ ছাড়া বাঙালির পুজো বৃথা। নাড়ু, নারিকেল ছাপা সন্দেশ, মোয়া এসবের বাইরে গিয়ে কি কি মিষ্টি বানাতে পারেন, এবারের সংকলনে রইল তার হদিশ

মায়ের বিদায়,

সিঁদুর খেলা আর বিজয়ার নোনতা মিষ্টি

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

পূর্বিতা মণ্ডল

আম ক্ষীর

কী কী লাগবে

দুধ-১ লিটার, চিনি -১/২ কাপ, এলাচগুঁড়ো -১/২ চা-চামচ, গ্রেট করা খোয়া-২ টেবিল চামচ, কেশর-১ চিমটে, পাকা আমের পাল্প-১ কাপ

কীভাবে বানাবেন

প্রথমে মিডিয়াম আঁচে দুধ জ্বাল দিতে হবে এবং ১/২ কাপ চিনি দিয়ে ঘন ঘন নাড়তে হবে। গরম দুধের কড়াই থেকে দুচামচ মতো দুধ একটা বাটিতে তুলে নিয়ে তার মধ্যে ১ চিমটে কেশর ভিজিয়ে সরিয়ে রাখতে হবে। দুধ মিডিয়াম থেকে হাই হিটে ঘন ঘন নাড়ার পর কমে ৩০০ মিলি লিটার হলে, একে একে কেশর ভেজানো দুধ, এলাচগুঁড়ো ভালো করে মিশিয়ে আঁচ থেকে নামিয়ে পুরোপুরি ঠান্ডা করে নিতে হবে। এবারে ১ কাপ আমের পাল্প ভালো করে মিশিয়ে বাদামকুচি ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

আকাশ ৮
বাংলার নিজের চ্যানেল

সময়ের হাত ধরে আজও সবার মুখে

বাংলা টেলিভিশনের সবথেকে বেশি সময় ধরে চলা কুকিং শো 'রাঁধুনি' পা রাখলো ১৬ বছরে।

এতদিন ধরে আপনাদের রসনা ও হৃদয় জয় করতে পেরে আমরা আনন্দিত।

'রাধুনি'-তে অংশগ্রহণ করতে চোখ রাখুন আকাশ আটের পর্দায়।

প্রতিদিন, দুপুর ১:৩০ ও বিকেল ৫:৩০

আকাশ আট দেখুন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। দেখতে না পেলে আপনার কেব্‌ল বা ডি টি এইচ অপারেটরের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

মতিচুর লাড্ডু

কী কী লাগবে

বেসন-১ কাপ, কেশর রং-১/২ চা-চামচ, চিনি -১ কাপ, লেবুর রস -১ চা-চামচ, জল-১/২ কাপ, গোটা এলাচ -৩টি, গোলাপজল -১/২ চা-চামচ, চারমগজ-১ টেবিল চামচ, কাজুবাদামকুচি-১/২ টেবিল চামচ, কিশমিশ -১ টেবিল চামচ

কীভাবে বানাবেন

প্রথমে চিনির সিরাপ বানানোর জন্য ১ কাপ চিনি, ১/২ কাপ জল, তিনটি গোটা এলাচ (হালকা থেঁতলে নেওয়া), এক চিমটে কেশর ফুড কালার দিয়ে ভালো করে ফুটিয়ে নিতে হবে, যতক্ষণ না চ্যাটচ্যাটে হচ্ছে। চ্যাটচ্যাটে হলে আঁচ থেকে নামিয়ে দিতে হবে ১ চা-চামচ লেবুর রস।

এখন ১ কাপ বেসন, ১/৪ চা-চামচ কেশর ফুড কালার দিয়ে, পরিমাণমতো জল দিয়ে একটা ব্যাটার বানাতে হবে। খুব ঘন বা মোটা ব্যাটার হবে না। এবারে কড়াইয়ে ডালডা তেল দিয়ে (না থাকলে ভেজিটেবল অয়েল) আঁচ মিডিয়ামে রেখে, কড়াইয়ের উপর একটি ঝাঁঝরি রেখে, অল্প করে ব্যাটার ঝাঁঝরির উপর দিয়ে তেলে ১ থেকে ২ মিনিটের জন্য দানাগুলো ভেজে নিতে হবে মিডিয়াম আঁচে।

সমস্ত দানা ভাজা হয়ে গেলে গরম রসে ফেলতে হবে। একে একে বাদামকুচি, চারমগজ, কিশমিশ, ১চা-চামচ গাওয়া ঘিয়ের মধ্যে দিয়ে আঁচের উপর চাপিয়ে মিডিয়াম আঁচে রান্না করতে হবে যতক্ষণ না সমস্ত রস টেনে নিচ্ছে। পুরো মিশ্রণ চ্যাটচ্যাটে হলে ও রস পুরো শুকিয়ে গেলে গ্যাস থেকে নামিয়ে হালকা গরম অবস্থায় গোল গোল করে পাকিয়ে নিলে তৈরি মতিচুর লাড্ডু।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Sauced up goodness!
THE
SEVEN
14
Dine In | Home Delivery | TakeAway
9330901033 /9062868323
HILAND PARK, METROPOLIS MALL, 3RD FLOOR
zomato
SWIGGY

কেশর পেস্তা শ্রীখণ্ড

কী কী লাগবে

ভালো করে জল ঝরানো টকদই -৩০০ গ্রাম, কনডেন্সড মিল্ক -১/৪ কাপ, গুঁড়ো চিনি -১ টেবিল চামচ, পেস্তা এসেন্স-২ ফোঁটা, পেস্তা বাদামকুচি -১ টেবিল চামচ

কীভাবে বানাবেন

প্রথমে ৩ থেকে ৪ ঘণ্টা ধরে জল ঝরিয়ে রাখা টকদই ভালো করে হুইস্কার করে ফেটিয়ে নিতে হবে, যাতে দানা না-থাকে। এবারে একে একে গুঁড়ো চিনি, কনডেন্সড মিল্ক, পেস্তা এসেন্স দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে উপরে সামান্য কেশর,পেস্তা বাদামকুচি ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ইনস্ট্যান্ট কালাকাঁদ

কী কী লাগবে

দুধ -২ লিটার, চিনি -১ কাপ(১২০ গ্রাম), মাওয়া বা খোয়া-১০০ গ্রাম, ভিনিগার -১ টেবিল চামচ, এলাচগুঁড়ো -১ চা-চামচ

কীভাবে বানাবেন

প্রথমে ২ লিটার দুধ, একটি কড়াইয়ে নিয়ে গরম করে, তাতে ১/২ কাপ মতো চিনি যোগ করতে হবে।

চিনি ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে দুধ উচ্চ তাপমাত্রায় ঘন করে নিতে হবে।

ক্রমাগত নাড়তে নাড়তে দুধ যখন ৪০০ মিলি হবে, তখন ১ টেবিল চামচ ভিনেগার মিশিয়ে নিতে হবে। ভিনিগার দেওয়ার সঙ্গেসঙ্গে দুধ হালকা ছানা কাটা হবে, তখন আরও ৫ মিনিট লো থেকে মিডিয়াম আঁচে ভালো করে নেড়ে নিয়ে ১০০ গ্রাম কোরানো খোয়া ও এলাচগুঁড়ো যোগ করে একটা জমাট বাঁধা মিশ্রণ তৈরি করতে হবে।

একদম শেষে তৈরি হওয়া মিশ্রণটি একটা ঘি মাখানো থালার উপর ছড়িয়ে, হালকা গরম অবস্থায় চৌকাকারে কেটে রেখে দিতে হবে। পুরোপুরি ঠান্ডা হলে পরিবেশন করুন ইনস্ট্যান্ট কালাকাঁদ।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

CHINA WHITE'S
MULTI-CUISINE
BAR CUM RESTAURANT
DINE IN, HOME DELIVERY
AND TAKE AWAY.
Contact: 033 40077727
14/6, 2nd Floor , Gariahat Rd, opposite Apollo,
Kolkata , West Bengal 700019
Follow us on
zomato
SWIGGY

নরম পাকের সন্দেশ

কী কী লাগবে

১.৫ কেজি ফুল ফ্যাট দুধ, চিনি -১ কাপ(১২০ গ্রাম), এলাচগুঁড়ো -১ চা-চামচ, ভিনিগার -৪ টেবিল চামচ, জল-১/২ কাপ

কীভাবে বানাবেন

প্রথমে ভিনিগার ও জল মিশিয়ে পাশে সরিয়ে রাখতে হবে।

এবারে ১.৫ কেজি দুধ গরম করে নিয়ে ফুটে উঠলে এর মধ্যে ভিনিগার মিশ্রিত জল দিতে হবে। ছানা কেটে গেলে, জল ঝরতে দিতে হবে।

১ ঘণ্টা ভালো করে জল ঝরিয়ে নেওয়ার পর, ছানা ভালো করে হাতে মাখিয়ে নিতে হবে, যেন দানা না-থাকে।

এবারে একটা কড়াইয়ে ছানা ও চিনি ভালো করে মিশিয়ে আঁচে বসিয়ে মিডিয়াম আঁচে ৪ থেকে ৫ মিনিট ধরে নেড়ে নিতে হবে। একদম শেষে এলাচগুঁড়ো ছড়িয়ে ভালো করে নেড়ে নিয়ে বেশ মাখামাখা হলে আঁচ থেকে নামিয়ে দিতে হবে, পছন্দের শেপ দিলেই তৈরি নরম পাকের সন্দেশ।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

দই বড়া

কী কী লাগবে

বিউলির ডাল- ২৫০ গ্রাম, নুন– ২ চামচ, বিটনুন– ১ চামচ, টক দই– ৬০০ গ্রাম, মৌরি– ১ চামচ, জিরে– ১ চামচ, সাদা তেল– ৫০০ গ্রাম, চিনি– ৩ চামচ, কাঁচালঙ্কা– ৫টি, আদাবাটা– ১ চামচ, ধনেপাতাকুচি– ১ কাপ, ঝুরিভাজা– ১ কাপ, গ্রিন চাটনি– ১/২ কাপ, তেঁতুলের রেড চাটনি– ১/২ কাপ, ভাজা মশলা (জিরে, মৌরি, ধনে, শুকনোলঙ্কা ড্রাই রোস্ট করে গুঁড়ো)– ১ চামচ

কীভাবে বানাবেন

বিউলির ডাল ভালো করে ধুয়ে নিয়ে সারারাত জলের মধ্যে ভিজিয়ে রাখতে হবে। পরদিন ডালের জল ভালো করে ঝরিয়ে নিন। এবারে একটি মিক্সিং জারে ডাল, কাঁচালঙ্কা ও আদাবাটা দিয়ে খুব ভালো করে পেস্ট করে নিতে হবে। এরপরে ডালবাটার মিশ্রণ ভালো করে ফেটিয়ে নিতে হবে। তারজন্যে একটি পাত্রে নেব বাটা ডাল, ১/২ চামচ মৌরি, ১/২ চামচ জিরে, ২ চামচ টকদই, ১/২ চামচ নুন ও ১/২ চামচ বিটনুন। এবার সব উপকরণগুলো হাত দিয়ে বেশ খানিকক্ষণ ধরে ফেটিয়ে নিতে হবে। মিশ্রণটি গোল গোল করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফেটাতে থাকলে ডালের রং বেশ সাদা হয়ে আসবে। তবে পুরোপুরি ফেটানো হয়েছে কিনা তা জানার জন্যে একটি পাত্রে কিছুটা জল নিয়ে ফেটানো ডালের মিশ্রণ একটু দিয়ে দিতে হবে। যদি ডালের মিশ্রণ সঙ্গেসঙ্গে ভেসে ওঠে তাহলে ডাল ভালো করে ফেটানো হয়ে গেছে। এরপরে একটি কড়াইতে বেশ খানিকটা তেল মিডিয়াম আঁচে গরম করে তাতে ফেটানো ডালের মিশ্রণ ছোট ছোট বলের মতো করে ভেজে নিতে হবে। বড়াগুলো হালকা সোনালি রঙের করে ভেজে তুলে নিতে হবে। এবার একটি বড়ো পাত্রে বেশ খানিকটা জল দিয়ে তার মধ্যে ১/২ চামচ নুন ও ১/২ চামচ চিনি ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে ভেজে রাখা বড়াগুলো দিয়ে ডুবিয়ে রেখে দেব ২০ মিনিট। ২০ মিনিট পর জল থেকে বড়াগুলো তুলে নিয়ে আলতো করে চেপে অতিরিক্ত জল বের করে নিতে হবে। এরপরে একটি পাত্রের মধ্যে টকদই, ২ চামচ চিনি, ১ চামচ নুন ও কিছু আইস কিউব দিয়ে ভালো করে ফেটিয়ে নিতে হবে। এবারে মিশ্রণটির মধ্যে ২ কাপ জল মিশিয়ে মিশ্রণটিকে একটু বাড়িয়ে নিতে হবে। এই দইয়ের মধ্যে বড়াগুলো ভালো করে ডুবিয়ে কিছুক্ষন ফ্রিজে রেখে দিতে হবে। এবারে বড়াগুলো ফ্রিজ থেকে বের করে একটি প্লেটের মধ্যে দিয়ে ওপর থেকে গ্রিন চাটনি, তেঁতুলের চাটনি, বিটনুন, ধনেপাতাকুচি, ঝুরিভাজা ও ভাজা মশলা ছড়িয়ে পরিবেশন করুন সুস্বাদু দইবড়া।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

সুতপা দে

রসমালাই

কী কী লাগবে

ছানা তৈরির জন্য দুধ ১ লিটার, লেবুর রস ২ টেবিল চামচ, জল ১ কাপ, চিনির রস তৈরির জন্য জল ৮ কাপ, চিনি দেড় কাপ, অন্যান্য উপকরণ: দুধ ১ লিটার, চিনি ১/৪ কাপ, এলাচগুঁড়ো আধ চা-চামচ, জাফরান দুধ ২ টেবিল চামচ

কীভাবে বানাবেন

প্রথমে ছানা তৈরি করতে ১ লিটার দুধ জ্বাল দিন। ফুটে উঠলে লেবুর রস দিয়ে নাড়ুন। ছানা তৈরি হলে নামিয়ে পাতলা কাপড়ে ছেঁকে ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে নিন। কাপড়টি ভালো করে নিংড়ে বাড়তি জল বের করুন। এবার ১০ মিনিট ঝাঁকিয়ে নিন ছানা। অল্প অল্প করে ছানা হাতে নিয়ে মিষ্টির আকৃতি তৈরি করে একটি ছড়ানো প্লেটে রাখুন। এবার রস তৈরির পালা। এজন্য প্যানে চিনি ও জল একসঙ্গে জ্বাল দিন। ১০ মিনিট ফুটিয়ে মিষ্টিগুলো দিয়ে দিন রসে। প্যান ঢেকে ১৫ মিনিট আঁচে রাখুন। এর মধ্যেই ফুলে উঠবে মিষ্টিগুলো। রস থেকে মিষ্টি তুলে নিন। চেপে চেপে ভেতরের বাড়তি জল বের করে নেবেন। এবার আরেকটি প্যানে ১ লিটার দুধ ঘন করে জ্বাল দিয়ে অর্ধেক করে নিন। দুধে সর পড়লে প্যানেই দুধ নাড়তে থাকুন। চিনি, এলাচগুঁড়ো ও জাফরান দুধ দিয়ে মিশিয়ে নাড়ুন। ঘন হয়ে গেলে নামিয়ে ঠান্ডা করুন। এরপর মিষ্টিগুলো ডুবিয়ে দিন দুধে। ব্যস, তৈরি হয়ে গেল তুলতুলে রসমালাই। পরিবেশন করার আগে চাইলে কিছু পেস্তা ও কাজুবাদামকুচি ছড়িয়ে দিতে পারেন রসমালাইয়ের উপরে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

খোয়া ক্ষীরের মোয়া

কী কী লাগবে

কনকচূড় ধানের খই ২৫০ গ্রাম, চিনি ১ কাপ, খোয়া ক্ষীর ১৫০ গ্রাম, নলেন গুড় ১ কাপ, জল ২ কাপ, ঘি ১ চা-চামচ, এলাচগুঁড়ো ১/৪ চা চামচ, কাজু, কিশমিশ ও পেস্তা পরিমাণমতো।

কীভাবে বানাবেন

কড়াইয়ে ১/২ কাপ গুড় এবং দেড় কাপ জল দিয়ে ফুটিয়ে নিন। রস গাঢ় না-হওয়া অবধি জ্বাল দিন। দ্রবণ বেশ গাঢ় হয়ে এলে গুড়ের মিশ্রণ ঠান্ডা করে নিন। এর মধ্যে খই দিয়ে হালকা হাতে মিশিয়ে নিন।অন্য পাত্রে বাকি অর্ধেক কাপ গুড় এবং এক কাপ জল দিয়ে অল্প আঁচে রেখে ৫-৬ মিনিট ফুটিয়ে নিন। এই রসটা একটু পাতলা অবস্থাতেই নামিয়ে নিতে হবে। আগে থেকে মেখে রাখা খইয়ের মিশ্রণের মধ্যে এই রসের অর্ধেকটা ছড়িয়ে ঢাকা দিয়ে রাখুন। ঢাকা দিয়ে অন্তত ২-৩ ঘণ্টা রাখুন। খই নরম হয়ে আসবে। মাঝে এক ঘণ্টার মাথায় খইয়ের মধ্যে ১০০ গ্রাম খোয়া ক্ষীর গুঁড়ো করে মিশিয়ে নিন। ২-৩ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলে এলাচগুঁড়ো এবং ঘি খইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে নিন। এবার মোয়া গড়ার পালা। এলাচগুঁড়ো এবং ঘিয়ের সঙ্গে খই মেশানো হয়ে গেলে অল্প অল্প করে মিশ্রণ হাতে নিয়ে মোয়ার আকারে গড়ে নিন। উপর থেকে কাজু, কিশমিশ, পেস্তা এবং খোয়া ক্ষীর ছড়িয়ে দিন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

খুরমা বা খাস্তা গজা

কী কী লাগবে

ময়দা, বেকিং পাউডার, নুন. ঘি, সাদা তেল, জল, চিনি, এলাচ।

কীভাবে বানাবেন

প্রথমে পরিমাণমতো ময়দা নিয়ে তাতে সামান্য বেকিং পাউডার মেশান। এতে অল্প নুন দিন। তার পরে ১ চামচ ঘি দিয়ে সবটা মিশিয়ে নিতে হবে। এতে সাদা তেল দিন। মিশ্রণটি ভাল করে মাখা হয়ে গেলে, তাতে অল্প জল দিন। এ বার শক্ত করে মাখবেন। মাখা হয়ে গেলে ১০ মিনিট রেখে দিতে হবে। এর পরে লুচির মতো লেচি কেটে গোল করে বেলে নিন। এ বার হাফ করে কেটে একটার পর একটা লেয়ার রেখে বেলে নিন। এটা হয়ে গেলে ছোট চৌকো আকার করে কেটে নিন। ভাল করে স্তরে স্তরে বেলে সাজিয়ে নিয়ে সুন্দর শেপ দিলেই গজা দেখতে ভাল হবে। এবার সাদা তেলে গজা ভেজে নিতে হবে। অন্য কড়াইয়ে চিনি আর জল নিয়ে তাতে এলাচ থেঁতো করে ফুটিয়ে নিন। এবার গরম অবস্থায় তাতে ভেজে রাখা গজা ফেলে দিলেই তৈরি হয়ে যাবে মিষ্টি খাস্তা গজা।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন
www.rojkarananya.com

মিষ্টি বোঁদে

কী কী লাগবে

বেসন, ঘি, খাবার সোডা, চিনি, এলাচ, সাদা তেল ও জল

কীভাবে বানাবেন

প্রথমে একটা পাত্রে বেসন নিয়ে নিন। ওর মধ্যে অল্প পরিমাণে ঘি এবং খাবার সোডা মিশিয়ে নিন। মিশিয়ে দিয়ে দিন জল। ভালো করে ব্যাটারটা গুলে নিন। এরপর একটা কড়াই নিন। কড়াইয়ে চিনি এবং জল মিশিয়ে সিরাপ বানিয়ে নিন। অন্য একটা কড়াইতে অল্প পরিমাণে ঘি এবং তেল দিয়ে গরম করে নিন ভালো করে। এরপর ছানতার সাহায্যে ওই ব্যাটার তেলের মধ্যে ছাড়তে থাকুন। ভালো করে ভাজতে থাকুন। এরপর সমস্ত বোঁদে ভাজা হয়ে গেলে চিনির রসের মধ্যে চুবিয়ে রেখে দিন। সারারাত ভিজিয়ে রাখলেই তৈরি হয়ে যাবে বোঁদে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

কাজু বরফি

কী কী লাগবে

কাজুবাদাম- ২ কাপ (কাজু ফ্রিজে রেখে ভালোমতো ঠান্ডা করে নেবেন), জল- ১/২ কাপ, চিনি- ৩/৪ কাপ, এলাচগুঁড়ো- ১/২ চা-চামচ, কাজু পাউডার- ২ কাপ, গোলাপজল- ১ চা-চামচ, ঘি- ১ চা-চামচ, কেশর- সামান্য
গার্নিশিং-এর জন্য: রুপোর তবক

কীভাবে বানাবেন

কাজু বরফির জন্য কাজুর মিহি গুঁড়ো লাগবে। এর জন্য প্রথমে মিক্সিতে কাজু মিহি করে গুঁড়ো করে নিন। তারপর ছাঁকনিতে সেই গুঁড়ো ছেঁকে নিন। যে অতিরিক্ত গুঁড়ো ছাঁকনিতে থেকে যাবে সেগুলি ফের মিক্সিতে দিয়ে গুঁড়ো করুন। এভাবে যতক্ষণ না সমস্ত কাজু পাউডারের মতো মিহি হয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ গুঁড়ো করে যান।

নন স্টিক প্যান গরম করে তাতে জল, চিনি এবং এলাচগুঁড়ো দিয়ে কম আঁচে নাড়তে থাকুন।

চিনি সম্পূর্ণ গলে গেলে তাতে কাজুর গুঁড়ো দিয়ে ক্রমাগত নাড়ুন।

দেখবেন কাজুর মিশ্রণ ক্রমে গাঢ় হতে থাকবে। এর মাঝে এতে গোলাপ জল দিয়ে দিন। কাজুর মিশ্রণটি যতক্ষণ না ঘন হয়ে আঠালো হয়ে যাচ্ছে, ততক্ষণ কম আঁচে মিশ্রণটি নাড়াচাড়া করে যেতে হবে। কাজুর মিশ্রণকে একটি ময়দার ডো-এর মতো বানাতে হবে। এর জন্য সামান্য মিশ্রণ নিয়ে হাতে গোল্লা পাকিয়ে দেখুন আঁট বাঁধছে কিনা। ডো তৈরি হয়ে গেলে গ্যাসের আঁচ বন্ধ করে কাজুর ডো-তে ঘি দিয়ে মেশাতে থাকুন। ঘি সম্পূর্ণ গলে গিয়ে মিশে গেলে পাত্র থেকে কাজুর ডো নামিয়ে নিন।

এবার বাটার পেপার বা সেলোফিন পেপারে কাজু ডো রেখে হাতা দিয়ে ছড়িয়ে দিন। ডো-এর উপর আরেকটি বাটার পেপার বা সেলোফিন পেপার রেখে বেলনি দিয়ে বেলে নিন। যাতে সমস্ত মিষ্টির উপর এবং তলভাগ সম্পূর্ণ মসৃণ হয়ে যায় এবং মিষ্টির গভীরতা সমান হয়।

উপরের সেলোফিন পেপারটি সরিয়ে কাজুর উপর কেশর ছড়িয়ে ফের পেপার রেখে বেলে নিন। যদিও কেশর দেওয়াটা অপশনাল।

এবার ছুরি বা পিৎজা কাটার দিয়ে কাজুর ডো বরফির আকারে কেটে নিন। উপরে রুপোর তবক আটকে দিন। কিছুক্ষণ খোলা হাওয়ায় রাখলেই বরফি একদম তৈরি হয়ে যাবে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

নমক পারা বা নিমকি

কী কী লাগবে

ময়দা ২ কাপ, তেল ২ চা চামচ, লবণ (পরিমাণমতো), চিনি ১/২ চা-চামচ, কালোজিরা ১ চা-চামচ, জল ১/২ কাপ, সাদা তেল (পরিমাণমতো),

কীভাবে বানাবেন

একটি বড় পাত্রে জল বাদে ময়ানের জন্য বাকি সব উপকরণ নিন। ময়দা, অল্প তেল, লবণ, চিনি ও কালোজিরা নিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন।

এবার খুব অল্প করে জল দিয়ে সব উপকরণ একসঙ্গে মাখুন। মাখা ময়দার তালটা সুন্দর মসৃণ নরম করে মাখতে হবে। মাখা ময়দাটা একটা ভেজা সুতির কাপড়ে জড়িয়ে অন্তত আধ ঘণ্টা রেখে দিন। এবার মাখা ময়দা থেকে ৫ -৬ টি সমান মাপের লেচি কেটে নিন। এক একটি লেচিতে শুকনো ময়দা ছড়িয়ে, পাতলা করে বড় রুটির আকারে বেলে নিন।

গোলাকারে বেলা হয়ে গেলে, তেল মাখিয়ে গুঁড়ো ময়দা ছড়িয়ে ভাঁজ করে নিন। যাতে তিনকোনা আকার নেয়। ভাজার জন্যে কড়াইতে তেল গরম হতে দিন। তেল গরম হলে মাঝারি আঁচে বরফির আকারে কেটে নেওয়া ময়দার টুকরোগুলো ডুবো তেলে ভেজে তুলুন।

রোজকার অনন্যা

রোজকার সাত সতেরো, সাথে রোজকার রান্নাবান্না

পাঠকের জন্য

শুধুই পড়বেন কেন? এবার কলম ধরুন। 'রোজকার অনন্যা'র পক্ষ থেকে রইল আমন্ত্রণ। ছোটগল্প, কবিতা, ছবি সহ ভ্রমণ অভিজ্ঞতা- পাঠান আপনার পছন্দের লেখা। লিখতে পারেন পত্রিকার বিষয়ে আপনার ভালোলাগা-মন্দলাগা, যে কোনও পরামর্শ। লেখার সঙ্গে আপনার নাম, ঠিকানা আর ফোন নম্বর পাঠাতে ভুলবেন না।

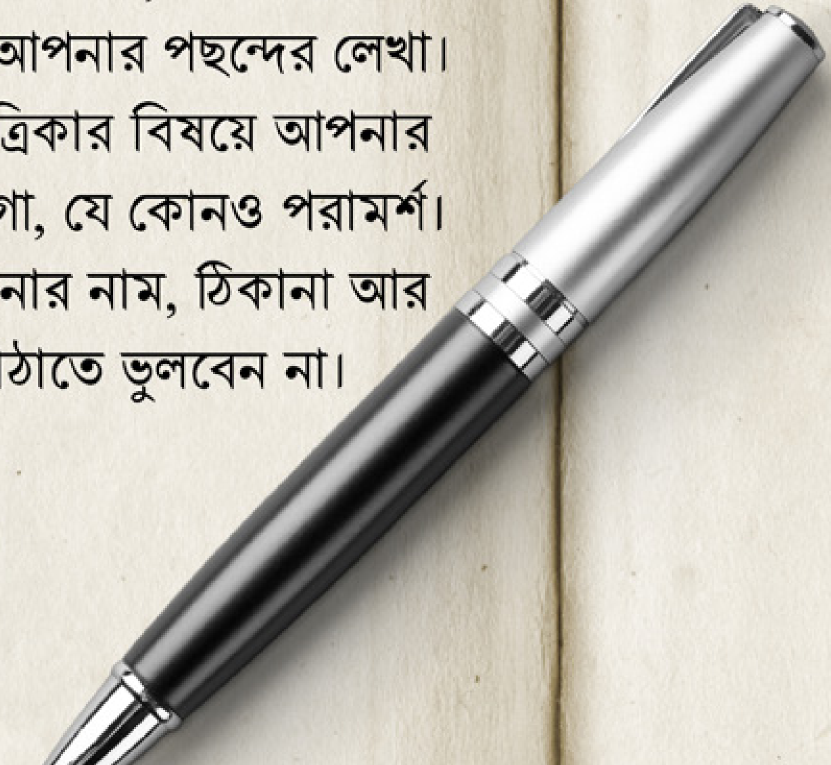

লেখা পাঠানোর ই-মেইল আই ডি:

rojkarananya@gmail.com